জীবনের পরম গতি প্রাপ্ত
হতে হলে আপনাকে অবশ্যই
"হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র"
জপ ও কীর্তন করতে হবে

কীর্তন করুন এবং সুখী হোন

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

কীর্তন করুন এবং সুখী হোন

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি

শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

কর্তৃক রচিত ইংরেজী Chant and Be Happy গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট

শ্রীমায়াপুর, কলকাতা, মুম্বাই, লস্ এঞ্জেলেস, লন্ডন, সিডনি, প্যারিস, রোম, হংকং

CHANT AND BE HAPPY (BENGALI)

প্রকাশক ঃ
ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের পক্ষে
শ্যামরূপ দাস ব্রহ্মচারী

প্রথম প্রকাশ ঃ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাব তিথি মহোৎসব
১১ মার্চ ২০০৯ খ্রিস্টাব্দ
২৭ ফাল্গুন ১৪১৫ বঙ্গাব্দ
৩০ গোবিন্দ ৫২২ গৌরাব্দ
৩০০০ কপি।

মুদ্রণ ঃ
শ্রীমায়াপুর চন্দ্র প্রেস
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
পশ্চিমবঙ্গ, ৭৪১৩১৩
☎ (০৩৪৭২) ২৪৫-২১৭, ২৪৫-২৪৫, ২৪৫-৫৭৮

উৎসর্গ

আমরা এই গ্রন্থটি আমাদের পরমারাধ্য গুরুদেব ও পথ-প্রদর্শক কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের করকমলে উৎসর্গ করছি, যিনি পুনর্জন্মের স্বীকৃত বিজ্ঞান সহ শ্রীকৃষ্ণে চিন্ময় শিক্ষাসমূহকে পাশ্চাত্য জগতে আনয়ন করেছিলেন।

—সম্পাদকবর্গ

শ্রীল ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ রচিত গ্রন্থাবলী ঃ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা যথাযথ
শ্রীমদ্ভাগবত (১ম-১২শ স্কন্ধ, ১৮ খণ্ড)
শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত (৪ খণ্ড)
অমল পুরাণ
গীতার গান
গীতার রহস্য
লীলা পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা
পঞ্চতত্ত্বরূপে ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু
ভক্তিরসামৃতসিন্ধু
শ্রীউপদেশামৃত
দেবহূতি নন্দন শ্রীকপিল শিক্ষামৃত
কুন্তীদেবীর শিক্ষা
কৃষ্ণভাবনামৃতের অনুপম উপহার
শ্রীঈশোপনিষদ
যোগসিদ্ধি
কৃষ্ণভাবনার অমৃত
আদর্শ প্রশ্ন আদর্শ উত্তর
শ্রীনারদ ভক্তিসূত্র
আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা
জীবন আসে জীবন থেকে
পুনরাগমন
অমৃতের সন্ধানে
ভগবানের কথা
ঈশ্বরের সন্ধানে
কৃষ্ণ বড় দয়াময়
পরম পিতা
শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে
বুদ্ধিযোগ
কৃষ্ণভক্তি সর্বোত্তম বিজ্ঞান
পরোপকার
হরেকৃষ্ণ চ্যালেঞ্জ
পরলোকে সুগম যাত্রা
যেমন কর্ম তেমন ফল
জীবন জিজ্ঞাসা
ভগবৎ-দর্শন (মাসিক পত্রিকা)
হরেকৃষ্ণ সংকীর্তন সমাচার (পাক্ষিক পত্রিকা)

বিশেষ অনুসন্ধানের জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় যোগাযোগ করুন ঃ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
বৃহৎ মৃদঙ্গ ভবন
শ্রীমায়াপুর, ৭৪১৩১৩
নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ

ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট
১০ গুরুসদয় রোড
অজন্তা অ্যাপার্টমেন্ট, দোতলা
ফ্ল্যাট-১বি, কলকাতা—৭০০০১৯

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা

সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগারমালা

ভারতের অনাদিকালীন বৈদিক জ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান আগ্রহের বিষয়বস্তুসমূহকে প্রকাশ করছে ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্টের এই সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগারমালার গ্রন্থগুলি।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের (ইসকন) প্রতিষ্ঠাতা আচার্য (শ্রীগুরুদেব) কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, তত্ত্ববেত্তা। গুরু-শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত বৈদিক সাহিত্যসমূহকে আধুনিক যুগের মানুষের কাছে উপস্থাপিত করার জন্য ১৯৭০ সনে এই 'ভক্তিবেদান্ত বুক ট্রাস্ট'এর প্রতিষ্ঠা করেন। শ্রীল প্রভুপাদের অনুবাদ ও ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইতিহাসে এই প্রথম, পৃথিবীর অত্যন্ত গভীর দার্শনিক ঐতিহ্য দ্রুত পাশ্চাত্যের ব্যাপক জনসাধারণের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে শুরু করে। পৃথিবী জুড়ে শতাধিক পণ্ডিত ব্যক্তি শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থরাজির আলোচনা করতে গিয়ে, অত্যন্ত গভীর এবং সূক্ষ্ম দার্শনিক বিষয়গুলিকে সরল ও সহজবোধ্য ভাষায় উপস্থাপন করার তাঁর দক্ষতা এবং মূল সংস্কৃত সাহিত্যে তাঁর সুগভীর পাণ্ডিত্যের পরোমৎকর্ষতার কথা স্বীকার করেছেন। *এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা* শ্রীল প্রভুপাদের বহুখণ্ডে পূর্ণ মূল সংস্কৃত হতে অনুবাদিত বিশাল গ্রন্থমালার বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেছে "তাঁর সহজ ভাষ্য, বিশ্বের বিদ্বৎসমাজকে স্তম্ভিত করেছে।"

সৃষ্টির আদিকাল থেকেই বৈদিক জ্ঞান লক্ষ লক্ষ মানুষের আধ্যাত্মিক উৎসাহ, গভীর জ্ঞান ও অন্তস্থ শান্তির উৎসভূমি। সমকালীন বৈদিক গ্রন্থাগার সংস্করণসমূহ এমনভাবে সাজানো হয়েছে যাতে এই একুশ শতকের অসংখ্য সমস্যার মুখোমুখি আধুনিক মানুষদের ক্ষেত্রে এই চিন্ময় জ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের সময় সেটি যাতে মূল বিষয় হয়ে ওঠে।

ভূমিকা

সুখের সন্ধানে

সকলেই সুখী হতে চায়। আমরা কেউ আমাদের পরিবারের মাধ্যমে সুখ চাই, স্বাভাবিক ও স্বাস্থ্যকর জীবনযাত্রার মাধ্যমে সুখ চাই, সফল জীবিকার মাধ্যমে সুখ চাই, সচল সামাজিক জীবনের মাধ্যমে সুখ চাই, সুন্দর পানভোজন খ্যাদ্যাদি, জুয়া খেলার মাধ্যমে সুখ চাই বা খেলাধুলা ও ব্যায়ামের মাধ্যমে সুখ পেতে চাই। অন্যান্যরা রাজনীতি, শিল্পকলা, উচ্চশিক্ষা বা যন্ত্রকলা ও কমপিউটার বিজ্ঞান থেকে আরম্ভ করে নাটক, পরোপকার, জনকল্যাণমূলক কাজে সুখ লাভ করে এবং বলতে গেলে সহস্র সহস্র অন্যান্য কর্মপন্থার মধ্যে মানুষের সুখের অনুসন্ধান করার শেষ নেই। লক্ষ লক্ষ লোক আছে যারা মদ্যপান, ভাব উদ্দীপক ওষুধ, ঘুমের ওষুধ বা অন্যান্য নেশার দ্রব্যের মধ্যেও তাদের সুখ খুঁজে পায়।

মানুষের মন ও দেহ কিভাবে কাজ করে সে বিষয়ে প্রতিদিনই চিকিৎসক আর বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন আবিষ্কার করছে। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও মহাকাশ যুগের প্রযুক্তির এত প্রাচর্যতা, যা কিনা পূর্ববর্তী প্রজন্মকে প্রবলভাবে ছাপিয়ে গিয়েছে, তা সত্ত্বেও আধুনিক মানুষ কি বাস্তবিকভাবে তাদের পূর্বপুরুষদের থেকে কোনভাবে সুখী হতে পেরেছে?

আমাদের সুখানুসন্ধানের মূল সমস্যাটি হল, আমাদের আনন্দের উৎসগুলি সকলই সীমাবদ্ধ। অধিকাংশ মানুষ যে বিষয়টিকে মানুষের সবচেয়ে মূল ও প্রধান আনন্দের বিষয় বলে মনে করে সেটি হল—খাওয়া ও যৌনতা—যা কিনা প্রতিটি দিনের স্বল্প কিছু মূহূর্ত মাত্র দখল করে। আমাদের দেহ অনবরত আমাদের

উপভোগের পরিকল্পনাগুলিকে ব্যাহত করছে। শেষ পর্যন্ত আপনি অসুস্থ হওয়ার আগ পর্যন্তই বেশি খেতে পারেন আর এমনকি যৌনতারও সীমা রয়েছে।

আমাদের বর্তমান সীমাবদ্ধতার অতীত কিভাবে আমরা আমাদের আনন্দের বিস্মৃতি ঘটাতে পারি 'কীর্তন করুন আর সুখী হউন' আমাদের সেই তথ্যই প্রদান করছে। আনন্দের সেই সূত্রের কথাই এখানে বলা হয়েছে যা সময় ও আকাশের সীমার অতীত এবং যা আমাদের সত্তার নিবীড় অন্তর্নিহিত অংশ থেকে উৎসারিত। কিভাবে চিন্ময় ধ্বনি তরঙ্গের রহস্যময় শক্তির মাধ্যমে যে কেউই তৎক্ষণাৎ এই অন্তর্নিহিত সুখ লাভ করতে পারে এই বইয়ে সেটাই বিস্তৃতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে।

অসীম আনন্দ লাভের এই প্রক্রিয়াটি কোন তথাকথিত মেধাবী আবিষ্কার বা বানিজ্যিক উৎপাদনের উপর নির্ভরশীল নয়, কিন্তু তা যুগ যুগ ধরে অসংখ্য মানুষের দ্বারা সার্থকভাবে অনুশীলিত হয়ে আসছে। 'কীর্তন করুন আর সুখী হউন' কিভাবে সেই চিন্ময় ধ্বনিতরঙ্গকে পরম সুখের স্তর প্রাপ্ত হওয়ার জন্য ব্যবহার করতে হবে, সে কথাই ব্যাখ্যা করেছে। এটি সহজ পন্থা এবং এর জন্য কাউকে কোন টাকা পয়সাও ব্যয় করতে হয় না।

এই অসীম অবিনাশী সুখ অর্জনের জন্য কাউকে কেবলমাত্র তা কীর্তন ও শ্রবণ করতে হবে যাকে যুগ যুগ ধরে প্রাচীন ভারতের ঋষি মুনিগণ জীব উদ্ধারের মহামন্ত্ররূপে অভিহিত করেছেন। এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে ষোলটি সহজ শব্দ যার ধ্বনি তরঙ্গ সকলের আভ্যন্তরীন স্বাভাবিক সুখকে জাগ্রত করার পক্ষে যথেষ্ট শক্তিশালী।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

সাম্প্রতিক কালে, কিভাবে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ বা কীর্তন করে সত্যিকারের চিন্ময় সুখ প্রাপ্ত হতে হয়, তা লক্ষ লক্ষ মানুষ শিক্ষাগ্রহণ করছে। আধ্যাত্মিকতার পীঠস্থান ভারতে, এই মন্ত্র অত্যন্ত জনপ্রিয়। এই মন্ত্র অন্যান্য পন্থার থেকে দু'ভাবে ভিন্ন। প্রথমত সম্পূর্ণ মন্ত্রটি কীর্তন করা হয় (একটি যন্ত্রের অংশবিশেষ কেবল নয়) এবং দ্বিতীয়ত, এই মন্ত্র উচ্চৈস্বরে কীর্তন করা হয় (নীরবে নয়)।

আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ প্রদত্ত সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে এই মন্ত্রের যথার্থ অর্থ ও বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম অধ্যায়ে প্রাক্তন বিটল গায়ক জর্জ হ্যারিসনের এক সাম্প্রতিক একান্ত সাক্ষাৎকারে প্রকাশিত হয়েছে যে কিভাবে গত ১৫ বৎসরে এই হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। জর্জ হ্যারিসন বলেছেন যে যদিও তিনি জীবনে মানুষের আশাতীত খ্যাতি ও সম্পদ অর্জন করেছেন, কিন্তু তিনি অনুভব করেছেন যে হরেকৃষ্ণ কীর্তন হতে প্রাপ্ত সুখের চেয়ে তা "কোনভাবেই উচ্চতর" নয়। কিভাবে তার সঙ্গীত জীবন হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত ও এই মন্ত্রের সঙ্গে আন্তরিকভাবে সম্পর্কিত ছিল এবং মৃত্যুর ক্ষেত্রে এই মন্ত্রের ক্ষমতা সম্পন্ধে তার বিশ্বাস এবং এই মন্ত্র কীর্তনের থেকে উদ্ভূত জ্ঞান, আনন্দ ও পারমার্থিক বুদ্ধিমত্তা কথা তিনি বর্ণনা করেছেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে শ্রীল প্রভুপাদ জন লেননের টাইটেনর্হাস্টের বাগানবাড়ীতে জন লেলন, ওকো ওনো আর জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে কথা বলে শান্তি ও মুক্তির পথে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের শক্তি বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তৃতীয় অধ্যায়ে এক মুগ্ধকর বর্ণনা প্রদান করা হয়েছে যে, কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ষাট দশকের এক সাংস্কৃতিক

বিপর্যয়ের মধ্যে ভারত থেকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনকে আমেরিকায় নিয়ে এসেছিলেন এবং নিউ ইয়র্কের গ্রীনউইচ ভিলেজ ও সান ফ্যান্সিসকোর হেইট এ্যাশবেরীর বিভ্রান্ত হিপীদের বিশ্বাস করিয়েছিলেন যে এই মন্ত্র কেবল আধ্যাত্মিক এবং যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদই নয়, এই মন্ত্র তাদের সুখী করে তুলবে। কীর্তনের ইতিহাস এবং উচ্চতর চেতনায় মনকে নিবন্ধ করার বিষয়টি আলোচিত হয়েছে চতুর্থ অধ্যায়ে। পরবর্তী অধ্যায়ে ষোড়শ শতাব্দীর অন্যতম সন্ন্যাসী ও ভগবান কৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, যিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের কীর্তনের অনাদিকালের অনুশীলনকে জনপ্রিয় করেছিলেন, তাঁর জীবন ও শিক্ষার বর্ণনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায়ে ভারতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ও দার্শনিক সাহিত্য 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' থেকে বর্ণনা ও উদ্ধৃত করে দেখান হয়েছে যে কিভাবে কেবলমাত্র সদ্গুরুর কাছ থেকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন শ্রবণের দ্বারা কারো চরিত্র সকল কলুষ থেকে মুক্ত হতে পারে।

পরের অধ্যায়টি আত্মোপলব্ধি, মন্ত্র, ধর্ম এবং ধ্যানে মনের শক্তি বিষয়ক আলোচনার একটি মিলিত ক্ষেত্র। সেখানে শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ থেকে তাঁর শিক্ষার এক সংকলনের উপস্থাপন করা হয়েছে। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র থেকে কিভাবে কেউ ব্যক্তিগত কল্যাণ আশা করতে পারে এবং এই মন্ত্রের সুদূর প্রসারী ফল ব্যাখ্যা করা হয়েছে অষ্টম অধ্যায়ে। চূড়ান্ত অধ্যায়ে প্রত্যক্ষভাবে, ধাপে ধাপে কীর্তন করার নিয়মগুলি বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে, যা অনুসরণ করলে পরম সুখের দ্বার উন্মুক্ত হবে।

মুখবন্ধ

কীর্তন প্রসঙ্গে

১৯৬৫ সনে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ "হরেকৃষ্ণ" শব্দটিকে পাশ্চাত্যে আনয়ন করবার পর, শব্দটি দ্রুত ঘরে ঘরে উচ্চারিত এক শব্দ হয়ে ওঠে। ভারতীয় ধর্ম ও ইতিহাস বিষয়ে পৃথিবীর অন্যতম তত্ত্ববেত্তা ডঃ এ এল ব্যাশম ১৯৭৯ সনে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন বিষয়ে লিখেছেন "প্রায় শূন্য থেকে উদিত হয়ে ২০ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে এখন তা সমগ্র পাশ্চাত্য জুড়ে পরিচিত হয়ে উঠেছে। আমি অনুভব করছি এটি সময়ের একটি সঙ্কেত এবং পশ্চিমী দুনিয়ার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।"

কিন্তু "হরেকৃষ্ণ" শব্দটি ঠিক কি অর্থ ব্যক্ত করে? বিটলস্ জর্জ হ্যারিসন ও জন লেননের হরেকৃষ্ণ কীর্তনের লাঙ প্লেয়িং রেকর্ডের সূচনায় এক সংক্ষিপ্ত নিবন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে/ হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, কীর্তন করার মাধ্যমে চিন্ময় ধ্বনি তরঙ্গ প্রতিষ্ঠাটি হল আমাদের পারমার্থিক চেতনা পুনর্জাগরণের বিনম্র পদ্ধতি।

চিন্ময় জীবরূপে আমরা সকলেই মূলতঃ কৃষ্ণভাবনাময় সত্তা, কিন্তু অনাদি কাল হতে জড়ের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক হেতু আমাদের চেতনা জড় পরিবেশ দ্বারা এখন কলুষিত হয়েছে। জড় পরিবেশ, যেখানে আমরা এখন বাস করছি, তাকে বলা হয় 'মায়া'। 'মায়া' কথাটির অর্থ হল "যা নয়।" আর কি এই মায়া? মায়াটি হল যে আমরা সকলেই মায়া প্রকৃতির প্রভু হওয়ার চেষ্টা করছি, যদিও প্রকৃতপক্ষে আমরা তার কঠিন আইনের অধীন। যখন কোন

ভৃত্য কৃত্রিমভাবে সর্বশক্তিমান প্রভুকে নকল করার চেষ্টা করে, তখন বলা হয় যে সে মায়ায় রয়েছে। আমরা জড়া প্রকৃতির সম্পদকে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করার চেষ্টা করছি, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে আমরা ক্রমশঃ তার জটিলতায় আবদ্ধ হয়ে পড়ছি। তাই, যদিও আমরা প্রকৃতিকে জয় করার জন্য কঠিন সংগ্রাম করছি, কিন্তু আমরা ততই তার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ছি। জড়া প্রকৃতির বিরুদ্ধে এই মায়িক সংগ্রাম আমাদের নিত্য কৃষ্ণচেতনার পুনর্জাগরণের মাধ্যমে তৎক্ষণাৎ নিবৃত্ত হতে পারে।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হল আমাদের সেই মূল, শুদ্ধ চেতনা পুনর্জাগরণের চিন্ময় পন্থা। এই চিন্ময় ধ্বনি তরঙ্গ কীর্তনের দ্বারা আমরা আমাদের হৃদয়ের সকল কলুষ মার্জন করতে পারি। এই ধরনের সকল কলুষতার মূল সূত্রটি হল এই মিথ্যা ভাবনা যে, 'যা কিছু সাধারণতঃ আমি দেখছি, আমি তার প্রভু।'

কৃষ্ণভাবনামৃত মনের উপর কোন মিথ্যা আরোপ কিছু নয়। এই চেতনাটিই মূল, জীবের স্বাভাবিক শক্তি। যখন আমরা এই চিন্ময় ধ্বনিতরঙ্গ শ্রবণ করি, এই চেতনাটি পুনর্জাগরিত হয়। এই যুগের জন্য এই সহজ ধ্যানের পন্থাটি অনুমোদিত হয়েছে। উদ্ধার পাওয়ার এই মহামন্ত্র কীর্তন বা জপ করার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার দ্বারাও কেউ তৎক্ষণাৎ চিন্ময় স্তর হতে আগত এক চিন্ময় ভাবের অনুভব করতে পারেন।

জাগতিক ধারণার জীবনে আমরা ইন্দ্রিয় সন্তুষ্টির বিষয়ে ব্যস্ত থাকি, যেমন আমরা ছিলাম নিম্নতর, পশু স্তরে। সেই ইন্দ্রিয়ের সন্তুষ্টির স্তর থেকে সামান্য উন্নত হয়ে তখন সে জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হবার জন্য মানসিক জল্পনা কল্পনায় যুক্ত হয়। এই জল্পনা কল্পনার স্তর থেকে সামান্য উন্নত হয়ে যখন কেউ যথেষ্ট বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন হয়, তখন সে অন্তরে ও বাহিরে, সর্ব কারণের পরম

কারণকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। এবং যখন বাস্তবিকভাবে সে ইন্দ্রিয়, মন ও বুদ্ধির স্তর অতিক্রম করে পারমার্থিক হৃদয়ঙ্গমতার স্তরে আসে, তখন সে চিন্ময় স্তরে অধিষ্ঠিত হয়। এই হরেকৃষ্ণ কীর্তন বা জপ চিন্ময় স্তর থেকে উৎসারিত হয়েছে আর তাই এই ধ্বনি তরঙ্গ সমস্ত নিম্ন স্তরীয় চেতনা—বিশেষত ইন্দ্রিয়গত, মন ও বুদ্ধির স্তরকে অতিক্রম করে। ফলে এই মন্ত্রের ভাষাকে বুঝবার কোন প্রয়োজন হয় না, কোন মানসিক জল্পনা কল্পনারও হয় না এবং এই মহামন্ত্র কীর্তন করার জন্য কোন বুদ্ধিমত্তাগত সমন্বয় সাধনেরও দরকার পড়ে না। এটি স্বয়ংক্রিয়, চিন্ময় স্তর থেকে আসছে আর তাই যে কেউ কোন পূর্ববর্তী যোগ্যতা ব্যতীত এই কীর্তনে অংশগ্রহণ করতে পারে। আরও উন্নত স্তরে, পারমার্থিক হৃদয়ঙ্গমতার ক্ষেত্রে কেউ কোন অপরাধ করুক, সেটি কাম্য নয়।

কিন্তু কোন সন্দেহ নেই যে কীর্তন যে কাউকে তৎক্ষণাৎ পারমার্থিক স্তরে নিয়ে যায় এবং তার প্রথম লক্ষণ হল যে সে এই মন্ত্র কীর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নৃত্য করতে উদ্দীপ্ত হয়। বাস্তবিকভাবে আমরা এটা দেখেছি। এমনকি একটি শিশুও এই কীর্তন ও নৃত্যে অংশগ্রহণ করতে পারে। অবশ্যই, যে মানুষ জাগতিক জীবনে অতিরিক্তরূপে আবদ্ধ, তার কিছুটা সময় লাগবে, কিন্তু এমন ঘোর জাগতিক মানুষেরও অতি শীঘ্রই চিন্ময় স্তরে উত্তরন ঘটে। যখন ভগবানের কোন শুদ্ধ ভক্ত প্রেমের সঙ্গে এই মন্ত্র কীর্তন করেন, তা শ্রবণে পরম ফল লাভ হয়। আর তাই ভগবানের শুদ্ধ ভক্তের মুখ নিঃসৃত কীর্তন শ্রবণ করা উচিত, যাতে সঙ্গে সঙ্গে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

'হরা' শব্দে ভগবানের শক্তিকে সম্বোধন করা বোঝায় এবং 'কৃষ্ণ' ও "রাম" শব্দ দুটি স্বয়ং ভগবানকে সম্বোধিত করে। 'কৃষ্ণ'

এবং 'রাম' উভয়ের অর্থ হচ্ছে "পরমানন্দ" এবং 'হরা' হচ্ছেন ভগবানের পরমানন্দ শক্তি, যা সম্বোধনাত্মক কারক রূপে 'হরে'তে পরিবর্তিত হয়। ভগবানের পরমানন্দ শক্তি আমাদের ভগবানের কাছে পৌছতে সাহায্য করেন।

'মায়া' রূপে অভিহিত জড়া শক্তিও ভগবানের বহুবিধ শক্তির একটি। আর আমরা জীব ভগবানের তটস্থা শক্তি। জীবনে জাগতিক শক্তি থেকেও উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যখন উৎকৃষ্ট শক্তি নিকৃষ্টা শক্তির সংস্পর্শে আসে, তখন এক অসঙ্গত অবস্থার সৃষ্টি হয়। কিন্তু যখন উৎকৃষ্ট তটস্থা শক্তি উৎকৃষ্টা শক্তির সঙ্গে সম্পর্কত হয়, তখন 'হরা' তার স্বাভাবিক আনন্দময় অবস্থায় স্থিত হয়।

হরে, কৃষ্ণ আর রাম, এই তিনটি শব্দ মহামন্ত্রের চিন্ময় বীজ। কীর্তন হচ্ছে ভগবান ও তাঁর শক্তির প্রতি বদ্ধজীবকে সুরক্ষা প্রদানের অপ্রাকৃত প্রার্থনা বা আহ্বান। এই কীর্তনটি হচ্ছে একেবারে ঠিক মায়ের জন্য শিশুর অকৃত্রিম ক্রন্দনের মতো। মাতা 'হর' ভক্তকে পরম পিতার আশীর্বাদ লাভ করতে সাহায্য করে। যে সকল ভক্ত ঐকান্তিকভাবে এই মন্ত্র কীর্তন করেন, ভগবান স্বয়ং তাদের কাছে নিজেকে প্রকাশ করেন।

এই কলহ ও ভন্ডামীর যুগে মহামন্ত্র কীর্তনের মতো ফলদায়ী অন্য কোন আধ্যাত্মিক উপায় আর নেই।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জর্জ হ্যারিসন বলেন

সকলেই কৃষ্ণকে খুঁজছে।
অনেকেই সেটা জানে না, তবে তারা খুঁজছে।
কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান। তিনি সবকিছুর উৎস এবং সবকিছুর পরম কারণ। অতীত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমান, সবকিছুর।
ভগবান হচ্ছেন অনন্ত, তাঁর অনন্ত নাম রয়েছে।
আল্লা, বুদ্ধ, জিহোভা, রাম—এঁরা সকলেই কৃষ্ণ, সকলেই এক।
প্রতিটি চিন্তা, প্রতিটি বাক্য ও প্রতিটি কার্যের মাধ্যমে ভগবানের সেবা করা যায়, এবং তাঁর দিব্য নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভগবদ্ভক্ত অচিরেই ভগবৎ-প্রেম লাভ করেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই মহামন্ত্র কীর্তন করার ফলে জীব অচিরেই কৃষ্ণপ্রেম লাভ করে। (*ফলেন পরিচীয়তে বৃক্ষ।*)

ALL YOU NEED IS LOVE (KRISHNA) HARI BOL
George Harrison 31/3/70

Apple Corps Ltd 3 Savile Row London W1 Gerrard 2772/3993 Telex Apcore London

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ঃ "যার থেকে উচ্চতর আর কিছুই নেই..."

১৯৮২ সালে জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার

যদি তুমি খোল তোমার হৃদয় দুয়ার,
আমি কি বলতে চাই-তুমি-বুঝবে মানে যার।
দীর্ঘ সময় ধরে হয়েছি যে আমরা দূষিত;
কিন্তু রয়েছে উপায় এক হৃদয় করবে পরিষ্কৃত।
ভগবানের নাম করলে জপ হবে তুমি মুক্ত,
প্রভু যে অপেক্ষামান-কবে জেগে হবে মুক্ত ॥

—"এ্যাওয়েটিং অন্ ইউ অল"
"অল্ থিংস মাস্ট পাস্" নামক এ্যালবাম থেকে,

১৯৬৯ সালে গ্রীষ্মের সময়, সবচেয়ে জনপ্রিয় সঙ্গীত দলটির অবসানের পূর্বে, জর্জ এবং লণ্ডনের রাধা-কৃষ্ণ মন্দিরের ভক্তগণের যৌথ পরিবেশনায়, জর্জ হ্যারিসন 'দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' (The Here Krishna Mantra) নামে একক হিট সঙ্গীত বের করেছিলেন। শীঘ্রই এটি সারা ইংল্যাণ্ড, ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্তে সবচেয়ে অধিক বিক্রির হারের প্রথম ১০টি বা প্রথম ২০টি রেকডিং-এর মধ্যে উঠে এসেছিল, এবং হরেকৃষ্ণ জপ (The Here Krishna Chant) একটি ঘরোয়া শব্দ হয়ে উঠেছিল। বিশেষ করে ইংল্যাণ্ডে, বিবিসি দেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় 'টপ অফ দি পপস্' (Top of the pops) নামক টেলিভিশন অনুষ্ঠানে হরেকৃষ্ণ জপকারীদের (The Here Krishna Chanters) যেহেতু ভক্তদের তখন এই নামে ডাকা হত, চারবার প্রদর্শন করেছিল।

ঠিক একই সময়ে পাঁচ হাজার মাইল দূরে আমেরিকার মন্ট্রিয়েল শহরে কুইন এলিজাবেথ হোটেলের একটি ঘরে জন লেলিন ও ইউকো ওনোর সঙ্গে কতিপয় মস্তক মুণ্ডিত গেরুয়া বসন পরিহিত পুরুষ ও শাড়ী পরিহিত মহিলারা যৌথ উদ্যোগে আর একটি জনপ্রিয় সঙ্গীত, 'গিভ্ পিস্ এ চান্স' (Give peace a chance) রেকর্ডিং করেছিল ঃ

জন এবং ইয়োকো, টিমি লিয়ারী, রোজমেরী, টমি স্মুদারস্, ববি ডাইলেন, টমি কুপার, ডেরেক টৈলর, নম্যান মেইলার, এ্যালেন গিনস্‌বার্গ, হরেকৃষ্ণ, হরেকৃষ্ণ, আমরা সকলে যা বলছি সেটি হল ঃ গিভ পিস্ এ চান্স (একটু শান্তি দাও, একটু সুযোগ)।

যেহেতু, বহুদিন ধরে হরেকৃষ্ণ ভক্তরা লেলিনদের সঙ্গে দেখা করতে যেত, এবং বিশ্বশান্তি ও আত্ম-উপলব্ধির সম্বন্ধে আলোচনা করত, এই কারণে এবং অন্যান্য বিষয় বাহুল্য পরিমাণে প্রকাশের জন্য, সারা বিশ্বের লোকেরা জপকারী হরেকৃষ্ণ ভক্তদেরকে এক অধিক সরল, আনন্দময়, শান্তিপূর্ণ জীবনের দূত বলে চিহ্নিত করতে লাগল।

জর্জ হ্যারিসন ষাটের দশকে বিটল্‌সের (Beatles) আধ্যাত্মিক অনুসন্ধানের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন; এবং আজ প্রায় পনের বছর পর, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥ প্রাক্তন বিটলের জীবনে প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

এই সাক্ষাৎকারটি রেকর্ডিং করা হয়েছিল ১৯৮২ সালের ৪ঠা সেপ্টেম্বর জর্জের ইংল্যাণ্ডের বাড়ীতে। সাক্ষাৎকারটি হয়েছিল জর্জের সঙ্গে তাঁর বহুদিনের অন্তরঙ্গ বন্ধু ও সমসাময়িক বৈদিক লাইব্রেরী সিরিজের সম্পাদক মুকুন্দ গোস্বামীর। এতে তিনি

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করাকালীন কিছু স্মরণীয় অভিজ্ঞতার কথা এবং কিছু ব্যক্তিগত উপলব্ধির কথা ব্যক্ত করেছেন। তিনি প্রকাশ করেছেন, 'দি হরে কৃষ্ণ মন্ত্র', 'মাই সুইট লর্ড' এবং এল. পি-র রেকর্ডগুলির মধ্যে 'অল্ থিংস্ মাস্ট পাস' ও 'লিভিং ইন্ দি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' রেকর্ডিংগুলি বের করার পেছনে কি কি কারণ ছিল, যেগুলি বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ ও দর্শনের দ্বারা প্রভূত পরিমাণে প্রভাবিত ছিল। তিনি খুব সুন্দর ও খোলাখুলিভাবে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য (গুরুদেব) শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ নিয়ে আলোকপাত করেছেন। এই সাক্ষাৎকারে জর্জ সাবলীল ভঙ্গীতে হরেকৃষ্ণ আন্দোলন, সঙ্গীত, যোগ, পুনর্জন্ম, কর্ম, আত্মা, ভগবান এবং খ্রীস্টান ধর্ম ইত্যাদি নিয়ে মন্তব্য করেছেন। আলোচনাটি সমাপ্ত হয়েছে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের উৎসভূমি এবং ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্মস্থান, ভারতবর্ষের শ্রীবৃন্দাবন ধামের দিব্য স্মৃতিচারণা দিয়ে; এবং জর্জের সঙ্গে তাঁর কয়েকজন বিখ্যাত বন্ধুর কথোপকথন দিয়ে যাঁরা এই মন্ত্র জপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। বর্তমান সমগ্র বিশ্বে এই মন্ত্র গীত ও শ্রুত হয়।

মুকুন্দ গোস্বামীঃ প্রায়শই আপনি নিজেকে একজন সাধারণ পোশাক পরিহিত এক ভক্তরূপে, ছদ্মবেশী এক যোগী বা গোপন কৃষ্ণানুরাগী রূপে পরিচয় দেন এবং সারা বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষ আপনার গানের মধ্য দিয়ে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের সাথে পরিচিতি লাভ করেছে, কিন্তু আপনার সম্বন্ধে কিছু বলুন? কিভাবে আপনি প্রথমবার কৃষ্ণভাবনামৃতের আলোকে এলেন?

জর্জ হ্যারিসনঃ আমার ভারত ভ্রমণের মধ্য দিয়ে। ১৯৬৯ সালে যখন হরেকৃষ্ণ আন্দোলন প্রথম ইংল্যাণ্ডে আসে, জন এবং আমি

ইতিমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদের প্রথম এ্যালবামটি 'কৃষ্ণ কন্‌সাস্‌নেস' (Krishna consciousness) সংগ্রহ করেছিলাম। আমরা এটি বহুবার বাজিয়ে শুনেছিলাম এবং পছন্দও করতাম। ইহা আমার প্রথমবার মহামন্ত্র কীর্তন শোনা।

মুকুন্দঃ এমনকি যদিও আপনি এবং জন লেলন শ্রীল প্রভুপাদের রেকর্ডটি বহুবার বাজিয়ে শুনেছিলেন এবং নিজের মত করে জপও করেছিলেন, তবু কোনো হরেকৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে আপনার সাক্ষাৎ হয়েছিল না। কিন্তু যখন গুরুদাস, শ্যামসুন্দর ও আমি (প্রথম হরেকৃষ্ণ ভক্তের দল যাদেরকে আমেরিকা থেকে লণ্ডনে পাঠানো হয়েছিল মন্দির শুরু করার জন্য) প্রথমবার ইংল্যাণ্ডে এলাম, তখন মধ্য লণ্ডনের আমাদের প্রথম মন্দিরের লিমটি আপনি যুগ্মভাবে সহি করেছিলেন, আমাদেরকে ভক্তিবেদান্ত মেনর* ক্রয় করে দিয়েছিলেন, যে স্থানটি ছিল হাজার হাজার শত শত মানুষদের শিক্ষা-অনুশীলন কেন্দ্রের উপযুক্ত ক্ষেত্র, এবং সেইসঙ্গে 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থখানির প্রথম ছাপার জন্য অর্থ সরবরাহ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে, আপনি আমাদের সঙ্গে খুব বেশী দিনের পরিচিত নন। এই পরিবর্তন কি আপনার জীবনে হঠাৎ ছিল না?

জর্জঃ ঠিক তা নয়, কারণ আমি বাড়ীতে সর্বদা কৃষ্ণভাবনামৃতে ছিলাম। আপনি দেখুন, এটা আমার জীবনের এক বিশেষ অঙ্গ ছিল। আমার মনে হয় যে, এই কৃষ্ণভাবনামৃত বিষয়টি আমার সঙ্গে পূর্ব জীবন থেকেই আছে। আপনার ইংল্যাণ্ডে আসা এবং বাকী সবগুলো যেন 'জিগ্‌-স ধাঁধার (Jigoaw puzzle) অপর

* ভক্তিবেদান্ত মেনর লণ্ডনের বাইরে সত্তর একর পরিমিত এক এস্টেট, যা ১৯৭৩ সালে জর্জ হ্যারিসন ক্রয় করে ইসকনকে দান করেছিলেন, একটি মন্দির ও যোগ-আশ্রম রূপে ব্যবহারের জন্য।

আরেকটি অংশ, যেগুলো একটি সম্পূর্ণ ছবি তৈরী করার জন্য একসঙ্গে জড়ো হয়েছিল, এবং ধীরে ধীরে একইসঙ্গে সব মানিয়ে গেছিল। এই কারণে আপনাদের আহ্বানে আমি সাড়া দিয়েছিলাম যখন আপনারা প্রথমবার লণ্ডনে এসেছিলেন।

আমাদেরকে মুখোমুখি হতে দিন। যদি আপনি সোজা দাঁড়াতে যান এবং বিবেচনা করা হয়, আমার মনে হয়, "আমি ঐ মানুষদের চেয়ে এই মানুষদের সঙ্গে বেশি মানানসই হব।" আমার ব্যাপারটা ঠিক সেরকম অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি যে, আমি—সরাসরি তথাকথিত স্বাভাবিক মানুষ যে বুঝতে পারে না সে হচ্ছে এক চিৎ সত্ত্বা বিশিষ্ট এবং তার একটি আত্মা আছে,—এদের চেয়ে ভগবানের ভক্তদের মধ্যে একজন হতে চাই। আমি আপনাদের সকলের সঙ্গে আনন্দ অনুভব করছিলাম যেন আমরা পরস্পরকে বহু আগে থেকে জানতাম। প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল বেশ একটি স্বাভাবিক বিষয়।

মুকুন্দঃ জর্জ, আপনি একসময় বিটলস্‌-এর (Beatles) সদস্য ছিলেন, সন্দেহাতীতভাবে সংগীত জগতের ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ একক পপ দল, যা শুধু সংগীতকে প্রভাবিত করেনি, সমগ্র যুব সমাজের উপর দারুণ সাড়া ফেলেছিল। এই দলটির অবলুপ্তির পর আপনিই একমাত্র মহাতারকা রূপে নির্গত হলেন আপনার অল্‌ থিংস্‌ মাস্ট পাস্‌ (All things must pass) এ্যালবাম নিয়ে, যেটি সবচেয়ে বেশি বিক্রি হয়েছিল একনাগাড়ে সাত সপ্তাহ ধরে; এর একক জনপ্রিয় হিট গান 'মাই সুইট লর্ড' (My sweet Lord) আমেরিকায় দু'মাস ধরে এক নম্বরে ছিল। এর পরের এ্যালবামটি ছিল 'লিভিং ইন্‌ দি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' (Living in the material world) যেটি বিলবোর্ডে (Billboard) পাঁচ সপ্তাহ ধরে এক নম্বর স্থানে ছিল এবং এটি একটি দশ লাখ বিক্রিত এল.পি. রেকর্ড। এই

এ্যালবামের একটি গান 'গিভ মি লাভ' সরাসরি ছয় সপ্তাহ ধরে দারুণ হিট ছিল। বাংলাদেশে রিংগো স্টার, এরিক ক্ল্যাপটন, বব ডাইলেন, মি. লিওন রামেল এবং কিলি প্রেস্টনের সংগীত অনুষ্ঠানটি (Concert) সফলতা অর্জন করেছিল এবং একসময় এই গানের এল.পি. রেকর্ড ও অনুষ্ঠানের চলচ্চিত্র মুক্তি পেয়েছিল যা এতদিনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সাফল্য অর্জনকারী, একক, লাভবান রক প্রকল্পরূপে চিহ্নিত হয়েছিল। সুতরাং, জড় জগতে আপনি দারুণ সফল ছিলেন, আপনি সবসময় গাইছিলেন, সবকিছু করেওছিলেন, তথাপি একই সময়ে আপনি ধর্মীয় অনুসন্ধিৎসুও ছিলেন। কোন্ বিষয়টা আপনাকে সত্যিকারে আধ্যাত্মিক জীবন যাত্রা শুরু করতে অনুপ্রাণিত করেছিল?

জর্জঃ প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের সাফল্যের অভিজ্ঞতা না আসা পর্যন্ত আধ্যাত্মিক জীবন তেমন কিছু ছিল না। আপনি জানেন, সাফল্য লাভের পর এবং সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের পর আমরা ভাবতাম আমরাই সাক্ষাতের যোগ্য—অন্যান্যরা সাক্ষাতের যোগ্য নয়। আমি ভাবতাম অন্য সকলের চেয়ে আরও অধিক জনপ্রিয় সফল রেকর্ড বের করি এবং অন্যদের চেয়ে আরও অধিক বৃহত্তর কিছু করি। অভিজ্ঞতাটি ছিল যেন একটি দেওয়ালের সর্বোচ্চ চূড়ায় উঠে যাওয়া, এবং তারপর চারদিকে তাকানো, এবং দেখতে পাওয়া যায় যে, দেওয়ালের অপর দিকে আরো অনেক কিছুই রয়েছে। সুতরাং আমি চিন্তা করলাম যে, এটা আমার বলা কর্তব্য—"ওহে, ঠিক আছে! হতে পারে আপনি চিন্তা করছেন যে এগুলি সবই আপনার প্রয়োজন আছে—ধনী হওয়া এবং বিখ্যাত হওয়া—কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটা তো জীবনের উদ্দেশ্য নয়।

মুকুন্দঃ জর্জ, সাম্প্রতিককালে আপনার প্রকাশিত আত্মজীবনী 'আই মি মাইন' (I me mine)-এ আপনি বলেছেন, আপনার গান

'এ্যাওয়েটিং অন্ ইউ অল্' (Awaiting on you all) হচ্ছে জপ-যোগ (Japa-yoga) সম্বন্ধে বা গুটিতে মন্ত্র জপ করা নিয়ে। আপনি ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে একটি মন্ত্র হচ্ছে "শব্দরূপ কাঠামোয় ভরা এক রহস্যময় শক্তি" (Myrtical energy encased in a sound structure) এবং প্রতিটি "মন্ত্র তার নিজস্ব শব্দ তরঙ্গের মধ্যে এক বিশেষ শক্তি ধারণ করে" (each mantra contains within its vibrations a certain power)। কিন্তু সকল প্রকার মন্ত্রের মধ্যে, আপনি বলেছেন যে, মহামন্ত্র (হরেকৃষ্ণ মন্ত্র)'কে বর্তমান যুগের পরিপ্রেক্ষিতে ভগবদ্ উপলব্ধির সবচেয়ে সহজতম ও নিশ্চিত উপায় বলে অনুমোদন করা হয়েছে।" জপ-যোগের অনুশীলনকারী হিসেবে, জপ করার অভিজ্ঞতা থেকে আপনি কি উপলব্ধি করেছেন?

জর্জঃ একদা শ্রীল প্রভুপাদ* আমাকে বলেছিলেন যে, আমাদের জপ অনুশীলন সদা-সর্বদা চালিয়ে যাওয়া উচিত অথবা যত বেশি করে সম্ভব জপ করা উচিত। একবার আপনি শুরু করুন তাহলে এর উপকারিতা আপনি নিজে বুঝতে পারবেন। জপ অনুশীলন থেকে আপনি যে দিব্য আনন্দ কিংবা চিন্ময় সুখের সাড়া পাবেন, তা এই জড় জগতে প্রাপ্ত যে কোন সুখের চেয়ে অধিকতর আস্বাদনীয়। এই কারণে আমি বলি যে, যতই আপনি জপ করবেন, ততই আপনি থামতে চাইবেন না, কারণ এর উপলব্ধি হচ্ছে সুন্দর ও শান্তিপূর্ণ।

মুকুন্দঃ মন্ত্রের মধ্যে এমন কি আছে যা সুখ ও শান্তির অনুভূতি নিয়ে আসে?

---

*হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য (গুরুদেব) কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ।

জর্জঃ 'হরে' এই শব্দটি ঈশ্বরের এক বিশেষ শক্তিকে নির্দেশ করে। যদি আপনি মনে করেন যে, মন্ত্রের শক্তি যথেষ্ট, তাহলে আপনি ভগবানের সঙ্গে এক বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবেন। ভগবান হচ্ছেন সর্ব-সুখময়, সর্ব-আনন্দময়, এবং তাঁর নাম জপের মাধ্যমে আমরা তাঁর সাথে যুক্ত হই। সুতরাং, নামজপ হচ্ছে ভগবানকে উপলব্ধি করার প্রকৃত পদ্ধতি যা সবকিছুকে একটি প্রসারিত চেতনার সঙ্গে মিলন ঘটায়, এবং এই চেতনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় যখন আপনি জপ করবেন। কয়েক বছর আগে শ্রীল প্রভুপাদের 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় আমি লিখেছিলাম, "যদি কোনও একজন ভগবান থেকে থাকেন, তাহলে আমি তাঁকে দেখতে চাই। প্রমাণ ছাড়া কোন্ কিছুকে বিশ্বাস করা ভিত্তিহীন; এবং কৃষ্ণভাবনামৃত ও ধ্যান হচ্ছে এমন পদ্ধতি যার দ্বারা আপনি ভগবদ্ উপলব্ধি হৃদয়ঙ্গম করতে পারবেন।"

মুকুন্দঃ এটি কি একটি তাৎক্ষণিক পদ্ধতি না-কি ধারাবাহিক?

জর্জঃ আপনি এটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে পেতে পারেন না। এটি এমন একটি বিষয় যা সময় নেয়, কিন্তু দারুণভাবে কাজ করে, কারণ ভগবানকে লাভ করার এটি একটি সরাসরি পদ্ধতি। এই পদ্ধতি আমাদেরকে সাহায্য করে পবিত্র চেতনা ও ভাল অনুভূতি অর্জন করতে যা সাধারণ ও প্রাত্যহিক চেতনার উর্ধ্বে।

মুকুন্দঃ দীর্ঘ সময় ধরে জপ করার পর আপনি কি অনুভব করেন?

জর্জঃ আমি যে ধরনের জীবন-যাপন করি, তাতে মাঝে মাঝে যে সুযোগ গুলো আমি পাই, আমি দেখেছি যে আমি তার মধ্যে নিয়োজিত হয়ে পড়ি। আমার মনে হয় আমি তার চেয়ে আরও অধিক করতে পারি। যতই আমি তা করতে থাকি, ততই আমার পক্ষে তা থামানো অধিকতর কঠিন হয়ে পড়ে, এবং আমি চাই না যে ঐ ধরনের অনুভূতি আমি হারিয়ে ফেলি।

উদাহরণ স্বরূপ, একসময় ফ্রান্স থেকে পর্তুগাল যাওয়ার পথে একনাগাড়ে না থেমে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেছিলাম। আমি তেইশ ঘন্টা ধরে চলেছিলাম এবং সারা রাস্তা ধরে জপ করেছিলাম। এটি এক অপরিবর্তনীয় অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, মজার ব্যাপার এই যে, আমি জানতাম না আমি কোথায় যাচ্ছিলাম। আমি বলতে চাইছি যে, আমি একটি মানচিত্র কিনেছিলাম, এবং আমি জানতাম যে আমার একটি লক্ষ্য ছিল। কিন্তু আমি ফ্রান্স, স্পেন বা পর্তুগালের ভাষা জানতাম না। কিন্তু আমার কাছে তা কোন ব্যাপার ছিল না। আপনি জানবেন, আপনি যদি একবার জপ করতে শুরু করেন, তাহলে অন্যান্য বিষয়গুলি অপ্রাকৃত ভাবে ঘটতে থাকবে।

মুকুন্দঃ 'বেদে' বলা হয়েছে যে, যেহেতু ভগবান হচ্ছেন পরমতত্ত্ব। তাই ব্যক্তি-ভগবান ও তাঁর দিব্য নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। নামই হচ্ছে ভগবান। যখন আপনি প্রথম জপ করতে শুরু করেছিলেন, তখন কি আপনি ঠিক এটাই অনুভব করেছিলেন?

জর্জঃ পরমেশ্বর ভগবান ও তাঁর দিব্য নামের মধ্যে যে কোন পার্থক্য নেই তা গ্রহণ কিংবা উপলব্ধি করতে, এবং একটি নির্দিষ্ট জায়গায় উপনীত হতে যেখানে আপনি কোনভাবেই বিমূঢ় হবেন না যে আপনি কোথায় থাকেন—একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সময় ও সুদৃঢ় বিশ্বাস নেয়। ধরুন, আপনি জানেন, "তিনি কি এখানে চারপার্শ্বে রয়েছেন?" আপনি কিছু সময় পরে বুঝবেন," হ্যাঁ, এখানেই তিনি আছেন—ঠিক এখানেই!" এটি অনুশীলনের ব্যাপার, সুতরাং, যখন আমি বলি যে, "আমি ভগবানকে দেখি", তার মানে এই নয় যে, যখন আমি জপ করি তখন শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর আদিরূপে দর্শন করছি—যে রূপে তিনি পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়েছিলেন, যমুনায় জলকেলি করেছিলেন, বাঁশি বাজিয়েছিলেন। অবশ্যই এটি খুব সুন্দর, এবং এটি সম্ভবও বটে। যখন জপ করতে করতে পবিত্র

হবেন তখন আপনি সত্যি-সত্যিই ভগবানকে তাঁর সবিশেষরূপে দর্শন করতে পারবেন। কিন্তু এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যখন আপনি জপ করবেন, তখন তাঁর উপস্থিতি অনুভব করবেন এবং জানবেন যে তিনি সেখানেই রয়েছেন।

মুকুন্দঃ আপনি এরূপ কোন ঘটনার কথা কি মনে করতে পারেন যে জপ করতে করতে ভগবানের উপস্থিতি দারুণভাবে উপলব্ধি করেছিলেন?

জর্জঃ একসময় আমি যখন বিমানে ছিলাম, তখন এক বৈদ্যুতিক ঝড় হয়েছিল। বিমানটি তিনবার বিদ্যুতের দ্বারা আঘাত পেয়েছিল, এবং একটি বোয়িং ৭০৭ বিমান কয়েক ইঞ্চির জন্য আমাদের উপর দিয়ে চলে গিয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল যেন বিমানের পেছনটা উড়ে গেল। বাংলাদেশের কনসার্টটির প্রস্তুতির জন্য আমি তখন লস এ্যাঞ্জেলেস থেকে নিউইয়র্কের দিকে যাচ্ছিলাম। যখনই দেখলাম বিমানটি লাফাচ্ছিল (Bouncing around), তখন আমি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করলাম—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

পুরো ঘটনাটা প্রায় দেড় থেকে দু'ঘন্টা ধরে চলছিল। বিমানটি কয়েকশত ফুট থেকে নিচের দিকে নামছিল, ঝড়ে পুরোটাই লাফাচ্ছিল, সব আলো নিভে গেছিল এবং সবকিছু দুর্যোগপূর্ণ ছিল। বিমানযাত্রীরা সকলেই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। আমি সামনের আসনটাতে পা দিয়ে চেপে ধরেছিলাম, যতখানি সম্ভব সীট বেল্ট দিয়ে নিজেকে এঁটে রেখেছিলাম, হাত দিয়ে শক্ত করে ধরেছিলাম, এবং যতখানি সম্ভব উচ্চগলায় গোঁ গোঁ করতে করতে—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জপ করছিলাম। আমি নিজে জানতাম যে, বাঁচা ও মরার মধ্যে পার্থক্য ছিল হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করা। পিটার মেলারস্ও হলফ করে বলেছিলেন, তিনিও একবার হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করে বিমান দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেয়েছিলেন।

জন লেলিন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র

মুকুন্দঃ বিটল্‌সের আর কেউ কি জপ করেছিলেন?

জর্জঃ শ্রীল প্রভুপাদ এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে সাক্ষাতের পূর্বে, তিনি যে এ্যালবামটি করেছিলাম, তা আমি ক্রয় করেছিলাম, এবং জন ও আমি মন দিয়ে তা শুনতাম। আমার মনে পড়ছে, আমি ও জন, গ্রীক উপত্যকায় নৌকায় ভ্রমণ করতে করতে ইউকুলেলে ব্যাঞ্জো সহযোগে দিনের পর দিন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতাম। প্রায় ছয় ঘন্টা ধরে আমরা গান গাইতাম, কারণ একবার শুরু হলে থামার আর কোন প্রশ্ন ছিল না। যখনই আমরা বন্ধ করতাম, তখন মনে হত যেন, জীবনের আলোটুকু নিভে গেল। মনটা বারংবার গাইতে-গাইতে-গাইতে-গাইতে এমন একটা স্তরে পৌছে যেতাম যে, আমাদের চোয়ালগুলো যন্ত্রণা পেত। আমরা দারুণ আনন্দ অনুভব করতাম। ঐ সময়টা আমাদের নিকট বিশেষ সুখময় ছিল।

মুকুন্দঃ আপনি জানেন, আমি একদিন একটা ভিডিও দেখেছিলাম। এটি কানাডা থেকে পাঠানো হয়েছিল। এতে জন ও ইউকো ওনোর 'গিভ পিস্ এ চান্স-এর রেকর্ডিং ছবি ছিল। এই ছবিতে ৫-৬ জন ভক্ত এককভাবে মন্ট্রিয়েলের কুইন এলিজাবেথ হোটেলে জনের ঘরে করতাল ও মৃদঙ্গ বাজিয়ে কীর্তন করেছিল। আপনি জানেন, জন ও ইউকো এই গানে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিল, সময়টা ছিল উনসত্তরের মে মাস, এবং তার ঠিক তিন মাস পর শ্রীল প্রভুপাদ,

জন ও ইউকোর বাড়ির গৃহ-অতিথি হয়ে লণ্ডনের বাইরে তাদের এস্টেটে একমাস ধরে ছিলেন।

যখন শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে ছিলেন, আপনি, জন ও ইউকো এক বিকেলে কয়েক ঘন্টার জন্য তাঁর গৃহে এসেছিলেন। আমার মনে হয় তাঁর সঙ্গে আপনাদের এটি প্রথম সাক্ষাৎকার ছিল।

জর্জঃ আপনি ঠিকই বলেছেন।

মুকুন্দঃ ঐ সময়ে জন আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসু ছিলেন, এবং শ্রীল প্রভুপাদ শান্তি ও মুক্তি লাভের প্রকৃত পন্থা নিয়ে ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি আত্মার নিত্যত্ব, কর্ম ও পুনর্জন্ম নিয়েও আলোকপাত করেন। এই সমস্ত বিষয়সমূহও বৈদিক সাহিত্যে* বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে। যদিও জন তাঁর নিজের হরেকৃষ্ণ জীবনধারাকে খুব একটা গুরুত্ব দেননি। তবু তাঁর একটি সাড়াজাগানো গানে তিনি কৃষ্ণভাবনার দর্শনটিকে তুলে ধরেছিলেন, যা তিনি 'ইন্স্ট্যান্ট কর্ম' (Instant Karma) নামক সাক্ষাৎকারের এক বছর পর রচনা করেছিলেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, হরেকৃষ্ণ জপও নীরব ধ্যানের মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

জর্জঃ প্রকৃতপক্ষে হরেকৃষ্ণ কীর্তন ধ্যানেরই মত একই ধরনের বিষয়। কিন্তু আমার মনে হয়, নাম জপ করলে দ্রুততর প্রভাব পড়ে। এমনকি যদি গুটিগুলিকে নীচের দিকে নামিয়ে রাখেন, গুটিতে হস্ত চালনা না করেন, তথাপি আপনি মন্ত্র বলতে পারেন বা গান গাইতে পারেন। নীরব ধ্যান ও মন্ত্র-জপের প্রধান

* আত্মতত্ত্বজ্ঞান থেকে শুরু করে পরমতত্ত্ব (শ্রীকৃষ্ণ) জ্ঞান পর্যন্ত, অপ্রাকৃত চিন্ময় জগতসহ সমস্ত ধরনের ধর্মীয় জ্ঞান, এবং চার বেদসহ বিভিন্ন শাস্ত্রের এক সুবিশাল সমন্বয়, যা বাইবেলের পূর্বে রচিত হয়েছিল।

পার্থক্যগুলির মধ্যে একটি হল এই যে, নীরব ধ্যান গভীরভাবে মনোযোগের উপর নির্ভর করে, কিন্তু আপনি যখন জপ করবেন, তখন এর মাধ্যমে ভগবানের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ হয়।

বাস্তব ধ্যান

মুকুন্দঃ আজকের দিনে দ্রুত গতি সম্পন্ন প্রকৃতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে মহামন্ত্রকে আধুনিক যুগের জন্য অনুমোদন করা হয়েছে। যদিও মানুষ অল্প সময়ের জন্য হলেও নিরালা জায়গায় যেতে পারে, কিন্তু দীর্ঘ সময়ের জন্য মনকে শান্ত করা খুব কঠিন।

জর্জঃ এটা ঠিক, হরেকৃষ্ণ জপ এমন এক ধরনের ধ্যান যা মনের অস্থির অবস্থায়ও অনুশীলন করা যেতে পারে। আপনি একই সঙ্গে জপ এবং অন্য কাজ করতে পারেন। এই কারণে জপ সেবা সত্যিই সুন্দর। আমার জীবনে এই মন্ত্র বিভিন্ন পরিস্থিতিগুলিকে বহুবার সম্পূর্ণতা দান করেছে। এটি বাস্তব জগতের সঙ্গে চলতে সাহায্য করে। একটা স্থানে বসে আপনি যত বেশি সংখ্যক জপ করবেন, তত বেশি করে ধূপ আপনি কৃষ্ণকে অর্পণ করতে পারবেন, ততই আপনার প্রক্ষিপ্ত শব্দ তরঙ্গ পবিত্র হবে। যাঁকে পাবার জন্য আপনি এত চেষ্টা করছেন, তা আপনি বেশি করে অর্জন করবেন—যা মূলত হচ্ছে বেশি করে ভগবানকে স্মরণ করা। হে ভগবান! হে ভগবান! হে ভগবান!...যদি তাঁর সঙ্গে কথা বলতে চান, তবে এই মন্ত্র নিশ্চিতরূপে আপনাকে সাহায্য করবে।

মুকুন্দঃ ভগবানে মন স্থির রাখতে কি কি আপনাকে সাহায্য করে?

জর্জঃ আচ্ছা, আমার চারপাশে বহু বস্তু রয়েছে, যেমন ধূপ ও ছবিগুলো, সেগুলো আমাকে তাঁর সম্বন্ধে মনে করিয়ে দেয়। যেমন, আর একদিন আমার স্টুডিওর দেওয়ালে রাখা আপনার, শ্যামসুন্দর ও গুরুদাসের ছোট্ট এক ছবির দিকে তাকিয়েছিলাম, এবং শুধুমাত্র

এই বয়ঃজ্যেষ্ঠ ভক্তদের দেখে আমার কৃষ্ণ চিন্তার উদয় হয়েছিল। আমি অনুমান করলাম ভক্তদের একটি সেবা হচ্ছে, অপর মনকে ভগবান সম্বন্ধে মনে করিয়ে দেওয়া।

মুকুন্দ: কতবার আপনি জপ করেন?

জর্জ: যখন আমি সময় পাই।

মুকুন্দ: একসময় শ্রীল প্রভুপাদকে আপনি এক বিশেষ শ্লোক নিয়ে প্রশ্ন করেছিলেন, যেটি তিনি বেদ থেকে উদ্ধৃত করেছিলেন। এই শ্লোকে বলা হয়েছে, কেউ যখন শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম জপ করেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তখন তাঁর জিহ্বায় নৃত্য করেন। তখন তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেন তাঁর যদি হাজার হাজার কর্ণ ও হাজার হাজার মুখ থাকত, তাহলে তিনি ভগবানের দিব্য নাম অধিক পরিমাণে কীর্তন করতে পারতেন।

জর্জ: হ্যাঁ, আমার মনে হয়, তিনি উপলব্ধির কথা বলেছিলেন যে, আপনার সম্মুখে স্বয়ং ভগবানের দাঁড়িয়ে থাকা এবং নামপ্রভুর মধ্যে তাঁর উপস্থিতির মধ্যে কোন প্রার্থক্য নেই। এটাই হচ্ছে মন্ত্র জপের প্রকৃত সৌন্দর্য—আপনি সরাসরিভাবে ভগবানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারেন। এতে আমার কোন সন্দেহ নেই যে, বার বার কৃষ্ণ বলার সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণ স্বয়ং জিহ্বায় এসে নৃত্য করেন। যদিও প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে যে কোনভাবে ভগবানের সংস্পর্শে থাকা।

মুকুন্দ: যখন আপনি জপ করেন, তখন সাধারণভাবে মালা ব্যবহার করেন, তাই তো?

জর্জ: ও হ্যাঁ, আমার জপমালা রয়েছে, যখন আমি প্রথম সেগুলি পাই, সে কথা আমার মনে আছে। গুটিগুলি ছিল উঁচু নিচু কাঠের গোলাকার ছোট পৃথিবীর মত। কিন্তু এখন আমি খুব আনন্দিত যে, প্রচুর পরিমাণে জপ করতে করতে সেগুলি মসৃণ হয়ে গেছে।

মুকুন্দ: যখন আপনি জপ করেন, তখন সেগুলো কি কোন থলের মধ্যে রাখেন?

জর্জ: হ্যাঁ, আমি দেখি তাদের স্পর্শ করতে আমার খুব ভালো লাগে। এটি ভগবানে মন নিবদ্ধ রাখতে ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা একে অপরকে সাহায্য করায়। গুটিগুলো এদিক থেকে খুব উপকারী। আপনি জানেন, শুরুতে এমন হয়েছিল যে আমি তখন দারুণ জপ করতাম, এবং আমার হাতটা সর্বদা জপথলির মধ্যে থাকত। তখনই এক হতাশাজনক পরিস্থিতির উদয় হল, এবং আমি খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। মানুষদেরকে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে দেখে "আপনার আঙ্গুলে কি কোন আঘাত লেগেছে? কিংবা ভেঙ্গে গেছে? নাকি অন্য কিছু?" অবশেষে আমি বলতে লাগলাম, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার একটা দুর্ঘটনা হয়েছিল।" সবকিছু খুলে বলার চেয়ে এই উত্তরটি ছিল অধিকতর সহজ। জপমালা ব্যবহার করায় আমি বড়ই স্নায়বিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে পেরেছি।

মুকুন্দ: কিছু মানুষ বলছে যে, এই গ্রহের প্রত্যেকেই যদি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করে, তাহলে যে কাজ তারা করছে, তাতে তারা মনোযোগ দিতে পারবে না। অন্যথায়, সকলেই যদি জপ করতে শুরু করে—কিছু লোক জিজ্ঞাসা করছে—সমগ্র বিশ্ব কি স্তব্ধ হয়ে যাবে না? উদাহরণ স্বরূপ, তারা অবাক হয়ে যাচ্ছে, কারখানায় যারা কাজ করছে, তারা যদি কাজ বন্ধ করে দেয়, তাহলে কি হবে?

জর্জ: না, না। জপ অনুশীলন আপনার উৎপাদনশীলতা বা সৃষ্টিকার্যকে কখনই থামাবে না। বরং এতে আরও মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করবে। আমার মনে হয়, টেলিভিশনের জন্য একটি বড় মাপের ছবি করা দরকার ঃ মনে করুন, ডেট্রয়েট শহরে ফোর্ড কোম্পানীর সকল কর্মীরা লাইনে দাঁড়িয়ে চাকাতে বোল্ট লাগাচ্ছে এবং হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছে। এই দৃশ্য তখন খুব

আশ্চার্যজনক হবে। এটা অটোশিল্পকে (Auto Industry) আরও সাহায্য করবে এবং খুব সম্ভবত গাড়ীগুলো আরও সুন্দর ও মজবুত হবে।

ইন্দ্রিয়গুলোর মাধ্যমে ভগবান-উপলব্ধি

মুকুন্দঃ আমরা জপ সম্বন্ধে অনেক আলোচনা করলাম, বিশেষ করে ব্যক্তিগত জপ, যার সঙ্গে অধিকাংশ জপকারীরা যুক্ত থাকেন, কিন্তু আরেক ধরনের জপ রয়েছে যাকে বলে কীর্তন। এটা করা হয় সংঘবদ্ধভাবে কোন মন্দিরে বা কোন রাস্তায় একদল ভক্তের সঙ্গে। কীর্তন সাধারণভাবে অধিকতর শক্তিপ্রদায়ক ফল (Supercharged effect) দেয়, এ যেন একজনের আধ্যাত্মিক ব্যাটারীগুলি (Spiritual Batteries) পুনঃ শক্তিকরণের (recharge) মত। সেদিক থেকে কীর্তন ভগবানের অপ্রাকৃত নাম অপরকে শ্রবণ করার সুযোগ দেয় এবং অধিক মাত্রায় পবিত্র হওয়া যায়।

প্রকৃতপক্ষে, ১৯৬৬ সালে নিউ ইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইডের টম্পকিনস্ স্কোয়ার পার্কে শ্রীল প্রভুপাদ যখন প্রথমবার সংঘবদ্ধভাবে কীর্তন শুরু করেছিলেন, আমি তাঁর সঙ্গে ছিলাম। কবি এ্যালেন গিনস্‌বার্গ এতে যোগদান করেন এবং নিমের হারমোনিয়াম বাজিয়ে আমাদের সঙ্গে বহুক্ষণ কীর্তন করেছিলেন। প্রচুর মানুষ এই কীর্তন শুনতে এসেছিল, তারপর শ্রীল প্রভুপাদ মন্দিরে ফিরে এসে ভগবদ্গীতার উপর বক্তৃতা দিয়েছিলেন।

জর্জঃ হ্যাঁ। কোন একটি মন্দিরে গিয়ে কিংবা অপর একদলের সঙ্গে কীর্তন করলে শব্দ তরঙ্গের প্রবাহ আরও অধিক শক্তিশালী হয়। এটা নিশ্চিত যে, কিছু ভক্তের পক্ষে আম-জনতার মাঝখানে গিয়ে মালায় জপ করা যেমন খুব সহজ, তেমনি অপর কিছুভক্ত মন্দিরে

মুক্ত মন নিয়ে জপ করতে অধিক পছন্দ করে। কিন্তু কৃষ্ণভাবনামৃতের একটি বিশেষ দিক হচ্ছে, সমস্ত লোকের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে কৃষ্ণভাবনার আলোকে উদ্বুদ্ধ করা ঃ সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে ভগবানকে উপলব্ধি করা। এই নয় যে, শুধু রবিবারে কোন চার্চে গিয়ে কোন শক্ত কাঠের উপর হাঁটু গেড়ে তাঁকে হৃদয়ঙ্গম করার চেষ্টা। কিন্তু আপনি যদি মন্দিরে পরিদর্শনে যান, তাহলে আপনি ভগবানের ছবি দেখতে পাবেন, তাঁর শ্রীবিগ্রহ দর্শন করবেন। আপনি জপের মাধ্যমে তাঁকে শুনতে পাবেন এবং অপরকে মন্ত্রটা বলতে পারবেন। এটি এমন একটি উপলব্ধির পন্থা যাতে করে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলিকে ভগবানকে হৃদয়ঙ্গম করার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। এটি আরও হৃদয়গ্রাহী হয় যদি ছবি দেখা, জপ করা, কীর্তন শোনা, ধূপ ও ফুলের ঘ্রাণ নেওয়া পন্থাগুলি থাকে ইত্যাদি। আপনাদের আন্দোলনে এই দিকটা খুব সুন্দর। এটা সবকিছুকে মুক্ত করে ঃ জপ করা, নৃত্য করা, দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করা, মহাপ্রসাদ সেবন করা। গান গাওয়া ও নৃত্য করা—এই আন্দোলনের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। এটি এমন নয় যে, অতিরিক্ত শক্তিকে ভস্মীভূত করে দেয়।

মুকুন্দঃ আমরা সর্বদা দেখেছি যে, যখন আমরা রাস্তায় কীর্তন করতে থাকি, তখন জনসাধারণ চতুঃস্পার্শে জমায়েত হয়ে কীর্তন শুনতে আগ্রহী হয়, অনেকে আবার তালে তালে নৃত্য করতে থাকে।

জর্জঃ করতালের শব্দগুলো অতি সুন্দর। যখন আমি দূর থেকে শুনি, আমার মনে হয় কোন এক যাদুর স্পর্শে আমার অন্তঃস্বত্ত্বা যেন জেগে উঠেছে। সত্যিকারের কি ঘটেছে সে ব্যাপারে সজাগ হওয়ার আগে মানুষেরা আধ্যাত্মিক ভাবে জেগে ওঠে। অবশ্য, অন্য আর এক দিক থেকে—এক উচ্চতর ভাবনায় বলা যায় যে, কীর্তন সর্বদা চলছে—আমরা শুনি কিংবা না শুনি।

এখন পাশ্চাত্য দেশের সর্বত্রই সংকীর্তন ভক্তবৃন্দ একটি পরিচিত দৃশ্য। আমি এই সংকীর্তন দলগুলিকে দেখতে খুব পছন্দ করি, কারণ ভক্তদের সকলের সঙ্গে মিলিত হয়ে কীর্তন করা। ভগবানকে স্মরণ করার জন্য সকলকে সুযোগ প্রদান করা—এই ধারণাটি আমার খুব ভাললাগে। আমি 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থের ভূমিকায় লিখেছিলাম, "প্রত্যেকেই শ্রীকৃষ্ণের অনুসন্ধান করছে। কিছু মানুষ বুঝতে পারে না যে তারা অনুসন্ধান করছে, কিন্তু তারা করছে। কৃষ্ণ হচ্ছেন পরমেশ্বর ভগবান,...এবং তাঁর পবিত্র নাম কীর্তন করার মাধ্যমে ভক্তরা খুব শীঘ্রই তাঁদের ভগবদ্ চেতনা উন্নত করে।"

মুকুন্দঃ আপনি নিশ্চয়ই জানেন, শ্রীল প্রভুপাদ প্রায়ই বলতেন যে, বহু সংখ্যায় মন্দির প্রতিষ্ঠা হলে বহু সংখ্যক লোক তাদের নিজেদের বাড়ীতে বাড়ীতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে শুরু করবে, এবং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, সেটাই এখন ঘটছে। আমাদের সারা বিশ্বের সংগঠন খুব বিশাল লক্ষ লক্ষ। তাদের সঙ্গে এই পদ্ধতির পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য রয়েছে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন, গ্রন্থ বিতরণ, মন্দির স্থাপন ইত্যাদি।

জর্জঃ বর্তমানে এই আন্দোলন ঘরে ঘরে প্রসারিত হচ্ছে—আমার মতে খুব ভালোই হচ্ছে। এখন অনেক কৃষ্ণানুরাগী (Closet krishan) হয়েছেন। এখনও প্রচুর মানুষ ভক্ত হবার জন্য শুধু অপেক্ষা করছে। যদি আজ তারা ভক্ত না হয়, তবে আগামীকাল হবে, কিংবা পরের সপ্তাহে কিংবা পরের বছর।

পুনরায় পশ্চাতে ফিরে আসি ষাটের দশকের সময়। আমরা যার মধ্যে ঢুকতাম, যতখানি সম্ভব উচ্চৈঃস্বরে আমরা সম্প্রসারিত করতাম। আমার কিছু নিশ্চিত উপলব্ধি ছিল। এমন কিছু কিছু অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে গেছি যে, আমার আবিষ্কার ও উপলব্ধি সম্বন্ধে

আমি আনন্দে উচ্ছ্বাসিত হয়ে উঠতাম যা আমি চিৎকার করে প্রত্যেককে বলতে চাইতাম। তবে আরও একটা সময় আছে কখন চিৎকার করা উচিত এবং কখন উচিত নয়।

সত্তর দশকে অনেক ভক্ত নির্জনে আত্মগোপন করে ধর্মীয় জীবন-যাপন করত। কিন্তু পরবর্তীকালে তাঁরা বেড়িয়ে এসেছিলেন, এবং সর্বত্র দেশের প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ছড়িয়ে পড়েছিলেন—বীমার হকারদের মত। কিন্তু তাঁরা সত্যিকারের ধ্যানী ছিলেন, জপ করতেন... ।

শ্রীল প্রভুপাদের আন্দোলন সকলেরই উপকারে লাগছে, সত্যিকারে এটি দাবানলের মত বৃদ্ধি পাচ্ছে। একটি সুবর্ণময় যুগে পৌঁছতে কত দীর্ঘ সময় লাগবে যেখানে প্রত্যেক্যে ঈশ্বরের পরম ইচ্ছায় চালিত হবে—আমি জানি না। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর সময় কালের চেয়েও এই কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন শ্রীল প্রভুপাদের কারণে গত ষোল বছরে অধিক প্রসারিত হয়েছে। মন্ত্রের সম্প্রসারণ খুব দ্রুত হচ্ছে, এবং আন্দোলন বৃহৎ থেকে বৃহত্তর রূপ নিচ্ছে। এটা আরো ভালো হত যদি সকলে মিলে জপ করত। তাতে প্রত্যেকেই উপকৃত হত। আপনি কত টাকা রোজগার করছেন তা কোন ব্যাপার নয় কেননা টাকা আপনাকে সুখী করবে না। আপনার যে সমস্যাগুলি আছে তার মধ্যেই আপনি সুখ পাবেন। সেগুলি সম্বন্ধে বেশি চিন্তা করার প্রয়োজন নেই। শুধু মাত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

জপ করুন এবং সুখী হউন।

হরেকৃষ্ণ রেকর্ড

মুকুন্দঃ ১৯৬৯ সালে আপনি একক সংগীত 'দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' বের করেছিলেন—যা ঘটনাক্রমে বহু দেশে সাড়া ফেলেছিল। এর সুর পরবর্তীকালে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের এ্যালবামে রাখা হয়েছিল। আপনি এটি এ্যাপেলের চিহ্ন দিয়ে আলাদাভাবেও বের করেছিলেন এবং ক্যাপিট্যল রেকর্ডস আমেরিকায় বহু বিক্রীও করেছিল। আপনার গান বের করা এবং হরেকৃষ্ণদের সঙ্গে কীর্তন করা দেখে, যারা রেকর্ডিং ব্যবসায় নিযুক্ত ছিল, তারা অবাক্ হয়ে গিয়েছিল। কেন আপনি রেকর্ডিং বের করলেন?

জর্জঃ এটি একটি সেবার অঙ্গ ছিল, নয় কি? আধ্যাত্মিক সেবা—সারা বিশ্বজুড়ে মন্ত্রকে ছড়িয়ে দেওয়া এবং ইংল্যাণ্ডে ও সর্বত্র ভক্তদের জন্য একটি সম্প্রসারিত ভিত্তিভূমি ও একটি অনুকূল শক্তিশালী পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য।

মুকুন্দঃ জ্যাকি লোমেক্স, সিপ্পনটার ও বিলি প্রেস্টনের সময়ে যখন আপনি রক সংগীত বের করতেন, তার সঙ্গে বর্তমানে হরেকৃষ্ণ ভক্তদের কীর্তন রেকর্ডের সাফল্যের কিভাবে তুলনা করবেন?

জর্জঃ এটা একটা আলাদা বিষয় ছিল। আর ঐটার জন্য আমি তেমন কিছু করিনি, এবং এটি করবার জন্য অনেক যুক্তি ছিল। এতে অর্থনৈতিক দিকটা কম ছিল। কিন্তু এই সম্ভাবনা চিন্তা করে মনে আনন্দ পেতাম যে, মাত্র সাড়ে তিন মিনিটের মধ্যে আমরা মূল বিষয় (Connotation) সৃষ্টি করতে যাচ্ছি। একটি পপ সঙ্গীতকে সফল করার চেয়ে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রে অনেক মজা ছিল। আমাদের দক্ষতা বা কর্মকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবায় উপযোগ করার চেষ্টা দারুণভাবে অনুভব করতাম।

মুকুন্দঃ আপনার এই "দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র" লক্ষ লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে গেছে। সমগ্র বিশ্ব-চেতনার উপর এর প্রভাব সম্বন্ধে আপনার কি অনুভব হচ্ছে?

জর্জঃ আমি মনে করি, নিশ্চয়ই এর কিছুটা প্রভাব ছিল। সর্বোপরি শব্দ হচ্ছে স্বয়ং ভগবান।

মুকুন্দঃ যখন এ্যাপেল রেকর্ডিং কোম্পানী রেকর্ডটিকে প্রচার করার জন্য সাংবাদিক সম্মেলন ডেকেছিল, তখন আপনার কাছ থেকে আত্মা ও ভগবান যে এতই গুরুত্বপূর্ণ তা শ্রবণ করে মনে হয় সাংবাদিকরা হতাশ হয়ে গিয়েছিল।

জর্জঃ আমি ভাবতাম আমাদের সংক্ষেপে হলেও তাদেরকে বোঝাতে চেষ্টা করা দরকার। তাদের জানা উচিত। আবরণ থেকে বেরিয়ে এসে সত্যি কথা তাদেরকে বলতে হবে, কারণ একবার কোন কিছু উপলব্ধি করার পর আপনি ভান করতে পারেন না যে আপনি কিছুই জানেন না।

বিমানসমূহ ও অন্যান্য সবকিছু নিয়ে এই যুগ খুব আধুনিক ও অগ্রগতি সম্পন্ন (Space age), যদি প্রত্যেকে তাদের ছুটির দিনগুলো কাটাতে সারা বিশ্ব ভ্রমণ করতে পারে, তাহলে তেমন কোন কারণ নেই যে, কেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কিছু দূরে যেতে পারে না। আমার ইচ্ছা ছিল, সমাজকে আধ্যাত্মিক দিক দিয়ে পরিশোধিত করা। এ্যাপেল রেকর্ডগুলো পাওয়ার পর আপনাকে উৎসর্গ করা হল এবং বাজারে মুক্তি পেল, এবং বিশাল প্রচারের পর আমরা দেখলাম যে এটি দারুণ সারা ফেলেছে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, এবং আমার জীবনে এক দারুণ আনন্দের দিন যখন আপনাদের সকলকে দেখতে পেয়েছিলাম বিবিসির 'টপ অফ্ দি পপস্' শীর্ষক অনুষ্ঠানে। আমি বিশ্বাস করতে পারছিলাম না, এই অনুষ্ঠানে সুযোগ পাওয়া খুবই কঠিন। তারা আপনাকে সুযোগ

দেবে যদি আপনি প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে আসতে পারেন। মুক্ত বাতাসে শ্বাস নেওয়ার মত ছিল এই অভিজ্ঞতাটা। আমার পরিকল্পনা ছিল এই মন্ত্রটাকে সাড়ে তিন মিনিট ধরে করার জন্য যাতে করে তারা অনায়াসে রেডিওতে বাজাতে পারে, তাতে কাজ হয়েছিল। বিটল্‌সের কার্যক্রম শুরুর পূর্বে আমি হারমোনিয়াম ও গীটারে সুরে এ্যাবে রোড স্টুডিওতে রেকর্ডিং করেছিলাম। আমার মনে পড়ছে, পল ম্যাককার্টনিও তাঁর পত্নী লিণ্ডা স্টুডিওতে এসে মন্ত্র উপভোগ করেছিলেন।

মুকুন্দ: আপনি জানেন, পল এখন আমাদের অনুকূলে আছেন।

জর্জ: খুব ভালো, এতগুলো বছরের পরও ভালো রেকর্ডিং-এর মত খুব সুন্দর আওয়াজ হয়। সবচেয়ে বেশি মজার ছিল কৃষ্ণকে 'টপ অফ দি পপস্' এর মধ্যে দর্শন করা।

মুকুন্দ: এটা মুক্তি পাওয়ার পরে পরেই জন লেলন আমাকে জানিয়েছিল যে তারা বিশ্রাম পর্বে গানটি বাজিয়েছিল। মিমি হেন্‌ড্রিক্স, দি মুভি বুইজ ও মো কুকারের সঙ্গে বব ডাইলেন যে 'আইসল্ অফ্ ওয়াইট' নামক সংগীত অনুষ্ঠানটি করেছিলেন, তার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে। সময়টা ছিল উনসত্তর দশকের গ্রীষ্মকালে।

জর্জ: যখন তারা ববের জন্য মঞ্চটা প্রস্তুত করছিল, তখন বাজিয়েছিল। এটা দারুণ ছিল, তাছাড়া এর সুর ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়। দর্শকেরা জানত না যে এটি উপভোগ করলে এর কি প্রভাব পড়বে। যখন আমি শুনলাম যে রেকর্ডিংটি ভালো চলছে, আমার তখন খুব ভালো লেগেছিল।

মুকুন্দ: রেকর্ডটির প্রযুক্তিগত দিকও কণ্ঠস্বর সম্বন্ধে আপনার কি মতামত?

জর্জ: প্রধান গায়িকা যমুনার কণ্ঠস্বর ছিল স্বাভাবিক ও সুললিত। তিনি যেভাবে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে গান গেয়েছেন, আমার খুব পছন্দ

ছিল। তিনি এমনভাবে গান গেয়েছিলেন যে মনে হয়, তিনি ইতিপূর্বে বহু গান গেয়েছেন; মনে হয়নি যে এটি তাঁর প্রথম গান।

আপনি জানেন, কোন ভক্তের সঙ্গে কিংবা প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হওয়ার বহু আগে থেকে আমি এই মন্ত্র গাইতাম। কারণ অন্তত দু'বছর আগে আমার কাছে প্রভুপাদের প্রথম রেকর্ডটি এসেছিল। মন যখন উন্মুক্ত থাকে, তখন একটা আশার আলো সঞ্চারিত হয় এবং আপনি আকর্ষিত হন। প্রথমবার যখন আমি মন্ত্র জপ শুনি, তখন একটা দরজার মত আমার অবচেতন স্তরের কোনও এক জায়গা খুলে গিয়েছিল, হতে পারে তা কিছু পূর্ব জীবন থেকে।

মুকুন্দ: 'অল্ থিংস্ মাস্ট পাস' এ্যালবামের একটি কাব্য গানে 'এ্যাওয়েটিং অন্ ইউ অল্'-এ আপনি যেন সরাসরি মানুষদের সামনে এসে বলছেন যে, কেবল পরমেশ্বর ভগবানের নাম জপের মাধ্যমে এই জড় জগতে বাস করা থেকে মুক্ত হতে পারেন। এই কথা বলার জন্য কি আপনাকে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছিল, এবং কি ধরনের প্রতিক্রিয়া আপনি পেয়েছিলেন?

জর্জ: ঐ সময়ে পপ জগতে এই ধরনের সংগীত করার জন্য কেউ ইচ্ছুক ছিল না। আমি অনুভব করলাম, সত্যি-সত্যিই এর প্রয়োজন আছে। সুতরাং চুপচাপ বসে থাকা কিংবা কারোর জন্য অপেক্ষা করার চেয়ে, আমি স্থির করলাম, যা করার আমাকেই করতে হবে। বহুবার আমরা চিন্তা করি, "ঠিক আছে, আমি আপনার সঙ্গে একমত", কিন্তু সত্যিকারে কেউ আপনার পাশে এসে দাঁড়াবে না। আর্থিক দিকটা দেখে প্রত্যেকেই চেষ্টা করে নিজেকে গুটিয়ে রাখার।

আপনি দেখছেন, এইসব যুব সম্প্রদায়ের ছেলেরা সারাদিন নেচে-খেলে তাদের জীবনটা নষ্ট করে দিচ্ছে। এখনও প্রচুর মানুষ রয়েছে যারা ঠিক জায়গায় পৌঁছবে। আমি লোকদের কাছ থেকে বহু পত্র পেয়েছিলাম। তাদেরকে বলতে শুনেছি, "আমি তিন বছর

ধরে শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরে রয়েছি এবং আমি কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতাম না যদি না আপনি 'অল্ থিংস্ মাস্ট পাস্' রেকর্ডটি বের করতেন। সুতরাং, আমি জানি যে ভগবানের কৃপায় এই বিশ্বের খেলাঘরে তুচ্ছ হলেও আমার এক ভূমিকা রয়েছে।

মুকুন্দঃ অন্যান্য বিটলস্ সম্বন্ধে কি খবর? আপনার কৃষ্ণভাবনামৃত গ্রহণ করায় তারা কি চিন্তা করছে? তাদের প্রতিক্রিয়া কি ছিল? তখন আপনি ভারতে ছিলেন এবং ধর্ম সম্বন্ধে অনুসন্ধান করছিলেন। শ্যামসুন্দর প্রভু বলেছিলেন যে, একদা তিনি, আপনি ও অন্য বিটল্সদের সঙ্গে মধ্যাহ্নের প্রসাদ পাচ্ছিলেন, তারা সকলে শ্রদ্ধাবান ছিল।

জর্জঃ ও, হ্যাঁ, যদি এই ফ্যাব ফোর (The Fab Four = ৪ জন বিখ্যাত বিটলস্) সুযোগ না পেত অর্থাৎ যদি তারা মস্তক মুণ্ডিত হরেকৃষ্ণদের সঙ্গে সুযোগ ঠিক মত ব্যবহার না করতে পারত, তাহলে তাদের কোন আশা ছিল না (হাসি), এবং ভক্তরা আমার নিকটে আসত সঙ্গ পাবার জন্য, সেজন্য সাধারণ লোকেরা চিন্তা করত, "ওহে, এটা কি? পরবর্তী সময়ে, মাথা ন্যাড়া করে কমলা রঙের কাপড়ে যদি কেউ আসত, তারা বলত, "ও, হ্যাঁ তাঁরা জর্জের সঙ্গে রয়েছে।"

মুকুন্দঃ একদম শুরু থেকেই আপনি ভক্তদের সঙ্গে নিজেকে আত্মবিশ্বাসী মনে করতেন? কখনও ভয় পেতেন না?

জর্জঃ প্রথমে আমার শ্যামসুন্দর প্রভুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়েছিল, আমার তাঁকে ভালো লেগেছিল। তিনি ছিলেন আমার বন্ধু, শ্রীল প্রভুপাদের ভারত থেকে বোস্টনে আসার পুরো ঘটনাটা রেকর্ডের পেছনে থাকায় আমি পড়েছিলাম। আমি জানতাম, শ্যামসুন্দর প্রভু এবং আপনারা সকলে আমারই বয়সী। কেবলমাত্র একটাই পার্থক্য ছিল যে, আপনারা ইতিমধ্যে যুক্ত হয়েছেন, কিন্তু আমি পারিনি। আমি

তখন রকের দলে ছিলাম, কিন্তু আমার কোন ভয় ছিল না কারণ আমি ভারতে আপনাদের এই ধরনের পোষাক-পরিচ্ছদ, ধুতি, গেরুয়া বসন দেখেছি। দেখেছি আপনাদের মত মস্তক মুণ্ডিত অনেক সাধুদের। কৃষ্ণভাবনামৃত আমার পক্ষে খুব ভাল ছিল, কেননা আমি কখনও ভাবতাম না যে, আমাকে মাথা ন্যাড়া করতে হবে, মন্দিরে যেতে হবে এবং পূর্ণ সময়ের জন্য ভক্ত হতে হবে। সুতরাং, এমন একটি ধর্মীয় বিষয় ছিল যা আমার জীবন ধারার সঙ্গে খাপ খাইয়ে গেছিল। আমি সর্বদা গায়কই থাকব—কেবলমাত্র চেতনার পরিবর্তন করেছিলাম মাত্র, আর কিছুই না।

মুকুন্দঃ আপনি শুনেছেন যে, লণ্ডনের বাইরে টিউডরের রাজপ্রাসাদ ও ভূসম্পত্তি যেটি আপনি আমাদেরকে দান করেছিলেন, তা আজ ইসকনের অন্যতম আন্তর্জাতিক কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়েছে। কৃষ্ণভাবনামৃত প্রসারে ভক্তিবেদান্ত মেনরের সাফল্য আপনি কি অনুভব করছেন?

জর্জঃ দারুন! আমার করণীয় যাবতীয় যাকিছু সবই হরেকৃষ্ণ রেকর্ডের সঙ্গেই যুক্ত। সত্যিই এটি আমাকে আনন্দ দেয় এবং আমি ভাগ্যবান যে ঐ সময়ে এই সাহায্যটুকু আমি করতে পেরেছিলাম। ধর্মীয় বিষয় নিয়ে আমার সমস্ত গানগুলি ছিল ছোট ছোট প্রশংসা বাণীর (plug) মত—'মাই সুইট লর্ড' ও অন্যান্য। আমি জানি যে, মানুষেরা অধিক শ্রদ্ধালু হয়েছে, এবং যখন তারা ভক্তদেরকে রাস্তায় কীর্তন করতে দেখে—অধিক পরিমাণে এই ভাবধারা গ্রহণ করেছে। এটি এমন নয় যে কোন পরিত্যক্ত মাঠ থেকে উঠে এসেছে। এবং শ্রীল প্রভুপাদের প্রচুর গ্রন্থ বহু লোকের নিকট আমি বিতরণ করেছি। যা আমি তাদের কাছ থেকে শুনেছি কিংবা শুনিনি—তারা অনেকে এই গ্রন্থ পেয়েছে। যদি তারা সেগুলো পড়ে তাহলে তাদের জীবন পরিবর্তন হতে পারে।

মুকুন্দঃ যাদের ধর্মের দিকে ঝোঁক রয়েছে, কিন্তু বেশি জ্ঞান নেই, তাদের সঙ্গে যদি আপনার সাক্ষাৎ হয় তাহলে কি উপদেশ আপনি দেবেন?

জর্জঃ আমার যা কিছু সামান্য অভিজ্ঞতা রয়েছে, আমি তাদের বলার চেষ্টা করব—কি গ্রন্থ পড়বে? কোথায় যাবে? এ ব্যাপারে তাদেরকে প্রস্তাব দেব—যেমন আপনি জানেন, 'মন্দির যান', 'জপ করতে চেষ্টা করুন' ইত্যাদি।

মুকুন্দঃ 'ব্যালাড অফ জন ব্যণ্ড ইওকো'তে জন ও ইওকো সংবাদ মাধ্যমের কঠোর সমালোচনা করেছিলেন, কারণ, মনে হয়, সংবাদ মাধ্যম আপনার সম্বন্ধে দীর্ঘস্থায়ী মিথ্যা ধারণা পোষণ করত। তাদেরকে বোঝাতে বহু সময় লেগেছিল এবং বহু চেষ্টা করতে হয়েছিল যে আমরা প্রকৃত ধার্মিক, যা বহু শাস্ত্রগ্রন্থে প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলো তিন হাজার বছর আগে নিউ টেস্টামেন্টের জ্ঞান প্রকাশ করেছিল। যদিও ধীরে ধীরে, তবুও অধিক পরিমাণে লোকজন, পণ্ডিত, দার্শনিক এবং তত্ত্ববিদেরা আমাদের সঙ্গে এসেছে এবং আধুনিক কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের মূলে রয়েছে যে প্রাচীন বৈষ্ণব* ঐতিহ্য, তার প্রতি তাঁদের গভীর শ্রদ্ধা গড়ে উঠেছে।

জর্জঃ আন্দোলন সম্বন্ধে যাবতীয় ভুল ধারণার জন্য সংবাদ মাধ্যমকে বেশি করে দোষারোপ করা যায়। কিন্তু আর একদিক থেকে দেখলে এটি কোন ব্যাপার নয় যে তারা কিছু ভালো বলল না খারাপ বলল, কারণ কৃষ্ণভাবনামৃত যে কোন ভাবে এই বাধাকে অতিক্রম (Transcend) করতে পারে, সত্য কথা হল, সংবাদ মাধ্যম জনসাধারণকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানাচ্ছে, এটা একদিকে খুব ভালো।

* পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বা ভগবান বিষ্ণুর ভক্ত।

মুকুন্দঃ শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা নীতিগুলিতে স্থির থাকার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন যে, অনেক সময় আমরা সবচেয়ে খারাপ কাজটা করে ফেলি। তারপর, সস্তা জনপ্রিয়তার আশায় আমরা অনেক সময় চুক্তি করি কিংবা তাত্ত্বিক দর্শনটিকে হাল্কা করে ফেলি। যদিও বহু সন্ন্যাসী এবং যোগী ভারত থেকে পাশ্চাত্য জগতে গেছেন, তবু শ্রীল প্রভুপাদ শুদ্ধতা ও শুদ্ধভক্তির মাপকাঠিতে এমনই একজন ব্যক্তিত্ব ছিলেন যিনি ভারতের প্রাচীন কৃষ্ণভাবনাময় দর্শনকে যথাযথভাবে প্রচার করেছেন—কোন পরিবর্তন না করে।

জর্জঃ এটা ঠিক, যা তিনি প্রচার করতেন তার সত্যিকারের উদাহরণ হচ্ছেন তিনি স্বয়ং।

মুকুন্দঃ 'শ্রীকৃষ্ণ' গ্রন্থটি প্রথম ছাপার জন্য আপনি যে অর্থের যোগান দিয়েছিলেন এবং ভূমিকা অংশটুকু লিখেছিলেন, সে সম্বন্ধে আপনি কি অনুভব করেছিলেন?

জর্জঃ আপনি জানেন যে, আমি এটিকে আমার সেবার অংশরূপে নিয়েছি। যেখানে আমি গেছি, যখন কোন ভক্তের সাক্ষাৎ পেয়েছি—আমি তাদেরকে 'হরেকৃষ্ণ' বলে সম্বোধন করেছি, এবং তারা আমাকে দেখে সর্বদা আনন্দিত হয়েছে, এই ধরনের সম্পর্ক খুব সুন্দর। তারা ব্যক্তিগতভাবে আমাকে জানুক কিংবা না জানুক, তারা মনে করে যে তারা আমাকে জানে।

মুকুন্দঃ যখন আপনি 'ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড'এর এ্যালবাম করেছিলেন, তখন শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার প্রচ্ছদপট থেকে কৃষ্ণ-অর্জুনের ছবি ব্যবহার করেছিলেন, কেন?

জর্জঃ ও হ্যাঁ, এ্যালবামে এটাই বলছিল, "এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের 'ভগবদ্গীতা যথাযথ' গ্রন্থের প্রচ্ছদপট থেকে। অবশ্য, এটা আপনাদের একটা বিজ্ঞাপনের মত কাজ করেছিল, আমি চেয়েছিলাম কৃষ্ণকে দেখতে তাদের একটা সুযোগ দেওয়া, তাঁর

সম্বন্ধে জানা-জানতে কৌতূহল হওয়া। এটিই ছিল আমার ধারণা, নয় কি?

প্রসাদ (আধ্যাত্মিক খাবার)

মুকুন্দঃ দুপুরে খাওয়ার সময় আমরা প্রসাদ সম্বন্ধে সামান্য একটু আলোচনা করেছিলাম। প্রসাদ হচ্ছে নিরামিষ খাবার যা মন্দিরে কৃষ্ণকে নিবেদন করার মাধ্যমে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। এই প্রসাদের মাধ্যমে প্রচুর লোক কৃষ্ণভাবনামৃতে প্রবেশ করেছে, বিশেষ করে সারা বিশ্বে সমস্ত মন্দিরগুলোতে কৃষ্ণের রবিবাসরীয় প্রীতিভোজের মাধ্যমে। আমি বলতে চাইছি যে, এই পদ্ধতি এমন এক ধরনের যোগ যা আপনি খাওয়ার মাধ্যমে অনুশীলন করতে পারবেন।

জর্জঃ ভালো, আমাদের সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখার চেষ্টা করা উচিত। খাবারের মধ্যে স্বাদ নিতে দারুণভাবে এটা সাহায্য করে।

এখন আমাকে বলুন, যদি ভগবান সর্বত্র বিরাজমান, তাহলে যখন আপনি প্রসাদ পান, কেন তাঁকে আস্বাদন করেন না? আমি মনে করি প্রসাদ খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কৃষ্ণ হচ্ছেন ভগবান, সুতরাং তিনি পরম ঃ তাঁর নাম, তাঁর রূপ, প্রসাদ—মাত্রই তিনি। কথায় বলে, কোন মানুষের হৃদয়ে প্রবেশ করতে হলে তার পাকস্থলি দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। যদি আপনার খাওয়ানোর মাধ্যমে এক মানুষের আত্মা উদ্ধার প্রাপ্ত হয়, তাহলে কেন এটা করবেন না? নৃত্য ও কীর্তনের চেয়ে ভালো আর কিছুই নেই, অথবা বসে কেবল দার্শনিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করা এবং তারপর হঠাৎ করে ভক্তরা প্রসাদ নিয়ে এল। এটা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরম আশীর্বাদ স্বরূপ, এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে অতি গুরুত্বপূর্ণ।

'প্রসাদ' ধারণাটি খ্রীষ্টানদের নিকট শুধু রুটির (Sacrament) পরিবর্তে কমিউনিয়নের সময় প্রদত্ত রুটি ও মদের (Wager) মত। এটি (প্রসাদ) একটি পুরোপুরি ভুরিভোজ—যার স্বাদ খুব সুন্দর—এই জগতের সম্পূর্ণ বাহিরের বস্তু। ব্যবসায়িক যুগে প্রসাদ হচ্ছে একটি সুন্দর ছোট্ট হুকের (heok) মত। জনসাধারণ যখন অধিক কিছু পেতে চায় বা বিশেষ কোন কিছুর প্রয়োজন বোধ করে। প্রসাদ সেখানেই কায়দা করে তাদের ধরে ফেলে। আধ্যাত্মিক জীবনে বেশি করে জনসাধারণকে নিয়োজিত করার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা বহুল পরিমাণে করা হয়েছে। এটা মানুষের সংস্কারকে ভেঙ্গে দেয়। কারণ, তারা চিন্তা করে—"ও আচ্ছা, আমি কোন কিছু পান করতে বা পেতে কিছু মনে করব না।" তারপর তারা জিজ্ঞাসা করে, 'এটা কি?' এবং "হ্যাঁ, এটি হচ্ছে প্রসাদ—ভগবানের কৃপা', এবং তারা তখন কৃষ্ণভাবনামৃতের অপর আর একটি দিক শিখতে পারে। তারপরই তারা বলে, 'এর স্বাদ খুব সুন্দর।' "আর একবার পূর্ণ প্রসাদ হবে নাকি?" আমি দেখেছি এটি বেশির ভাগ লোকের ক্ষেত্রে ঘটে, বিশেষ করে বয়োজ্যেষ্ঠদের-আপনাদের মন্দিরে। হতে পারে তাদের কিছু পছন্দ অপছন্দ থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তী বিষয়টা আপনি জানেন তারা প্রসাদকে ভালবেসে ফেলে, এবং তারা এই চিন্তা করতে করতে মন্দির থেকে বেরিয়ে যায়, "উহারা (হরেকৃষ্ণরা) সর্বোপরি খুব একটা খারাপ নয়।"

মুকুন্দঃ বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, জপের মতো প্রসাদও ধর্মীয় উপলব্ধি বাড়ায়, কিন্তু ততটা স্পষ্টীকৃত নয়। শুধুমাত্র প্রসাদ সেবন করে আপনি আধ্যাত্মিক অগ্রগতি করতে পারেন।

জর্জঃ আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে পারি, প্রসাদ অবশ্যই ফলদায়ক। যখন আমি মন্দিরে থাকতাম, তখন আমি অধিক

পরিমাণে প্রসাদ আস্বাদন করতাম, অথবা যখন আমি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে একসঙ্গে বসতাম, তখন কেউ যখন আমার জন্য নিয়ে আসত। মাঝে মাঝে আপনি প্রসাদ নিয়ে বসে দেখতে পারেন যে দেখতে দেখতে চার-পাঁচ ঘন্টা কিভাবে কেটে গেল আপনি বুঝতেই পারবেন না। প্রসাদ প্রভূত পরিমাণে আমাকে সাহায্য করেছিল, কারণ আপনি উপলব্ধি করতে শুরু করবেন, "এখন আমি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে আস্বাদন করছি।" আপনি তখন হঠাৎ করে ভগবানের আর একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে সজাগ হবেন যে, এই ছোট সিঙ্গাড়াটাই* হচ্ছেন তিনি। মূলত সবকিছুকে আধ্যাত্মিক সুরে নিয়ে যাওয়া, এবং প্রসাদ হচ্ছে সবকিছুর মূল অংশ।

মুকুন্দঃ আপনি জানেন, গ্রেটফুল ডেড-এর মত বহু রকদল এবং পুলিশ বাহিনী তাদের অনুষ্ঠান শুরু করার আগে গোপনে প্রসাদ পেত। তারা এটা পছন্দ করত। আমাদের সঙ্গে ইহা এক দীর্ঘদিনের ঐতিহ্য ছিল। আমার মনে পড়ছে, কোনও একসময় বিট্‌লসের রেকর্ডিং চলাকালীন প্রসাদ পাঠান হয়, এবং আপনার বোন আজ বলছিল যে, যখন আপনি বাংলাদেশের অনুষ্ঠানটি করছিলেন, তখন শ্যামসুন্দর প্রভু অনুশীলন চলাকালীন সকলের জন্য প্রসাদ এনেছিলেন।

জর্জঃ হ্যাঁ, তিনি এমনকি এ্যালবাম টিউবের আবরণের (Album sleeve) জন্য প্রশংসা পেয়েছেন।

মুকুন্দঃ কি ধরনের প্রসাদ আপনার সবচেয়ে বেশি পছন্দ, জর্জ?

জর্জঃ আমার পছন্দ ফুলকপির পকোড়া** যা কড়া করে বেসন সহযোগে ভাজা হয়।

---

* ফুলকপি ও মটরশুটি মিশ্রিত ঘি'তে ভাজা পিঠা।

** ঘি-এ ভাজা ময়দা মিশ্রিত ফুলকপি।

মুকুন্দঃ আচ্ছা!

জর্জঃ এবং আর একটা জিনিস আমার সবসময় ভালো লাগে এবং সেটা হল রসমালাই (এক দুধের মিষ্টি)। সেই সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন ধরনের ভাল পানীয়, যেমন বিভিন্ন ধরনের ফলের সরবত, লস্যি—ফল বা গোলাপ জলের সঙ্গে দধি মিশ্রিত সরবত।

মুকুন্দঃ আপনার কি মনে পড়ে, যখন আমরা 'দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' রেকর্ডিংটির জন্য প্রচার করছিলাম, তখন লণ্ডনে এক বড় ধরনের প্রীতিভোজে সাংবাদিকদের ডাকা হয়েছিল। তারা সকলেই অবাক হয়ে গিয়েছিল, কারণ আমাদেরকে প্রকৃতপক্ষে কেউই জানত না আমাদের এই খাবার ছাড়া। এখন যখন লোকজন চিন্তা করে, তখন বেশি করেই করে। তারা আগে চিন্তা করত, "তাঁরা রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য ও কীর্তন করার দল।" কিন্তু এখন তারা আমাদেরকে প্রসাদের সঙ্গে অধিক পরিমাণে যুক্ত করছে,—"তাঁরা বিনামূল্যে নিরামিষ মধ্যাহ্নভোজের সরবরাহকারী।"

জর্জঃ সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই চিন্তা করছিল, "আমরা এখানে আসতে পেরেছি এবং কর্তব্য কর্ম করছি।" হঠাৎ তারা দেখতে পাবে যে তারা গোল হয়ে বসে অধিক সুস্বাদু ভারতীয় খাবার পাচ্ছে যা ইতিপূর্বে স্থানীয় দোকানগুলি থেকে পায়নি। তারা দারুণভাবে অভিভূত হয়েছিল।

মুকুন্দঃ রেস্টুরেন্টের কি কথা, সারা বিশ্বে আমরা বিনামূল্যে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন প্রসাদ প্লেট বিতরণ করেছি।

জর্জঃ আপনি রাস্তার দুধারে বিজ্ঞাপনের বোর্ডে (Billboard) এই সংখ্যা টাঙিয়ে দিতে পারেন, যেমন করে মাংসের দোকানগুলো (Hamburger) করে। আপনি দেখুন, ১৫০ মিলিয়ন প্লেট বিতরণ করা, তাজ্জব ব্যাপার! আনাচে কানাচে শুকর ও মুরগীর

দোকানগুলো গজিয়ে উঠেছে, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, ছোট শহর ও গ্রামের প্রধান সড়কগুলোর পাশে কোন মন্দির কিংবা রেস্টুরেন্ট নেই। আপনার উচিত সেগুলোকে ব্যাবসার বাইরে রাখা।

মুকুন্দঃ আপনি আমাদের অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, মহাপ্রসাদের প্রাচুর্যের ভরা (হেল্‌দি, ওয়েল্‌দি ও ওয়াইজ) লণ্ডনের রেস্টুরেন্টে গিয়েছিলেন?

জর্জঃ বহুবার। চারপাশে ঐগুলো এবং অন্যান্য অনেক রেস্টুরেন্ট হওয়ায় খুব ভালো হয়েছে, যেখানে সাধারণ পোশাকের ভক্তরা প্রসাদ পরিবেশন করে। জনসাধারণ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করে; "যে রেস্টুরেন্টে আমি বসে আছি, সেটি সবচেয়ে ভালো জায়গাগুলির মধ্যে অন্যতম।" এবং তারা আবার ফিরে আসে। তখন হতে পারে, সেখানে টেবিল থেকে একটা ছোট প্রচার-পত্রিকা বা গ্রন্থ সংগ্রহ করতে পারে, এবং বলে, 'ও, এটি হরেকৃষ্ণ কর্তৃক চালিত হচ্ছে।' আমি মনে করি, এই ধরনের সূক্ষ্মভাবে প্রচার করার এক বিশাল মূল্য রয়েছে। হেল্‌দি, ওয়েল্‌দি এ্যাণ্ড ওয়াইজে'র ভালো সুস্বাদু খাবার রয়েছে, উপযুক্ত লোকজন আছে, এবং খাবার সর্বদা টাটকা। এমনকি অধিক গুরুত্বপূর্ণ যে এগুলো ভক্তিভাব দিয়ে করা-তার তাৎপর্য রয়েছে প্রচুর। কেউ যখন অসন্তুষ্ট মন নিয়ে কিছু রান্না করে, তার স্বাদ অতটা সুন্দর হয় না, যতটা না সুন্দর হয় যখন কেউ ভগবানকে খুশি করার জন্য চেষ্টা করে এবং তাঁকে প্রথমে নিবেদন করে। স্বাভাবিকভাবে তখন সমস্ত খাবারগুলো সুস্বাদু হয়ে ওঠে।

জর্জঃ পল ও লিন্ডা ম্যাককার্টনি প্রায়ই হেল্‌দি, ওয়েল্‌দি এ্যাণ্ড ওয়াইজ থেকে প্রসাদ পেতেন। বহু আগের ঘটনা নয়, তাঁর লন্ডন স্টুডিওর নিকট পলের সঙ্গে এক ভক্তের সাক্ষাৎ হয়েছিল, এবং এই

সাক্ষাৎকার নিয়ে পল একটি গান রচনা করেছিলেন। লন্ডনের একটি খবরের কাগজে জেমস জনসনের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, "একটি গান 'ওয়ান্ অফ্ দিজ ডেজ' (One of these Days) হচ্ছে সেই সম্বন্ধে যখন স্টুডিওতে যাওয়ার পথে এক হরেকৃষ্ণ ভক্তের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল এবং আমরা নানাবিধ জীবনধারা ও আরো অনেক কিছু নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। আমি নিজে যদিও হরেকৃষ্ণ নই, কিন্তু আমি খুব সহানুভূতিশীল।"

মুকুন্দঃ জর্জ, আপনি বহু বছর ধরে নিরামিশাষী, এটাকে বজায় রাখতে কোন সমস্যা হয় না?

জর্জঃ মোটেই না। কারণ ডাল-বিনের সব্জি বা অন্য কোন সব্জির ব্যাপারে আমি প্রত্যহ নিশ্চিত থাকতাম। সবচেয়ে সস্তা সব্জি লেন্টিল (Lentil) এ-১ প্রোটিন সরবরাহ করে। লোকজন যখন বাজার যায়, তখন সহজে তারা প্রতারিত হয়ে শুকরের মাংস কেনে যেগুলি থেকে মানুষ ক্যানসার বা হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়। তাদের অবশ্য ভাগ্য থাকা দরকার। আপনি ছয় পিস ফাইলেটের (Filet) দাম দিয়ে লেন্টিলের স্যুপ এক হাজার লোককে খাওয়াতে পারেন, ব্যাপারটা বুঝলেন?

মুকুন্দঃ একটি বিষয় হচ্ছে, মানুষেরা যখন মন্দিরে বেড়াতে আসে কিংবা শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থ পড়ে, তখন আমাদের ভক্ত শিল্পীদের দ্বারা অঙ্কিত বিভিন্ন ছবি বা স্থাপত্য মূর্তিগুলো তাদের উপর দারুণ প্রভাব ফেলে। পাঁচ হাজার বছর পূর্বে আবির্ভূত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যেসব লীলাবিলাস করেছিলেন, তার উপর ভিত্তি করে এই ছবিগুলি আঁকা হয়েছে। শ্রীল প্রভুপাদ একসময় বলেছিলেন, এই অঙ্কিত ছবিগুলি চিন্ময় জগতের জানালা সদৃশ। তিনি একটি শিল্পী এ্যাকাডেমি স্থাপন করেছিলেন যেখানে অপ্রাকৃত শিল্প সৃষ্টির

প্রযুক্তিগত দিক শিক্ষা দেওয়া হত। এখন হাজার হাজার লোক তাদের ঘরের দেওয়ালে এই ছবিগুলি টাঙ্গিয়ে রেখেছে। হয় তাদের আসল রূপে বা লিথোগ্রাফ বা ক্যানভাস বা পোস্টারের মাধ্যম। আপনি জানেন, লস এ্যাঞ্জেলেসে বহু ভাষায় ভগবদ্গীতার মিউজিয়াম রয়েছে, এটি আপনার উপর কি ধরনের প্রভাব ফেলছে?

জর্জ: আমি মনে করি, খুব সুন্দর—ডিসনেল্যাণ্ডের (Disneyland) চেয়ে ভালো, ওয়াশিংটনের স্মিথসোনিয়ান (Smithsonian) প্রতিষ্ঠানের মতই মূল্যবান। দেওয়ালে আঁকা মূর্তিগুলোর ডায়োরামা ভালো এবং যন্ত্রধ্বনিও সুন্দর। ভগবানের রাজ্য কি ধরনের হওয়া উচিত, সে সম্বন্ধে মানুষদেরকে সত্যিকারের ধারণা দেয়। প্রাথমিক ধারণার চেয়ে অধিক জ্ঞান প্রদান করে। এটি এমনভাবে প্রদর্শিত হয়েছে যে, একটি শিশুও বুঝতে পারে কিভাবে আত্মা শরীর থেকে পৃথক এবং আত্মা কিভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। রথারূঢ় শ্রীকৃষ্ণের ছবিটা আমার আছে যেটি আমি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড-এর এ্যলবামে রেখেছিলাম। ভক্তরা আমার জন্য শিব ফাউন্টেনের* মূর্তিটি খোদাই করে দিয়েছে যা আমার বাগানে রাখা আছে। যখন আমি জপ করি তখন ছবিগুলি আমাকে সাহায্য করে। ভগবদ্গীতায় আঁকা কুকুর, গরু, হাতি, দরিদ্র ব্যক্তি এবং পুরোহিতের হৃদয়ে পরমাত্মার ছবি নিশ্চয়ই আপনি জানেন। এটি আপনাকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করে যে কৃষ্ণ প্রত্যেকের হৃদয়ে

---

* লস্ এ্যাঞ্জেলেসের ভগবদ্গীতা মিউজিয়ামের ডায়োরামা দেখার পর জর্জ খোঁজ নিয়েছিলেন, যে সব শিল্পী ও স্থাপত্বিরা প্রদর্শনিগুলো তৈরী করেছিল। তারা কি ভগবান শিবের প্রমাণ মাপের এক ঝরণা করতে পারবে? শিব হচ্ছেন ভগবান কৃষ্ণের এক মহান ভক্ত এবং প্রধান হিন্দু দেবতাদের অন্যতম। ধ্যানরত শিবের মস্তক থেকে নির্গত হচ্ছে জলের ধারা—এই মূর্তিটি জর্জের এস্টেটের বাগানে রাখা আছে। ইহা ইংল্যাণ্ডের সবচেয়ে সুন্দর.স্থাপত্যের আগমনবার্তা ঘোষণা করেছিল।

বাস করেন। আপনি কোন্ ধরনের শরীর পেয়েছেন—কোন ব্যাপার নয় কেননা ভগবান সর্বদা আপনার সঙ্গে রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে আমরা সকলে এক।

শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

মুকুন্দ: ১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ যখন জনের বাড়িতে ছিলেন তখন আপনি ও জন লেনন একসঙ্গে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলেন।

জর্জ: হ্যাঁ, কিন্তু যখন প্রথমবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়, আমি তাঁকে অবমাননা করেছিলাম। আমি তাঁকে বুঝতে পারিনি। কিন্তু এখন আমি দেখছি, গত পাঁচ শতাব্দী ধরে মন্ত্র যা প্রচারিত হয়েছে, তার চেয়ে অধিক সম্প্রসারিত হয়েছে গত ষোল বছরে, এবং এটি হয়েছে শ্রীল প্রভুপাদের কারণে। দারুণ আশ্চর্যের বিষয় যে, ধীরে ধীরে তাঁর বয়স হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু সবসময় তিনি তাঁর গ্রন্থ লিখে চলেছেন। পরে আমি বুঝতে পেরেছিলাম যে, বাইরে থেকে দেখে উনাকে যা মনে হয়, তিনি তার চেয়েও অধিক অবিশ্বাস্য!

মুকুন্দ: তাঁর কোন্ দিকটা সবচেয়ে বেশি করে আপনার মনকে নাড়া দিয়েছে?

জর্জ: তাঁকে সর্বদা আমি বলতে শুনেছি ঃ "আমি হচ্ছি ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্য।" এই ভাবটা আমি খুব পছন্দ করি। অনেক লোকেই বলে থাকে, "আমি হই অমুক, আমি ভগবানের অবতার। আমি এখন এখানে আছি, আমি তোমাকে বাগে আনছি।" আপনি বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই আমি কি বলতে চাইছি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ কখনই তেমন ছিলেন না, তাঁর বিনয় নম্রতা আমার খুব ভালো লাগত। তাঁর শিশুসুলভ সরলতা ও দৈন্যতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। এটিই হচ্ছে ভৃত্যের ভৃত্যের ভৃত্যের প্রকৃত পরিচয়।

আমরা কেউ ভগবান নই; আপনি জানেন, কেবল তাঁর ভৃত্য মাত্র। শ্রীল প্রভুপাদ সর্বদা আমাকে স্বস্তিতে রাখতেন। আমি সর্বদা তাঁর সঙ্গে খোলা মন নিয়ে থাকতাম, এবং আমি তাঁকে বন্ধুর চেয়েও অধিক ভাবতাম। যদিও তিনি ঊনাশি বছরের বৃদ্ধ ছিলেন, দিনের পর দিন সারা রাত ধরে গ্রন্থ লিখতেন, সামান্যটুকুও না ঘুমিয়ে, তবু তাঁর এই শিশুসুলভ সরলতার জন্য তিনি কখনই আমার নিকট অত্যন্ত উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধিমান ব্যক্তিরূপে চিহ্নিত হননি। যা মহান, তা মজাদারও বটে। যদিও তিনি সংস্কৃতে বিশাল পণ্ডিত ছিলেন এবং বড়মাপের এক সাধু ব্যক্তি ছিলেন। আমি এই সত্যটাকেই প্রশংসা করি যে, তিনি কখনই আমাকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতির মধ্যে ফেলেননি। বরং সর্বদা আমাকে খুশি করবার চেষ্টা করেছেন। আমি উনাকে এক প্রিয় বন্ধুরূপে মনে করতাম, এবং আমার নিকট তিনি এখনও পরম সুহৃদরূপে আছেন।

মুকুন্দঃ তাঁর একটি গ্রন্থে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছিলেন যে, যারা গভীরভাবে কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করছেন অথচ আত্মোৎসর্গের স্তরটি বজায় রাখতে পারছে না, তাদের চেয়ে আপনার নিষ্ঠাযুক্ত সেবা অধিকতর ভালো। এ ব্যাপারে আপনার কি অভিমত?

জর্জঃ সত্যিই, খুব আশ্চর্যজনক! এবং আমাকে দারুণ আশা যুগিয়েছিল। ভক্তরা বলেন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শুদ্ধ ভক্তের সঙ্গ করা কিংবা অপ্রাকৃত ব্যক্তির সঙ্গে কয়েক মুহূর্তের জন্য থাকা আধ্যাত্মিক জীবনে প্রভূত পরিমাণে উন্নতি লাভ হয়। এবং আমার মনে হয়, শ্রীল প্রভুপাদ সত্যিই সন্তুষ্ট হয়েছিলেন যে, কোনও একজন মন্দিরের বাইরে থেকে মন্দিরের এ্যালবাম তৈরীতে সাহায্য করছে। আমি শুনেছিলাম, তিনি 'দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' রেকর্ডটি পছন্দ করেছিলেন এবং ভক্তদেরকে 'গোবিন্দ' গানটি বাজাতে বলেছিলেন। এখনও তারা সেটা বাজায় তাই না?

মুকুন্দঃ প্রত্যেক মন্দিরে এর একটি করে রেকর্ডিং আছে। সকালবেলায় কীর্তনের পূর্বে যখন সব ভক্তরা বেদির সামনে দাঁড়ায়, তখন আমরা এটা বাজাই। যা দেখে আপনি বলতে পারেন, এটি ইস্‌কন প্রতিষ্ঠান।

জর্জঃ এবং যদি আমি আমার গানে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বা দর্শনের ব্যাপারে শ্রীল প্রভুপাদের নিকট থেকে কোন সমালোচনা বা মন্তব্য না পেতাম, তাহলে অন্যান্য ভক্তদের কাছ থেকে পেয়ে যেতাম। আমার যেটি দরকার ছিল তা হল উৎসাহ প্রদান। আমার মনে হত, যা কিছু ধর্মীয় ব্যাপার আমি করছিলাম। হয় গানের মাধ্যমে বা গ্রন্থ প্রকাশনাতে সাহায্য করার মাধ্যমে বা অন্য ভাবে যা প্রভুপাদকে খুশি করত। আমার আত্মজীবনী 'আই মি মাইন'-এ যে গানটি আমি লিখেছিলাম, "লিভিং ইন দি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড, শ্রীল প্রভুপাদ কর্তৃক প্রভাবিত ছিল। তিনি আমার নিকট ব্যাখ্যা করেছিলেন কিভাবে আমরা জড় শরীর নই অথচ যার মধ্যে আমরা ঢুকে বসে আছি।

যেমন, আমি গানে বলেছিলাম, যা ঘটছে এ জায়গায় ঠিক সেরকম নয়। আমরা চিন্ময় জগতের-এ জগতের নই ঃ

> জড় জগতে হয় মোদের ভাগ্য নির্ধারণ।
> জড় জগতে করেছি মোরা হতাশা বরণ ॥
> ইন্দ্রিয়গুলি কখনও নয় যে তৃপ্ত,
> ফুলছে শুধু জোয়ারের মত।
> যা ডুবিয়েছে আমারে—মোরা অতৃপ্ত ॥

পুরো বিষয়টা এর মধ্যে রয়েছে। একটা উপায় বের করে বেরিয়ে আসাই মূল লক্ষ্য।

এই বিষয়টি শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে ছিল। তিনি শুধু কৃষ্ণকে ভালবাসার কথা কিংবা এর থেকে বেরিয়ে আসার কথা বলতেন

না—স্বয়ং নিজে ছিলেন সত্যিকারের উদাহরণ স্বরূপ। তিনি সর্বদা জপের কথা বলতেন এবং নিজে সবসময় জপ করতেন। আমি মনে করি, এর মধ্যে আমার জন্য সবচেয়ে উদ্দীপনামূলক বস্তু ছিল। আমার পক্ষে অধিকতর কঠোরভাবে চেষ্টা করার জন্য এটা যথেষ্ট ছিল—সামান্য একটু ভালো হওয়া। তিনি নিজে আচার করে প্রচার করতেন।

মুকুন্দঃ শ্রীল প্রভুপাদের সাফল্য সম্বন্ধে আপনি কিভাবে বর্ণনা করবেন?

জর্জঃ শ্রীল প্রভুপাদের অবদান অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁর গ্রন্থসম্ভার ছিল অত্যন্ত বিশাল। এমনকি উইলিয়াম সেক্সপীয়ারের সঙ্গে তুলনা করলে শ্রীল প্রভুপাদ রচিত সাহিত্য সত্যিই আশ্চর্যজনক। এটা কল্পনা করাও কঠিন হয়ে পড়ে, সারা দিনের মধ্যে মাত্র কয়েক ঘন্টা ঘুমোতেন। তিনি ঊনাশি বছর বয়সে নিজেকে যেভাবে রেখেছিলেন, এক দৌড়বাজ খেলোয়ার যুবক শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারবে না।

সারা বিশ্বের উপর শ্রীল প্রভুপাদ ইতিমধ্যে এক বিস্ময়কর প্রভাব ফেলেছেন। মাপার কোন উপায় নেই। একদিন আমি উপলব্ধি করেছিলাম, "হে ভগবান! এই ব্যক্তিটি সত্যিই অসাধারণ।" সারারাত বসে তিনি সংস্কৃত থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করে চলেছেন। অভিধানে শব্দগুলো রাখছেন যাতে সকলে বুঝতে পারে। তথাপি তিনি নিজেকে কখনও—'আমাদের উপরে'—ভাবতেন না। সর্বদা শিশুসুলভ সরলতা বজায় রাখতেন, এবং সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে এই অনুবাদের কাজগুলো করেছেন মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে। তাঁর নিজস্ব কৃষ্ণভাবনামৃত ছাড়া অন্য কিছুতে মন দেননি। হাজার হাজার ভক্ত বৃদ্ধি করেছেন, দুরন্ত গতিতে আন্দোলনকে স্থাপন

করেছেন। এত শক্তিশালী এই আন্দোলন যে, তাঁর দেহত্যাগের* পর এখনও চলছে, এবং অবিশ্বাস্য হারে এখন এটি বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। যে জ্ঞান তিনি প্রদান করেছেন—সেটি চলতেই থাকবে। শুধু বাড়বে আর বাড়বে। যতই আধ্যাত্মিকভাবে জনসাধারণ জেগে উঠবে, ততই তারা শ্রীল প্রভুপাদ যা বলেছেন, যা দিয়ে গেছেন তার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারবে।

মুকুন্দঃ আপনি কি জানেন যে, শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ গ্রন্থাবলী এখন হাবার্ড, ইয়েল, প্রিন্সেটন, অক্সফোর্ড, কেম্ব্রিজ, সরবোনে আদি বিশ্বের বড় বড় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে রয়েছে?

জর্জঃ তাদের রাখা উচিত। শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটা আমি লক্ষ্য করেছি, সেটা হল যেভাবে ইংরেজিতে তিনি আপনাদের সঙ্গে কথা বলতেন। তারপর হঠাৎ করে তিনি সংস্কৃত বলতে শুরু করতেন এবং আবার পুনরায় ইংরেজিতে অনুবাদ করতেন। এটা পরিষ্কার যে, তিনি এটা ভালো করেই জানতেন। সাহিত্যের বিচারে তাঁর অবদান স্পষ্টতই অনস্বিকার্য। কারন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে প্রচারের কেন্দ্রবিন্দু করেছিলেন। বুদ্ধিবৃত্তির স্তর থেকে বহু পণ্ডিত ও লেখক গীতা জানেন এমনকি যখন তারা লেখে, "কৃষ্ণ বলেছিলেন..." কখনও তারা ভক্তি বা প্রেম দিয়ে বলেন না কিংবা লেখেন না—যার প্রয়োজন সর্বাধিক। আপনি জানেন—এই ভক্তিই হচ্ছে গোপন রহস্য—কৃষ্ণ সত্যিকারের একজন ব্যক্তি যিনি পরম প্রভু এবং ঐ গ্রন্থেই তিনি আর্বিভূত হবেন যদি সেখানে প্রেম বা ভক্তি থাকে। যতক্ষণ না আপনি তাকে ভালবাসছেন, ততক্ষণ আপনি বিষয়টা

* কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ ১৯৭৭ সালের ১৪ই নভেম্বর এই জড়জগৎ ত্যাগ করেছেন।

বুঝতে পারবেন না। এইসব বড় বড় তথাকথিত বৈদিক পণ্ডিতেরা কৃষ্ণকে মোটেই ভালবাসে না, সেজন্য তারা কৃষ্ণকে বুঝতে পারে না, এবং আমাদেরকেও বোঝতে পারে না। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ ছিলেন আলাদা।

মুকুন্দঃ বৈদিক সাহিত্যে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে যে, ৫০০ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আগমনের পর, ১০ হাজার বছরের জন্য একটি সুবর্ণময় যুগ আসবে যখন পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম জপের মাধ্যমে আধুনিক যুগের সমস্ত প্রকার কলুষতা দোষগুলো বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং প্রকৃত ধর্মীয় শান্তি এই জগতে ফিরে আসবে।

জর্জঃ শ্রীল প্রভুপাদ এই বিশ্বকে চরমভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। যে সম্পদ তিনি আমাদেরকে দিয়েছিলেন, সর্বোচ্চ মানের সাহিত্য, সর্বশ্রেষ্ঠ জ্ঞান—তার চেয়ে উচ্চতর জ্ঞান আর কিছুই নেই।

মুকুন্দঃ আপনি আপনার আত্মজীবনীতে লিখেছিলেন, "আপনি কত ভালো—কোন ব্যাপার নয়। জড় জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কৃপার প্রয়োজন। আপনি যোগী হতে পারেন, সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসীনী হতে পারেন। কিন্তু ভগবানের কৃপা ছাড়া একপাও আপনি এগোতে পারবেন না।" 'লিভিং ইন দি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' এই গানের শেষে বলা হয়েছে, 'এই জড় জগত থেকে আমার মুক্তি —এই স্থানের বাইরে যাওয়া কৃষ্ণকৃপার দ্বারা সম্ভব।" আমরা যদি ভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করি, তাহলে এই প্রবাদ বাক্য দ্বারা কি বোঝান হচ্ছে, "যারা নিজেদেরকে সাহায্য করে ভগবান তাদেরকেই সাহায্য করে।"

জর্জঃ আমার মনে হয়, এটা পরিবর্তনশীল। একদিক দিয়ে, যতক্ষণ না তাঁর কৃপা পাচ্ছি, আমি এখান থেকে বাইরে যেতে পারছি না। কিন্তু তখন আবার, আমি নিজে যত পরিমাণ ইচ্ছা

প্রকাশ করতে পারি, সেই হিসেবে তাঁর কৃপা আপেক্ষিক। যে পরিমাণ কৃপা আমি ভগবানের নিকট আশা করব, এবং যে পরিমাণ কৃপা আমি অর্জন করে জমা করব তা সমান হওয়া উচিত। যা আমি রাখি তা-ই আমি বের করি। যেমন এই গানটিতে শ্রীল প্রভুপাদ সম্বন্ধে আমি লিখেছিলাম ঃ

ভগবান ভালবাসেন তাঁরে—
যিনি ভালোবাসেন ভগবানেরে।
আইন বলে, যদি না দাও তুমি,
তবে ভালোবাসা পাবে কেমনি?
ভগবান সাহায্য করেন তারে
যে সাহায্য করে নিজেরে।
আইন বলে, যা তুমি করবে,
সব কাছে ফিরে আসবে তবে।

—"দি লর্ড লাভস্ দি ওয়ান দ্যাট লাভস্ দি লর্ড,"
'লিভিং ইন দি ম্যাটিরিয়াল ওয়ার্ল্ড' নামক এ্যলবাম থেকে।

আমার নতুন এ্যলবাম 'সাম্‌হোয়ার ইন্ ইংল্যাণ্ড' থেকে 'দ্যাট হুইচ আই হ্যাভ লস্ট' এই গানটি কি শুনেছ? এটি ভগবদ্গীতা থেকে নেওয়া। এতে আমি অন্ধকার সীমাবদ্ধতা, মিথ্যা ও নৈতিকতাবাদের শক্তিগুলির যুদ্ধ সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করেছি।

ভগবান একজন ব্যক্তিবিশেষ

মুকুন্দঃ হ্যাঁ, আমিও সমর্থন করি। ভগবদ্গীতায় ভগবানের বাণী যদি কেউ বুঝতে পারে, তাহলে তারা সত্যিই সুখী হবে।

বেশির ভাগ লোকই যখন আধ্যাত্মিক জীবন শুরু করে তখন ভগবানের নির্বিশেষরূপের আরাধনা করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে তাঁর

সবিশেষ রূপের পূজা করা এবং শক্তি বা জ্যোতিরূপে তাঁর নির্বিশেষ রূপের আরাধনার মধ্যে কি পার্থক্য রয়েছে?

জর্জ: একটি কম্পিউটারের সঙ্গে সময় কাটানো এবং একজন মানুষের সঙ্গে সময় কাটানো—উভয়ের মধ্যেকার পার্থক্যের মতো। আমি এর আগে বলতাম, "যদি ভগবান থাকেন, আমি তাহলে তাঁকে দেখতে চাই" শুধু তাঁর শক্তি বা আলো নয়, স্বয়ং তাঁকে।

মুকুন্দ: মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

জর্জ: প্রত্যেক স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্ত্বাকে তার নিজ নিজ কর্মফলকে মুছে ফেলতে হবে এবং মায়া* পুনর্জন্মের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত হতে হবে। মনুষ্য সমাজকে দেওয়ার মত সবচেয়ে উত্তম বস্তুটি হচ্ছে ভগবদ্ চেতনা (God consciousness)। তাহলে আপনি তাদেরকে সত্যিকারের কিছু দিলেন। কিন্তু প্রথমে আপনাকে নিজের আধ্যাত্মিক অগ্রগতি সম্বন্ধে মনোযোগী হতে হবে। সুতরাং, একদিক থেকে, আমাদের স্বার্থহীন হওয়ার জন্য আমাদেরকে প্রথমে স্বার্থপর হতে হবে।

মুকুন্দ: ধর্মীয় পদ্ধতি প্রয়োগ না করে জীবনের সমস্যাগুলির সমাধানের চেষ্টা সম্বন্ধে আপনার কি ধারণা?

জর্জ: জীবন হচ্ছে একটি অখণ্ড সুতোর মতো যার মধ্যে অসংখ্য সংখ্যক গীট বাঁধা আছে। গীঁটগুলো হচ্ছে কর্মফল যেগুলো নিয়ে আপনি জন্মগ্রহণ করেছেন এবং যেগুলো আপনার অতীতের সমস্ত জীবনগুলো থেকে সংগ্রহ করা। মনুষ্য জীবনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সাধনার মাধ্যমে এই গীঁটগুলো খুলে ফেলা। একমাত্র জপ ও কৃষ্ণভাবনাময় ধ্যান—ইহা সফল করতে পারে। অন্যথায় যতবারই

* মায়াশক্তি শুদ্ধ আত্মাকে চিন্তা করতে বাধ্য করায় যে, সে হচ্ছে একটা জড় শরীর, এবং এইভাবে সে জড় জীবনে বদ্ধ দশা প্রাপ্ত হয়।

আপনি একটি করে গীঁট খোলার চেষ্টা করবেন, প্রতিবারই আপনার ১০টা করে গীঁট বসে যাবে। এইভাবে কর্ম কাজ করে। আমার বক্তব্য হচ্ছে, বর্তমানে আমরা হচ্ছি অতীত কর্মগুলির ফলাফল এবং বর্তমানে যে কর্ম করছি তার ফলাফল হবে ভবিষ্যতে। "যেমন কর্ম তেমনি ফল' এর সামান্যতম উপলব্ধি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, তাহলে আপনার পরিস্থিতির জন্য অপর কাউকে দোষ দিতে পারবেন না। আপনি জানেন যে, আপনার নিজের কর্মের দ্বারা নিজেকে কঠিন পরিস্থিতির (in a mess) মধ্যে ফেলতে পারেন কিংবা এর থেকে বেরিয়ে আসতে পারেন। আপনার নিজের কর্মই আপনাকে মুক্ত করতে পারে নতুবা বেঁধে রাখতে পারে।

মুকুন্দ: সমস্ত বৈদিক সাহিত্যের মনিরত্ন সদৃশ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণনা করা হয়েছে, কিভাবে এইসব মুক্তাত্মারা ভগবানের সঙ্গে বিভিন্ন রসের* দ্বারা সম্পার্কিত হয়ে চিন্ময় জগতে তাঁর সঙ্গে বাস করে। আপনি কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে বিশেষ কোন আলাদাভাবে চিন্তা করেন?

জর্জ: আমি ভগবানকে শিশুরূপে দেখতে চাই। ভারতবর্ষে যেরূপে তাঁকে বর্ণনা করা হয়েছে, এবং গোবিন্দ ও রাখাল বালকরূপেও। কৃষ্ণ আপনার নিকট শিশুরূপে থাকবে—এই ভাবটা আমি ভালোবাসি, এবং তাহলে নিজেকে তাঁর নিকট সংরক্ষিত রাখতে পারবেন, অথবা আপনার বন্ধুরূপে বা গুরুদেবরূপে বা প্রভুরূপে।

* যখন এক বদ্ধ জীবাত্মা সাধনার দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পবিত্র হন, তখন তিনি চিন্ময় জগতে ফিরে যান। সেখানে তিনি কৃষ্ণের প্রতি ভালবাসার মাত্রা অনুসারে ভগবানের সঙ্গে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক স্থাপন করেন। তিনি ভগবানের সঙ্গে ভৃত্যরূপে, বন্ধুরূপে, পিতামাতারূপে বা প্রেমিকারূপে যুক্ত হতে পারেন। ভগবানের রাজ্যে এই সব সম্বন্ধগুলো আধ্যাত্মিক কোন প্রকার কলুষতা দ্বারা প্রভাবিত নয়, যা জড় জগতে হয়ে থাকে।

'মাই সুইট লর্ড'

মুকুন্দঃ আপনার 'মাই সুইট লর্ড' এই গানটি শুনে যে কত মানুষ কৃষ্ণভাবনামৃততে রূপান্তরিত হয়েছে, আমি মনে করি না যে, তা আমি হিসেব করে বলতে পারবো। কিন্তু এই গান নির্বাচন করার পূর্বে আপনি এক ব্যক্তিগত বিষয় নিয়ে চিন্তাভাবনা করছিলেন। আপনার গ্রন্থেই আপনি বলেছেন, "আমি 'মাই সুইট লর্ড' এই গানটি করব কি করব না তা নিয়ে অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছিলাম কারণ তাহলে নিজেকে জনগণের কাছে দায়বদ্ধ থাকতে হবে।...বহু ব্যক্তির 'প্রভু' ও 'ভগবান' শব্দগুলো নিয়ে ভয় রয়েছে। আমি যেন আমার ঘাড়টিকে যূপকাষ্ঠের মধ্যে রাখতে যাচ্ছিলাম।...কিন্তু একই সময়ে আমি চিন্তা করেছিলাম, "কেউই এই ব্যাপারে মুখ খুলছে না...কিন্তু আমি নিজের কাছে কেন অসৎ হতে যাব?" যদি আপনি যথেষ্ট আত্মবিশ্বাস সহকারে কিছু অনুভব করেন, তাহলে আপনার সেটা বলা উচিত। আমারই এই বিশ্বাস হয়েছিল।

"আমি দেখতে চেয়েছিলাম যে, 'হল্লেলুজা' এবং 'হরেকৃষ্ণ' প্রায় একই বস্তু। আমি প্রথমে কণ্ঠস্বরগুলিতে 'হল্লেলুজা' গান দিয়েছিলাম, তারপর 'হরেকৃষ্ণ', মন্ত্রে রূপান্তর করেছিলাম। কি ঘটছে তা বোঝার আগে শ্রোতৃমণ্ডলী যাতে মহামন্ত্র কীর্তন করতে পারে। আমি অনেকক্ষণ ধরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলাম। এবং আমার একটি সবল ধারণা ছিল যে কিভাবে পাশ্চাত্যের পপ সঙ্গীতকে মহামন্ত্রের সমান করে তোলা যায়—যা বার বার ভগবানের দিব্য নাম পুনরাবৃত্তি করছে (অর্থাৎ পপ সঙ্গীতের সুরে মহামন্ত্র কীর্তন)। আমি নিজেকে অপরাধী বা খারাপ বলে মনে করিনি; সত্যিকথা বলতে কি, এটি বহু হিরোইন আক্রান্ত জীবনকে রক্ষা করেছিল।"

কেন আপনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে এ্যলবামের মধ্যে রাখতে চেয়েছিলেন? কেবল 'হল্লেলুজা' কি যথেষ্ট ছিল না?

জর্জঃ 'হল্লেলুজা' খ্রীস্টানদের একটি আনন্দের প্রকাশ। কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্রের একটি রহস্যময় দিক রয়েছে। ভগবানের মহিমা কীর্তন করার চেয়েও এর মধ্যে আরও অধিক কিছু রয়েছে। এই মন্ত্র তাঁর সেবক হওয়ার জন্য সকলকে নির্দেশ দিচ্ছে, এবং যেহেতু মন্ত্রগুলোকে একসঙ্গে রাখা হয়েছে এবং বর্ণগুলোর মধ্যে এক রহস্যময় আধ্যাত্মিক শক্তি রয়েছে, তাই খ্রীস্টানধর্ম যতখানি ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করে, তার চেয়েও অধিকতর নিকটবর্তী করে এই 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্র। যীশুখ্রীষ্টকে আমার মতে এক পরম যোগীরূপে মনে হয়, কিন্তু আজকালকার বহু খ্রীষ্টান শিক্ষক খ্রীষ্টকে ভুল ব্যাখ্যা করছেন। তাঁরা মনে করছেন, তাঁরাই যিশুর প্রকৃত প্রতিনিধি। কিন্তু তাঁরা এটা ভাল করছেন না। তাঁরা আরো বেশি করে নিচের দিকে নামিয়ে দিচ্ছেন। এ এক বড় ধরনের পরিবর্তন যার ফলে মানুষ বিশ্বাস হারাচ্ছে।

আমার ধারণা ছিল যে, 'মাই সুইট লর্ড'-এ, যেহেতু পপ গানের সুর দিয়ে ধীরে ধীরে মন্ত্রের মধ্যে প্রবেশ করা। 'হল্লেলুজা' কীর্তনে শ্রোতারা অসন্তুষ্ট হবে না, ঠিক এই সময়ের মধ্যে তারা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তনের মধ্যে প্রবেশ করবে। ইতিপূর্বে তাদের চেতনা অপহৃত হয়েছে, পায়ের পাতাগুলি ফিতে দিয়ে কে যেন আটকে দিয়েছে, 'হল্লেলুজা' গানের দ্বারা মিথ্যা নিরাপত্তার মধ্যে ঘুমের দেশে প্রবেশ করছে—এমতাবস্থায় হঠাৎ করে কীর্তনটা 'হরেকৃষ্ণ' মন্ত্রে ঘুরে যাচ্ছে। কি ঘটছে তা বোঝার আগে তারা হরেকৃষ্ণ গাইছে এবং চিন্তা করছে, "আরে! আমি ভাবতাম, কখনই হরেকৃষ্ণকে পছন্দ করি না।"

অনেকে আমাকে জিজ্ঞাসা করছে প্রশ্ন লিখে, "এটা কি ধরনের রীতি?" দশ বছর পরেও তারা বোঝার চেষ্টা করছে শব্দগুলির অর্থ কি? ইহা ছোট্ট একটা কৌশল ছিল, এবং কাউকেই আমি আঘাত করিনি। খ্রীষ্টানদের কাছ থেকে কোন সমালোচনামূলক মন্তব্য পাইনি। যারা বলছিল, "আমরা নির্দিষ্ট অংশ পর্যন্ত পছন্দ করি কেননা গানটা মূলত হরেকৃষ্ণ মন্ত্র নিয়ে, তাই তো?"

'হল্লেলুজা' প্রকৃতপক্ষে একমন্ত্রের মত যা ধীরে ধীরে হাল্কা হয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু আমি নিশ্চিত নই, এই শব্দের প্রকৃত অর্থ কি? খ্রীষ্টের গ্রীক প্রতিশব্দ হচ্ছে ক্রিস্টোস, যার মানে হচ্ছে কৃষ্ণ, আসলে, কৃষ্ণ ও ক্রিস্টোস হচ্ছে একই নাম।"

মুকুন্দঃ ভগবান সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের ধারণা এবং ভগবদ্গীতায় বর্ণিত কৃষ্ণ সম্বন্ধে আপনি কি পার্থক্য নির্দেশ করবেন?

জর্জঃ যখন প্রথম আমি এই বাড়ীতে এসেছিলাম, তখন দেখি, কিছু সন্ন্যাসিনী এটা দখল করে আছে, আমি ভগবান বিষ্ণুর (কৃষ্ণের এক চতুর্ভুজ রূপ) এক পোষ্টার ছবি এনেছিলাম। তাঁর মাথা ও কাঁধ, এবং শঙ্খ ও অন্যান্য প্রতীকসহ চার হাত, এবং এদের উপরে বড় ধরনের এক 'ওঁ' আঁকা রয়েছে, এবং তাঁর চারপাশে সুন্দর এক জ্যোতির্মণ্ডল। ছবিটা আমি ফায়ারপ্লেসের কাছে রেখে বাগানে গিয়েছিলাম। যখন বাড়ীতে ফিরে এলাম; তখন তারা চড়াও হয়ে আক্রমণাত্মক ভঙ্গীতে আমাকে জিজ্ঞাসা করল, "এটি কে? এটা কি?" যেন কোন এক পগন দেবতা ছিল। সুতরাং আমি বললাম, "ভগবান যদি অসীম হন, তাহলে তিনি যেকোন রূপে, যে কোন ভাবে স্ব-ইচ্ছায় অবতরণ করতে পারেন। তিনি হচ্ছেন বিষ্ণু।" তারা তাদের বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, ভগবানকে কি সীমাবদ্ধ করা উচিত? এমনকি যদি তাঁকে আমরা কৃষ্ণরূপে পাই, তিনি কৃষ্ণের ঐ ছবিতে সীমিত নন। তিনি

শিশুরূপে হতে পারেন, গোবিন্দ রূপে হতে পারেন, নিজেকে স্বয়ং বহু পরিচিত রূপেও প্রকাশ করতে পারেন। আপনি কৃষ্ণকে ছোট শিশুরূপে দেখতে পারেন—যতখানি আপনি তাঁকে দেখতে পছন্দ করেন। এ এক আনন্দের সম্পর্ক। কিন্তু বর্তমান দিনে যেভাবে বহু ব্যক্তি খ্রীষ্টান ধর্মকে তুলে ধরছে, তার বহু খারাপ দিক রয়েছে। সেখানে কোন হাসি নেই—গম্ভীর বিষয়, ঐ ধরনের ব্যক্তিরা কখনও ভগবানকে দেখার প্রত্যাশা করতে পারে না। যদি ভগবান থেকে থাকেন, আমাদের তাঁকে দেখা উচিত। আমি বিশ্বাস করি না যে, অধিকাংশ চার্চে আপনি দেখতে পাবেন, তারা বলে, "না, তুমি তাঁকে দেখার জন্য যাচ্ছ না। তিনি সর্বদা তোমার ওপরে রয়েছেন। শুধু আমরা যেটা বলছি, সেটা বিশ্বাস কর।"

কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের গ্রন্থে যে জ্ঞান দেওয়া রয়েছে—তা পৃথিবীর প্রাচীন শাস্ত্র বেদ থেকে নেওয়া। এতে বলা হয়েছে মানুষ পবিত্র হতে পারে এবং দিব্যদৃষ্টিতে তখন ভগবানকে দেখতে পারেন। আপনি জপের মাধ্যমে পবিত্র হয়ে ভগবানকে দর্শন করবেন। বেদ সংস্কৃত ভাষায় লেখা এবং এটা প্রথম লিখিত ভাষা। দেবনাগরীর (সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালা) প্রকৃত অর্থ হচ্ছে, 'দেবতাদের ভাষা।'

মুকুন্দঃ কেউ যদি আধ্যাত্মিক অনুশীলনে নিষ্ঠাপরায়ণ ও মনোযোগী হন, তিনি যে ধর্মেরই হোন না কেন, জপের মূল্য বুঝতে পারবেন। তিনি যদি সত্যিকারের ভগবদ্ চেতনা সম্পন্ন হতে চান এবং মনোযোগ সহকারে জপ করেন, তাহলে সম্ভব।

জর্জঃ এটা ঠিক। এটা একটা খোলাখুলি ব্যাপার, যিনি উন্মুক্ত মানসিকতার অধিকারী তিনি করতে পারেন, যার মধ্যে কোন মাৎসর্যভাব নেই। আপনাকে শুধু চেষ্টা করতে হবে। আপনি জানেন, এতে হারানোর কিছু নেই। কিন্তু বুদ্ধিজীবীদের সমসময়

কিছু সমস্যা থাকবে কারণ তারা সবকিছুকে জানতে চায়। তারা অধিকাংশই আধ্যাত্মিক দিক থেকে দেওলিয়া কারণ তারা বুঝতে পারে না যে বুদ্ধিকে সীমার বাইরে নিয়ে যাওয়ার অর্থ কি হতে পারে। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ সেচ্ছায় বলে, "ঠিক আছে, প্রথমে আমি চেষ্টা করে দেখি কাজ করে কিনা।" হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ একজন ব্যক্তিকে এক অধিকতর ভাল খ্রীষ্টানে রূপান্তরিত করতে পারে।

কর্ম এবং পুনর্জন্ম

মুকুন্দঃ 'আই মি মাইন' গ্রন্থে আপনি কর্ম ও পুনর্জন্ম সম্বন্ধে বলেছেন, এবং এও বলেছেন, কিভাবে কেবল সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় করে একজন জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। এক জায়গায় আপনি বলেছেন, "প্রত্যেকেই মরতে ভয় পায়, কিন্তু মৃত্যুর কারণ হচ্ছে জন্ম। সুতরাং যদি আপনি মরতে না চান, তাহলে জন্মানোর প্রয়োজন নেই।" বিটলসের অন্য কেউ কি এই পুনর্জন্ম বিশ্বাস করে?

জর্জঃ আমি নিশ্চিত যে, জন বিশ্বাস করে, এবং পল ও রিঙ্গোকে অবমাননা করতে চাই না। আমি অবাক হব না যদি তারা এটিকে সত্য বলে মনে করে। আমি কি বলছি আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন, কারণ আমি জানি যে, রিঙ্গো ড্রামবাদকের ছদ্মবেশে একজন যোগী।

মুকুন্দঃ পলের সাম্প্রতিকতম গ্রন্থটি হচ্ছে, "কামিং ব্যাক ঃ দি সাইন্স অফ রিইনকারনেশন।" এখন, জনের আত্মা কোথায় আছে বলে আপনি মনে করেন?

জর্জঃ আমার আশা করা উচিত যে, তিনি একটি ভালো জায়গায় আছেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে, যতক্ষণ না আত্মা পুরোপুরি

পবিত্র হচ্ছে, তাকে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে হয়, এবং প্রত্যেক আত্মার এই জীবনে এবং আগের জীবনগুলোর ক্রিত কর্মের প্রতিক্রিয়ার দ্বারা নিজের স্তর নির্ধারণ করে।

মুকুন্দঃ বব ডাইলেস একসময় প্রচুর জপ করতেন। তিনি লস এ্যঞ্জেলেসের মন্দিরে আসতেন এবং দেনবার ও চিকাগোর মন্দিরগুলোতেও যেতেন। একসময় আমেরিকার দুই ভক্তের সঙ্গে ওঠা বসা করতেন, কৃষ্ণ সম্বন্ধীয় বহু গানও লিখেছিলেন। তাঁরা জপ করে অনেক সময় অতিবাহিত করতেন।

জর্জঃ হ্যাঁ, তিনি বলতেন, ভক্তদের সঙ্গে থেকেও জপ করে তাঁর আনন্দ হচ্ছে। স্টেভি ওয়াণ্ডার-এর একটি রেকর্ডে আপনি রয়েছেন, এবং তাঁর বিখ্যাত গান 'পাস্টাইমস্ প্যারাডাইস' (Pastimes Paradise) এ তিনি জপমন্ত্র ঢুকিয়েছিলেন।

মুকুন্দঃ যখন আপনি ভারতবর্ষের বৃন্দাবনে ছিলেন, যেখানে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন, এবং আপনি দেখেছিলেন যে হাজার হাজার ভক্ত হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছে, আপনার কি এই বিশ্বাস বাড়িয়েছিল যে, সম্পূর্ণ নগরী হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করে কৃষ্ণভাবনামৃত হয়ে বসবাস করছে এবং আপনি তা স্বচক্ষে পর্যবেক্ষণ করছেন।

জর্জঃ হ্যাঁ, আপনাকে আরও অধিক সুরক্ষিত করে, অবশ্যই অধিক সাহায্য করে। দেখতে খুব আনন্দের যে, পুরো শহরটাই জপ করছে, এবং আমার একটা ধারণা ছিল যে, তারা সকলে অবাক হয়ে দেখবে যে কিছু সাদা চামড়ার লোক পর্যন্ত গুটিতে জপ করছে। বৃন্দাবন হচ্ছে, ভারতবর্ষের পবিত্রতম নগরীগুলির মধ্যে অন্যতম। সেখানে সর্বত্র ও সকলে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করছে। এটাই ছিল আমার সবচাইতে বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা।

মুকুন্দঃ আপনার গ্রন্থে আরও বলেছেন, 'বিশ্বের অধিকাংশ লোকই বোকায় পরিণত হচ্ছে। বিশেষ করে সেই সব লোকেরা যারা মনে করছে যে, তারাই বিশ্বকে ও সমাজকে নিয়ন্ত্রণ করছে। রাষ্ট্রপতিরা, রাজনীতিবিদরা, সেনাবাহিনীরা ইত্যাদি সকলেই লাফাচ্ছে যেন যে যার নিজের অঞ্চলের তারাই হচ্ছে প্রভু। এই গ্রহের এটিই মূল সমস্যা।"

জর্জঃ অবশ্যই সত্য। যতক্ষণ না আপনি ভগবদ্ চেতনাময় কর্ম না করছেন, এবং আপনি জানছেন না যে, তিনি হচ্ছেন সবকিছুরই মালিক, আপনি শুধু বিপুল পরিমাণে কর্ম নির্মাণ করেই চলেছেন, এবং সত্যিকারে নিজেকে বা অপর কাউকে সাহায্য করছেন না।

আজ বিশ্বের অবস্থা দেখে আমার হৃদয় অত্যন্ত ভারাক্রান্ত, যত দিন যাচ্ছে, এ বিশ্ব আরও সঙ্কুচিত হচ্ছে, কঠোর হচ্ছে, ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে, পরিবেশ খারাপ থেকে আরও খারাপের দিকে যাচ্ছে, অধিক দূষণ, অধিক রেডিও তরঙ্গ। বিশ্ব হয়ে উঠেছে বসবাসের অযোগ্য। বনগুলোকে কেটে নষ্ট করে দিচ্ছে। কোন সতেজ পবিত্র বায়ু নেই। সমস্ত সমুদ্রগুলোকে তারা দূষিত করছে। এককথায়, আমি এই গ্রহের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে অত্যন্ত হতাশাবাদী। এইসব বড় বড় লোকেরা উপলব্ধি করতে পারছে না যে, তারা যা করছে তার একটি প্রতিক্রিয়া রয়েছে, আপনাকে তার শোধ দিতে হবে। এটিই হচ্ছে কর্ম।

মুকুন্দঃ আপনি কি মনে করেন, এর কোন আশা আছে?

জর্জঃ হ্যাঁ, একের পর এক, প্রত্যেককে মায়া থেকে মুক্ত হতে হবে। প্রত্যেককে তার কর্মফলকে ভস্মীভূত করতে হবে এবং পুনর্জন্ম রোধ করতে হবে। এই চিন্তা বন্ধ করতে হবে যে, যদি ব্রিটেন বা আমেরিকা বা রাশিয়া বা পাশ্চাত্য বা অন্য কোন দেশ শক্তিশালী হয় আমরা তাদেরকে আক্রমণ করব।

তারপর আমরা বিশ্রাম নেব এবং সুখে কালাতিপাত করব। এই পন্থা কখনই ফলপ্রসূ হবে না। সবচেয়ে ভাল যে বস্তুটা আপনি দিতে পারেন তা হচ্ছে ভগবৎ চেতনা। প্রথমে প্রকাশ করুন আপনার স্বীয় দৈবী সত্ত্বাকে (Divinity), সত্য সেখানেই রয়েছে, আমাদের মধ্যেই সবকিছু রয়েছে। বোঝার চেষ্টা করুন, আপনি কে? জনসাধারণ যদি বাস্তবে একবার জেগে উঠতে পারে, তাহলে বিশ্বে আর কোন দুঃখ থাকবে না। আমার অনুমান, জপ হচ্ছে শুরু করার সবচেয়ে ভাল জায়গা।

মুকুন্দঃ আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ, জর্জ।

জর্জঃ আচ্ছা, হরেকৃষ্ণ।

২

মুক্তির জন্য জপ

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে জন লেলিন, ইওকো ওনো ও জর্জ হ্যারিসনের সাক্ষাৎকার।

মন্ট্রিয়ল স্টার, জুন, ১৯৬৯

সাংবাদিক: *আপনারা আপনাদের এত শক্তি কোথা থেকে পাচ্ছেন?*

জন লেননঃ *হরেকৃষ্ণ থেকে।*

ইওকো: *আমরা সমস্ত শক্তি ওখান থেকে পাচ্ছি, আপনি জানেন, আমরা অস্বীকার করছি না।*

১৯৬৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা আচার্য (গুরুদেব) এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ, জন লেনন অধিকৃত অতি সুন্দর ৮০ একর ব্রিটিশ এস্টেটের টিটেনহার্স্ট পার্কে একজন গৃহ অতিথি রূপে এসেছিলেন। স্বামীজী, যিনি পরিবর্তীকালে সারা বিশ্বে শ্রীল প্রভুপাদ রূপে পরিচিত হন, সপ্তাহে ৩-৪ বার একটা লম্বা, সোজা ঘরে জনসাধারণের সামনে বক্তৃতা দিতেন। ঘরটি ছিল প্রধান বাড়ী থেকে ১০০ গজ উত্তরে, যেখানে জন ও ইওকো বাস করতেন।

পূর্বে হলঘরটি চেম্বার সঙ্গীত অনুশীলনের জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু এখন শ্রীল প্রভুপাদের কিছু শিষ্য, যারা তাঁর সঙ্গে অতিথি নিবাসের একটি ঘরে বাস করত, একটি ছোট বিগ্রহ-বেদি স্থাপন, এবং শ্রীল প্রভুপাদের জন্য একটি উঁচু মঞ্চ নির্মাণ করেছে। এই

বাড়ীটার পূর্বে কোন নাম ছিল না, কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদের পৌছানোর পর প্রত্যেকে একে 'মন্দির' (The Temple) বলে ডাকে।

সাম্প্রতিককালে পশ্চিমের দেওয়ালটাকে প্রায় আবৃত করে একটি লম্বা ঘন লাল ও সোনালী রঙের পাইপ যুক্ত হওয়া ছাড়া, ইহা অপরিবর্তিত আছে। তারা একে আজও মন্দির বলে থাকে। অধুনা রিঙ্গোস্টার অধিকৃত একটি রেকর্ডিং স্টুডিও কম্‌প্লেক্স যুক্ত হয়েছে।

সেপ্টেম্বর মাসের ১৪ তারিখে মন্দিরের ভক্তদের দ্বারা তৈরী ভারতীয় নিরামিষ খাবার (প্রসাদ) গ্রহণ করার পর, জন ইওকো এবং জর্জ হ্যারিসন তাদের প্রথম সাক্ষাৎকারের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের গৃহের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে গেলেন।

কোন মন্ত্র জপ করতে হবে

ইওকো ওনো: যদি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এতই শক্তিশালী ও ক্ষমতাযুক্ত হয়, তাহলে কি অন্য মন্ত্র জপ করার কোন যুক্তি আছে? উদাহরণ স্বরূপ, আপনি বিভিন্ন সঙ্গীতও নানাবিধ মন্ত্র বলেন, সেগুলো কি কীর্তন করার কোন প্রয়োজন আছে?

শ্রীল প্রভুপাদ: অন্যান্য অনেক মন্ত্র রয়েছে, কিন্তু বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র এই যুগের জন্য অনুমোদিত। কিন্তু অন্যান্য বৈদিক মন্ত্রও জপ করা যায়। যেমন, আমি তোমাকে বলেছিলাম, মুনি ঋষিরা বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্র, যেমন তানপুরা নিয়ে একসঙ্গে বসে কীর্তন করতেন। উদাহরণ স্বরূপ, নারদ মুনি* সর্বদা তাঁর বীণা বাজিয়ে কীর্তন করছেন। সুতরাং, বাদ্যযন্ত্র সহযোগে উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন নতুন কিছু নয়। এটা অনাদিকাল ধরে চলে আসছে। কিন্তু 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র জপ বিশেষ করে এই যুগের জন্য নির্ধারিত। বহু

* এক মুক্ত ঋষি যিনি ভগবৎ-প্রেমের বাণী প্রচার করে সারা বিশ্ব পরিভ্রমণ করছেন।

বৈদিক শাস্ত্রে এর প্রমাণ রয়েছে। যেমন, ব্রহ্মাণ্ড পুরাণ, কলিসন্তরণ উপনিষদ, অগ্নিপুরাণ ইত্যাদি। বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন মন্ত্র ছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু রূপে এসে প্রচার করে গেছেন। প্রত্যেকেরই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তন করা উচিত। জনসাধারণ এর সুযোগ নিতে পারে। একইভাবে, যদি একটা মন্ত্রে এতই শক্তি থাকে, তবে প্রত্যেক ব্যক্তির এই সুযোগ গ্রহণ করতে সমর্থ হওয়া উচিত। কেন এটি গোপন থাকবে? যদি একটি মন্ত্র এতই মূল্যবান হয়, তবে এটি প্রত্যেকেরই জন্য মূল্যবান। কেন এটি কোনও এক ব্যক্তি বিশেষের জন্য হবে?

জন লেনন: যদি সকল মন্ত্র ভগবানের নাম হয়, তাহলে এটি গোপন মন্ত্র না খোলা মন্ত্র, কি এসে যায়? সবই তো ভগবানের নাম। সুতরাং, এটি খুব একটা পার্থক্য নির্দেশ করে না, আপনি কোন্ গানটা গাইছেন? করে কি?

শ্রীল প্রভুপাদ: হ্যাঁ, অবশ্য পার্থক্য করে। যেমন, একটা ওষুধ দোকানে বিভিন্ন ধরনের রোগ নিরাময়ের জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ তারা বিক্রি করছে। তথাপি তোমাকে ডাক্তারের কাছ থেকে একটি নিদের্শপত্র নিয়ে একটি বিশেষ ধরনের ওষুধ আনতে হবে। অন্যথায়, দোকানদার তোমাকে ওষুধ দেবে না। তুমি ওষুধ দোকানে যেতে পার, এবং বল, 'আমি রোগী, দয়া করে আমাকে ওষুধ দিন।' কিন্তু ওষুধের দোকানদার তোমাকে আগে জিজ্ঞাসা করবে, 'তোমার চিকিৎসাগত নির্দেশপত্র কোথায়?'

কলিযুগের ধর্ম

একইভাবে, বিভিন্ন শাস্ত্রে এই কলিযুগে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র অনুমোদিত হয়েছে, এবং মহান শিক্ষক শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যাঁকে

আমরা ভগবানের অবতার রূপে বিবেচনা করি, অনুমোদন করেছেন। সেই কারণে, আমাদের নীতি হচ্ছে, মহান আচার্যদের নির্দেশিত পন্থা মেনে চলা। *মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ*— আমাদের মহাজনদের পন্থা অনুসরণ করা উচিত। এটিই আমাদের কাজ। মহাভারতে বলা হয়েছে, "শুষ্ক তর্ক-বিতর্ক প্রকৃত কোন সিদ্ধান্ত নয়, এক মহান ব্যক্তির সিদ্ধান্ত যদি অন্য একজনের কাছ থেকে আলাদা না হয়, তাহলে তাকে মুনি বলে গণ্য করা যায় না। শুধুমাত্র বৈচিত্র্যমণ্ডিত বেদ পাঠ করে কোনও একজন সঠিক সিদ্ধান্তে আসতে পারে না যার দ্বারা ধর্মীয় নীতিগুলো বোধগম্য হয়। তাই ধর্মের অতি নিগূঢ় তত্ত্ব আচ্ছাদিত হয়ে রয়েছে আত্মজ্ঞানী, পবিত্র ব্যক্তির হৃদয়ে। সুতরাং, শাস্ত্রসমূহ নির্দেশ দিচ্ছে, মহাজনেরা যে প্রগতিশীল পন্থা অনুমোদন করেছেন, তা সকলের গ্রহণ করা উচিত।" (মহাভারত, বনপর্ব, ৩১৩-৩১৭) বৈদিক মন্ত্র বলছে যদি তুমি শুধু তর্কের মাধ্যমে পরম তত্ত্বকে জানার জন্য অগ্রসর হও, তাহলে তাঁকে জানা খুব কঠিন। কারণ একজনের যুক্তিতর্ক সীমাবদ্ধ, এবং আমাদের ইন্দ্রিয়গুলোও অসম্পূর্ণ। তাছাড়া নানাবিধ বিরোধীমূলক শাস্ত্র রয়েছে, এবং প্রত্যেক দার্শনিকের আলাদা একটি মতামত আছে, এবং যতক্ষণ না একজন দার্শনিক আর একজন দার্শনিককে পরাভূত করতে না পারছেন, ততক্ষণ তাকে এক বড় মাপের দার্শনিকরূপে চিহ্নিত করা যাবে না। এক সূত্র আরেক সূত্রকে প্রতিস্থাপন করে, এবং এই কারণেই দার্শনিক অনুমান সমূহ চরম তত্ত্বে উপনীত হতে সাহায্য করে না। পরম সত্য খুব গোপনীয়। সুতরাং কিভাবে এই ধরনের গোপন বস্তু অর্জন করা যেতে পারে? যাঁরা ইতিমধ্যে সাফল্য অর্জন করেছেন, সেই সব মহান ব্যক্তিদের পদাঙ্ক অনুসরণ করার মাধ্যমে। সুতরাং, আমাদের কৃষ্ণভাবনামৃত দার্শনিক পদ্ধতি হচ্ছে মহান আচার্যগণ

যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু, এবং পরম্পরা ধারায় মহান মহান সদ্‌গুরুদের অনুসরণ করা। সদ্‌গুরুর চরণাশ্রয় কর এবং তাঁকে অনুসরণ কর—ইহাই বেদে অনুমোদিত হয়েছে। এই পন্থাই তোমাকে চরম লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে।

তুমি কোন মন্ত্র নির্মাণ করতে পার না

এবং পরম্পরা প্রাপ্তম্ ঃ গুরু-শিষ্য পরম্পরার মাধ্যমে এই জ্ঞান এসেছে। *স কালেনেহ মহতা যোগো নষ্টঃ পরন্তপঃ।* কিন্তু কালের প্রভাবে এই পরম্পরা নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। এই কারণে, শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, "আমি তোমাকে পুনরায় এই জ্ঞান প্রদান করছি।" সেজন্য, গুরু-শিষ্য পরম্পরা থেকে মন্ত্র গ্রহণ করা উচিত। বৈদিক সিদ্ধান্ত হচ্ছে, "*সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ*—যদি তোমার মন্ত্র পরম্পরা ধারা থেকে না আসে তাহলে তা ফলপ্রসু হবে না। *মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলাঃ*—নিষ্ফলা মানে 'এটি প্রত্যাশিত ফল উৎপন্ন করে না। সুতরাং, মন্ত্রকে সঠিক উৎস থেকে গ্রহণ করা উচিত, তা না হলে ইহা কাজ করবে না। মন্ত্রকে কখনও তৈরী করা যায় না, এটি মূল, পরম তত্ত্ব থেকে নির্গত হয়ে পরম্পরা ধারার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়। কেবল ঐ পন্থায় মন্ত্রকে গ্রহণ করতে হবে, এবং কেবল তখনই এটি কার্যকরী হবে।

কৃষ্ণভাবনামৃতের দর্শন অনুসারে, গুরু-পরম্পরার চারটি ধারার মাধ্যমে এই জ্ঞান প্রবাহিত হয় ঃ একটি ধারা ভগবান শিব থেকে, একটি লক্ষ্মীদেবী থেকে, একটি ভগবান ব্রহ্মা থেকে, আর একটি ধারা চার কুমার থেকে। একই জ্ঞান বিভিন্ন উৎস থেকে প্রবাহিত হয়ে এসেছে। এদেরকে চতুঃসম্প্রদায় বা গুরু-শিষ্য পরম্পরা ধারা বলে। সুতরাং, এই চার সম্প্রদায়ের যে কোন একটি সম্প্রদায় থেকে একজনকে মন্ত্র গ্রহণ করতে হবে। তাহলে মন্ত্র ফলপ্রসূ

হবে, এবং যদি কেউ এই চার সম্প্রদায়ের যে কোন ধারা থেকে মন্ত্র গ্রহণ না করে, তাহলে এটা কাজ করবে না, কোন ফলও দেবে না।

ইওকো ওনোঃ যদি মন্ত্রের নিজস্ব শক্তি রয়েছে, তাহলে আমি মন্ত্র কোথা থেকে গ্রহণ করলাম, তার কি কোন ব্যাপার আছে?

শ্রীল প্রভুপাদঃ হ্যাঁ, অবশ্যই ব্যাপার আছে। যেমন, দুধ হচ্ছে পুষ্টিকর খাদ্য—সকলেই জানে, এটি সত্য। কিন্তু যদি এই দুধ কোন সর্প মুখ দিয়ে স্পর্শ করে, এটি আর পুষ্টিকর থাকছে না, এটি বিষাক্ত হয়ে যায়।

ইওকো ওনোঃ হ্যাঁ ঠিক, কিন্তু দুধ হচ্ছে একটি জড় উদাহরণ।

শ্রীল প্রভুপাদঃ হ্যাঁ, এটি জড়। কিন্তু যেহেতু তুমি জড় ইন্দ্রিয়গুলি দিয়ে চিন্ময় বস্তু বোঝার চেষ্টা করছ, তাই আমাদেরকে জড় উদাহরণ দিতে হচ্ছে।

ইওকো ওনোঃ আচ্ছা, না, আমি মনে করি না যে, আপনি আমাকে প্রাকৃত ইন্দ্রিয় দেবেন। আমি বলছি, মন্ত্র প্রাকৃত নয়, অপ্রাকৃত চিন্ময় তত্ত্ব। সে কারণে আমি মনে করি না কেউ একে নষ্ট করতে সমর্থ হবে। আমি আশ্চর্য হয়ে যাই, যদি সত্যি সত্যিই কেউ একে নষ্ট করে দেয়, তাহলে কি এটা জড় নয়?

শ্রীল প্রভুপাদঃ কিন্তু যদি তুমি মন্ত্র সঠিক উৎস থেকে গ্রহণ না কর তাহলে এটি সত্যিই অপ্রাকৃত নাও হতে পারে।

জন লেননঃ আপনি কিভাবে জানবেন? কিভাবে আপনি বুঝতে সমর্থ হবেন? আমি বলতে চাইছি, আপনার শিষ্যদের মধ্যে কোনও একজন কিংবা আমরা বা অন্য একজন যদি কোন সদ্‌গুরুর নিকট যায়—কিভাবে আমরা চিনব উনি সদ্ কিনা?

শ্রীল প্রভুপাদঃ যে কোন গুরুদেবের নিকট তোমাদের যাওয়া উচিত নয়।

কে প্রকৃত সদ্‌গুরু

জন্ লেননঃ হ্যাঁ, আমাদের উচিত প্রকৃত শিক্ষকের নিকট যাওয়া। কিন্তু কিভাবে আমরা একজনের থেকে আর একজনকে সদ্ বলে বুঝব?

শ্রীল প্রভুপাদঃ এটা ঠিক নয় যে, তুমি যেকোন একজন সদ্‌গুরুর নিকট যাবে? তাঁকে অনুমোদিত সম্প্রদায়ের এক সদস্য হতে হবে, একটি নির্দিষ্ট পরম্পরা ধারার অন্তর্গত হতে হবে।

জন লেননঃ কিন্তু কি এসে যায়, কেউ যদি পরম্পরার মধ্যে না থেকেও, যিনি পরম্পরা ধারায় আছেন, তাঁরই মত একই কথা বলেন। কি এসে যায় যদি তিনি বলেন যে তার মন্ত্র বেদ থেকে এসেছে, এবং যদি তিনি আপনার মত মহাজনদের কথাই বলেন? সম্ভবতঃ তিনি সঠিক, এটি এক গোলমেলে ব্যাপার—যেন এক পাত্রে বিভিন্ন ধরনের ফুল থাকার মত।

শ্রীল প্রভুপাদঃ যদি মন্ত্র সত্যিকারের কোন সদ্ পরম্পরা ধারা থেকে আসে, তাহলে এর শক্তি থাকবে।

জন লেননঃ কিন্তু হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কি সবচেয়ে ভাল?

শ্রীল প্রভুপাদঃ হ্যাঁ।

ইওকো ওনোঃ আচ্ছা, যদি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়, তাহলে কেন আমরা অন্য মন্ত্র বলতে যাব?

শ্রীল প্রভুপাদঃ ঠিক, তোমার অন্য মন্ত্রের পেছনে শক্তি ক্ষয় করার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা বলে থাকি যে, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র একজনের সিদ্ধিলাভের পক্ষে যথেষ্ট।

জর্জ হ্যারিসনঃ এটা কি বিভিন্ন ফুলগুলির মত নয়? কিছু লোক গোলাপ ফুল পছন্দ করে, আবার কিছু কারনেশন (Carnation) ভালবাসে, এটা কি প্রত্যেক ভক্তকে তার নিজেকে স্থির করার দায়িত্ব নিতে হচ্ছে না? এক ব্যক্তি দেখতে পারে যে, তার

আধ্যাত্মিক প্রগতির পক্ষে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র অধিক উপকারী এবং আর একজনের পক্ষে অন্য আর এক মন্ত্র অধিক কার্যকরী। এটা কি একটা স্বাদের ব্যাপার নয়? কোন একটা ফুল পছন্দ করার মত। সবই ফুল, কিন্তু কিছু লোক একটার চেয়ে আরেকটিকে অধিক ভালোবাসে।

শ্রীল প্রভুপাদঃ কিন্তু তথাপি সেখানে একটি পার্থক্য থাকে। একটি সুগন্ধযুক্ত গোলাপ একটি গন্ধহীন ফুলের চেয়ে অধিকতর ভালো মনে হয়।

ইওকো ওনোঃ ঐ ক্ষেত্রে আমি বুঝতে পারছি না—

শ্রীল প্রভুপাদঃ এই ফুলের উদাহরণটা দিয়ে আমাদের বোঝার চেষ্টা করা উচিত।

ইওকো ওনোঃ ঠিক আছে।

শ্রীল প্রভুপাদঃ তুমি এক ফুলের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পার, আমি আরেক ফুলের দ্বারা আকৃষ্ট হতে পারি। কিন্তু ফুলগুলির মধ্যে একটি পার্থক্য করা যেতে পারে। বহু ফুল রয়েছে যার গন্ধ আছে, আবার বহু ফুল রয়েছে যাদের কোন গন্ধ নেই।

ইওকো ওনোঃ যে ফুলের গন্ধ আছে, সে কি অধিকতর ভালো?

শ্রীল প্রভুপাদঃ অবশ্যই! তোমার একটা নির্দিষ্ট ফুলের প্রতি আকর্ষণ—কোন্ ফুলটা অধিকতর ভালো, এই প্রশ্নের সমাধান সূত্র নয়। ঠিক একইভাবে, ব্যক্তিগত পছন্দের মাধ্যমে সর্বোত্তম ধর্মীয় পন্থা নির্ধারণ করা—কখনই সমাধান সূত্র নয়। ভগবদ্গীতায় (৪/১১) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, "যে যেভাবে আমার প্রতি আত্মসমর্পণ করে, প্রপত্তি স্বীকার করে, আমি তাকে সেভাবেই পুরস্কৃত করি। হে পার্থ, সকলেই সর্বতোভাবে আমার পথের অনুসরণ করে।" কৃষ্ণ হচ্ছেন পরম তত্ত্ব বস্তু, যদি কেউ তাঁর সঙ্গে নির্দিষ্ট এক সম্পর্ক উপলব্ধি করতে চায়, তাহলে কৃষ্ণ নিজেকে সেভাবে উপস্থাপিত করবেন। একটি ফুলের উদাহরণ দেওয়া যাক,

তুমি একটি হলুদ ফুল চাইছ, এবং হতে পারে এই ফুলের কোন গন্ধ নেই। ফুলটা সেখানে রয়েছে—এটি তোমার জন্য, কিন্তু কেউ যদি গোলাপ ফুল চায়, কৃষ্ণ থাকে গোলাপ ফুল দেবেন। তুমি তোমার পছন্দের উভয় ফুলই পাবে। কিন্তু যখন তুমি তুলনামূলক গবেষণা করবে কোন্‌টা ভাল? তখন গোলাপ ফুল অধিকতর ভাল বলে বিবেচিত হবে।

ইওকো ওনোঃ আপনি যা বললেন, আমি তার একটা ধরণ দেখছি। যেমন, আপনি বলেছিলেন যে, হরেকৃষ্ণ সবচেয়ে শক্তিশালী মন্ত্র। যদি এটা সত্য হয়, তাহলে অন্যান্য শব্দ প্রকাশ করে কেন আমরা সময় নষ্ট করব? আমার বক্তব্য, এর কি কোন প্রয়োজন আছে? তাহলে কেন আপনি আমাদের উৎসাহ দিচ্ছেন যে আমরা গান লেখক, এবং 'হরেকৃষ্ণ' ছাড়া অন্য গানও লিখতে পারি।

শ্রীল প্রভুপাদঃ আমাদের হৃদয়কে মার্জন করার জন্য হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ সাধন হচ্ছে নির্ধারিত পদ্ধতি। সুতরাং, সত্যিকারে কেউ যদি নিয়মিতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করে, তাঁর অন্য কিছু করার প্রয়োজন নেই। তিনি তাঁর সঠিক স্থিতিতে অবস্থান করছেন। তাঁর অন্য কোন গ্রন্থ অধ্যয়ন করার দরকার নেই।

ইওকো ওনোঃ হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমি একমত, তাহলে কেন আপনি বলেন যে, গান লেখা, কথা বলা ইত্যাদি সব ঠিক আছে? এতে কি কোন সময় নষ্ট হচ্ছে না?

শ্রীল প্রভুপাদঃ না, সময় নষ্ট হচ্ছে না। যেমন, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু একজন সন্ন্যাসী ছিলেন, কিন্তু তিনি জপ করে অধিকাংশ সময় অতিবাহিত করতেন। তাই, অন্যান্য মহান সন্ন্যাসীরা তাঁর সমালোচনা করে বলতেন, "আপনি একজন সন্ন্যাসী হয়েছেন, তবু আপনি বেদান্ত সূত্র পাঠ করেন না, আপনি কেবল জপ ও নৃত্য করছেন?" এইভাবে তাঁরা মহাপ্রভুর হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করাকে

ক্রমান্বয়ে সমালোচনা করে যেতে থাকল। কিন্তু চৈতন্যদেব যখন এইসব বড় বড় পণ্ডিতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন, তিনি চুপচাপ থাকতেন না, তিনি বৈদিক সিদ্ধান্তের উপর ভিত্তি করে শক্তিশালী যুক্তিতর্কের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ ও কীর্তনকে শ্রেষ্ঠ উপায়রূপে প্রতিস্থাপন করেছেন।

মুক্তির জন্য জপ

মুক্তির জন্য হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপই যথেষ্ট, এ সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু কেউ যদি হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকে দর্শনের মাধ্যমে, অধ্যয়নের মাধ্যমে, বেদান্তের মাধ্যমে বুঝতে চায়, তাহলে আমাদের কোন তথ্যের অভাব হবে না। আমাদের বহু গ্রন্থ রয়েছে। তার অর্থ এই নয় যে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র পর্যাপ্ত নয় বলে আমরা গ্রন্থ সমূহ অনুমোদন করেছি। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র যথেষ্ট। মহাপ্রভু যখন জপ করতেন, তখন মাঝে মাঝে প্রকাশানন্দ সরস্বতী, এবং সার্বভৌম ভট্টাচার্যের মত প্রতিবাদী পণ্ডিতদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে হত, এবং তিনি তখন বেদান্তের সিদ্ধান্ত সমূহের দ্বারা তাদের সঙ্গে তর্ক করে তাদেরকে পরাভূত করতেন এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রে দীক্ষিত হতে ও জপ করাতে বাধ্য করতেন।

সুতরাং, আমাদের বোবা হয়ে থাকা উচিত নয়। যদি কেউ বেদান্ত দর্শন নিয়ে তর্ক করতে আসে, আমাদের তখন প্রস্তুত থাকা উচিত। যেহেতু আমরা প্রচার করছি বিভিন্ন ধরনের লোক নানাবিধ প্রশ্ন নিয়ে আসে। আমাদের সেই সব প্রশ্নের উত্তরদানের সামর্থ থাকা উচিত। অন্যথায় হরেকৃষ্ণ মন্ত্র যথেষ্ট। এর জন্য কোন শিক্ষার প্রয়োজন নেই, কোন অধ্যয়ন বা অন্য কিছু। শুধুমাত্র, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপের মাধ্যমে তুমি সর্বোচ্চ সিদ্ধি লাভ করতে পার, এটি ধ্রুব সত্য।

৩

শ্রীল প্রভুপাদ পাশ্চাত্য জগতে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র আনয়ন করেন

ষাটের দশকে সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের মধ্যভাগে কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তী শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ আমেরিকায় প্রথম পদার্পণ করেছিলেন। শীঘ্রই তিনি শুধুমাত্র হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের মাধ্যমে নিউইয়র্ক শহরের হিপিদের এবং সানফ্রান্সিসকো শহরে পুষ্প সদৃশ শিশুদের মন ও হৃদয় জয় করেছিলেন।

৩ বছরের মধ্যে তিনি লণ্ডন ভ্রমণ করেছিলেন। প্রাক্তন বিটল্‌স্ জন লেলন ও জর্জ হ্যারিসনের দ্বারা ১৯৭১ সালে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র দারুণ সাফল্যের সঙ্গে রেকর্ডিং হয়েছিল। তারপর লক্ষ লক্ষ মানুষ এই মন্ত্র শ্রবণ করেছিল। ১৯৬৬ সালে নিউইয়র্ক শহরে প্রতিষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ ৬টা মহাদেশে সম্প্রসারিত হয়েছিল। কিভাবে একজন বয়স্ক ভারতীয় সন্ন্যাসীর পক্ষে—যাঁর কোন অর্থ নেই, সমর্থন নেই, বন্ধু নেই, কোন অনুগামী নেই,—অদ্ভুত, বিদেশ ভূমিতে গিয়ে এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করা সম্ভব হয়েছিল? এই অসাধারণ সন্ন্যাসীর জীবন কাহিনী নিয়ে এবং প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ ও উদ্ধৃতি সম্বলিত, তাঁরই অন্যতম অন্তরঙ্গ সন্ন্যাসী শিষ্য কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তী সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী রচনা করেছেন আত্মজীবনী ঃ শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত, আত্মজীবনী থেকে নেওয়া এই অংশে তাঁর অসাধারণ কৃতিত্ব বর্ণনা করা হয়েছে।

কলকাতা থেকে বোস্টনে দুষ্কর সামুদ্রিক যাত্রা শেষ হল। কার্গো মালবাহী জলদূত জাহাজের যাত্রী কেবিনে একমাত্র যাত্রী ছিলেন সত্তর বছরের ভারতীয় এক বৃদ্ধ সাধু ব্যক্তি যাঁকে সিন্দিয়া

স্টীম নেভিগেশন কোম্পানীর মালিক বিনামূল্যে জায়গা দিয়েছিলেন। ১৯৬৫ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তী এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ কমনওয়েলথ জেটিতে এসে পৌঁছলেন।

হাজার হাজার বছরের কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণভক্তি কেবল ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন তাঁর গুরুদেবের আদেশে শ্রীল প্রভুপাদ এসেছেন আমেরিকাবাসীদের সুপ্ত স্বাভাবিক কৃষ্ণচেতনা জাগিয়ে তুলতে।

যেদিন তিনি পৌঁছলেন, সেদিন জলদূত জাহাজে বসে 'মার্কিন ভগবৎ ধর্ম' এই বাংলা কবিতাটি রচনা করেছিলেন—

রজস্তমো গুণে এরা সবাই আচ্ছন্ন।
বাসুদেব কথা রুচি নহে সে প্রসন্ন ॥
তবে যদি তব কৃপা হয় অহৈতুকী।
সকলই সম্ভব হয় তুমি সে কৌতুকী ॥
কিভাবে বুঝালে তারা বুঝে সেই রস।
এত কৃপা কর প্রভু করি নিজ বশ ॥

....

কি করে বুঝাবো কথা বর সেই চাহি।
ক্ষুদ্র আমি দীন হীন কোন শক্তি নাহি ॥

....

তব কৃপা হলে মোর কথা শুদ্ধ হবে।
শুনিয়া সবার শোক-দুঃখ যে ঘুচিবে ॥
ভক্তি নাই, বেদ নাই, নামে খুব বড়।
ভক্তিবেদান্ত নাম এবে সার্থক কর ॥

১৯৯২ সালে শ্রীল প্রভুপাদের গুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তী শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুর পাশ্চাত্য দেশে শ্রীকৃষ্ণের বাণীসহ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করার জন্য তাঁকে অনুরোধ করেছিলেন। সারা জীবনের প্রস্তুতির পর শ্রীল প্রভুপাদ সেই আন্দোলন শুরু করার জন্য এখন পূর্ণ প্রস্তুত হয়েছেন।

৮ ডলারের সমান ভারতীয় টাকা নিয়ে আমেরিকায় পদার্পণ করার পর প্রথম বছরটা শ্রীল প্রভুপাদ পেনসিলভেনিয়ার বাটলারে মি. আগরওয়াল নামক এক পরিবারের সঙ্গে, মনহট্টনে এক ভারতীয় যোগ শিক্ষক ডঃ রামমূর্তি মিশ্রের সঙ্গে, এবং পরে উচ্চ মনহট্টনে কিছু বন্ধুর সহায়তায় গৃহীত এক ছোট্ট ভাড়া ঘরে কাটিয়েছিলেন।

১৯৬৬ সালের গ্রীষ্মকালে তিনি কৃষ্ণভাবনামৃতের এই প্রাচীন বিজ্ঞান এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রচার করার উপযোগী এক বড় ধরনের জায়গা দেখতে পেয়েছিলেন। ঐ গ্রীষ্মেই হার্ভে কোহেন নামক এক যুবকের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনিই নিম্ন মনহট্টনের বাউরিতে কোনও এক শিল্পীর পরিত্যক্ত এক পুরোনো বাড়ী প্রভুপাদকে অর্পণ করেছিলেন।

এখানে, ভবঘুরে সংস্কার বর্জিত যুবকদের একটি ছোট্ট দল প্রতি সোম, বুধ ও শুক্রবারের সন্ধ্যায় হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করা ও ভগবদ্গীতা ক্লাস শ্রবণের জন্য শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে মিলিত হত। যদিও তখন আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ—এই বর্তমান নামে নিগমবদ্ধ হয় নি।

শ্রীল প্রভুপাদের কিছু অতিথির মধ্যে যাদের আগ্রহ গান-বাজনায়, মাদকশক্তিতে, আয়ুর্বর্ধনে, যুদ্ধবিরোধী মিছিলে, আধ্যাত্মিক ধ্যানে ছিল, তারা জানত যে, তারা কি জপ করছে এবং কেন করছে? যাঁকে তারা অত্যন্ত শ্রদ্ধা সহকারে স্বামীজী বলে

ডাকত, তাঁর সঙ্গে থেকে তারা এটি উপভোগ করত এবং ভালবাসত। এইসব সঙ্গীতজ্ঞ, শিল্পীরা, কবি, বুদ্ধিজীবীদের অধিকাংশই সমাজের প্রধান জীবনধারার বাইরে বাস করতে মনস্থ করেছিল। হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করে তারা অনুভব করেছিল যে, তারা অদ্বিতীয়, রহস্যময় কোন কিছুতে অংশগ্রহণ করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদ এককভাবে জপ ক্লাস পরিচালনা করতেন ঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

গান সর্বদা একই ছিল—একটি সরল চারটা সুরের গুচ্ছ শব্দ, উচ্চ স্কেলের প্রথম চারটা সুর। শ্রীল প্রভুপাদ ৩ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট ছোট করতাল দিয়ে কীর্তন পরিচালনা করতেন, যেটি তিনি ভারত থেকে আসার সময় এনেছিলেন। তিনি সেগুলো বাজাতেন একটি এক-দুই-তিন এক-দুই-তিন পদ্ধতিতে। কিছু তাঁকে অনুসরণ করে হাতে তালি দিত এবং কিছু দর্শনার্থী নিজস্ব করতাল বাজাত। কিছু ভক্ত হাত প্রসারিত করে যোগাসনে উপবিষ্ট হয়ে এই চিন্ময় শব্দতরঙ্গের জপ ও ধ্যান করত। অতিথিরা মাঝে মাঝে গিটার, তানপুরা, বাঁশি, খঞ্জনি, বিভিন্ন ধরনের ড্রাম আদি বাদ্যযন্ত্র সঙ্গে করে নিয়ে আসত।

কয়েক মাস পর শ্রীল প্রভুপাদের কিছু অনুগামী হিপি অধ্যুষিত লোয়ার ইস্ট সাইডে, নতুন সেকেণ্ড এভিনিউ বাস করা এবং পবিত্র নাম প্রচার করার জন্য একটি সুন্দর বাড়ি পেয়েছিল। নিউ সেকেণ্ড এভিনিউর এই বাড়ীর নিচের তলার ছোট দোকান ঘরটা মন্দির হিসেবে ব্যবহৃত হত এবং ওপর তলায় শ্রীল প্রভুপাদ থাকতেন। কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ৬০/২৫ ফুটের দোকান ঘরটি সপ্তাহে তিন রাতের জন্য যুব-ভক্তদের দ্বারা ভর্তি হয়ে থাকত। যখন দর্শনার্থীরা দেওয়ালের জন্য সুন্দর পর্দা ও ছবি, মেঝের জন্য কার্পেট, শ্রীল

প্রভুপাদের বক্তৃতা ও কীর্তনের সম্প্রসারণের জন্য স্বর বিবর্ধক যন্ত্র আনতে শুরু করল, তখন ছোট্ট দোকান ঘরটি মন্দিরের আকার ধারণ করেছিল।

শ্রীল প্রভুপাদের কীর্তনগুলি ছিল প্রাণবন্ত এবং মনোমুগ্ধকর। বহু অতিথি পা তুলে নৃত্য করত এবং হাতে তালি দিত। শ্রীল প্রভুপাদ কল রেসপন্স (প্রভুপাদ একবার বলতেন পরে শ্রোতারা সমবেত ভাবে বলতেন) পদ্ধতিতে কীর্তন পরিচালনা করতেন এবং আফ্রিকার ছোট বোঙ্গো ড্রামটি বাজিয়ে কীর্তনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর করতেন। প্রায় আধ ঘন্টা পর যখন কীর্তনের তরঙ্গ চরম-শীর্ষে পৌছত, প্রভুপাদ হঠাৎ করে শেষ করে দিতেন। সেকেণ্ড এভিনিউর এই ছোট ঘরে প্রভুপাদের সঙ্গে কীর্তনরত অথিতিরা যেন অন্য এক চিন্ময় গ্রহলোকে স্থানান্তরিত হয়ে যেত। যেখানে নিউইয়র্ক শহরের প্রাত্যহিক জীবনের কোন উদ্বেগ বা চাপ ছিল না। পরমতত্ত্ব সম্বন্ধে তাদের ধারণা যাই হোক না কেন, তাদের অনেকেই দেখল যে, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন ছিল ধ্যানের একটি তীব্র ও ফলপ্রদায়ী রূপ, এবং তাদের চেয়ে অধিকতর শক্তিশালী অন্য কোনও এক সত্ত্বার সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগের উপায় স্বরূপ।

১৯৬৬ সালের সেপ্টেম্বরে তিনি প্রথম ১২ জনকে দীক্ষা প্রদান করেছিলেন। তারা প্রতিজ্ঞা করেছিল প্রত্যহ ১৬ মালা জপ করার। অর্থাৎ ১৬টা নামের এই মন্ত্র প্রতিদিন ১৭২৮ বার করতে হবে। এটা সম্পূর্ণ করতে দেড় থেকে দুই ঘন্টা সময় নেবে।

শ্রীল প্রভুপাদের শিষ্যরা শীঘ্রই আমন্ত্রণপত্র ও প্রচার পুস্তিকা ছাপিয়ে বিলি করতে শুরু করেছিল ঃ যেমন

চিন্ময় শব্দতরঙ্গ অনুশীলন করুন ঃ
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

এই জপ মনের আয়না থেকে সমস্ত প্রকার
আবর্জনা পরিষ্কার করবে।

আমেরিকার যুবসম্প্রদায়ের প্রতি আর একটি আমন্ত্রণ লিপি—

সর্বদা উঁচুতে থাকুন
নিচে না নামুন

কৃষ্ণভাবনামৃত অনুশীলন করুন
অনুশীলনের মাধ্যমে আপনার চেতনা প্রসারিত করুন

চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

শ্রীল প্রভুপাদ সকাল বেলায় সকল ভক্তদের সঙ্গে মালায় এক ঘোরতা জপ করতেন। তারপর ভক্তরা বাকি ১৫ মালা নিজেরা জপ করতেন।

আমেরিকার বিখ্যাত কবি এ্যালেন গিনসবার্গ মন্দিরের সান্ধ্যকালীন কীর্তন অনুষ্ঠানে এবং নিকটবর্তী টম্পকিন্স্ স্কোয়ার পার্কে প্রতিদিন আসতেন এবং কীর্তনের সঙ্গে হারমোনিয়াম বাজাতেন। শ্রীল প্রভুপাদের আত্মজীবনীতে প্রকাশিত, ১৯৮০ সালের একটি সাক্ষাৎকার, তিনি তাঁর অভিজ্ঞতার কথা ব্যক্ত করেছেন।

এ্যালেন: *যখন স্বামী ভক্তিবেদান্ত তাঁর ধর্মীয় অনুশীলনের জন্য নিউ ইয়র্কের লোয়ার ইস্ট সাইডকে নির্বাচন করলেন, আমার তৎক্ষণাৎ*

খুব ভালো লেগেছিল ।...আমি বিস্মিত হয়ে গিয়েছিলাম যে তিনি জপ-কার্যক্রম সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন কারণ জপকে আমার ভারতের এক শক্তিশালীকরণ কার্যক্রম রূপে মনে হয়েছিল । আমি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র গেয়ে ছুটে বেড়াচ্ছিলাম, কিন্তু কখনও বুঝতে পারছিলাম না এর সঠিক অর্থ কি?...আমি চিন্তা করছিলাম যে একটি দারুণ ব্যাপার এই যে, তিনি হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রকে বিস্তারিত করে ব্যাখ্যা করার জন্য এখানেই রয়েছেন । তাঁর উপস্থিতি আমার গান গাওয়াকে সঠিক বলে বিবেচিত করবে । আমি জানতাম আমি কি করছিলাম । কিন্তু আমার অতিরিক্ত অনুসন্ধানের পেছনে তাত্ত্বিক কোন পটভূমি ছিল না, এবং এখানে এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি তা পরিতৃপ্ত করবেন । সুতরাং আমি চিন্তা করলাম এটা সত্যিই দুর্লভ ।...যদি কেউ প্রয়োগগত জটিলতা ও মহামন্ত্রের ইতিবৃত্ত জানতে চাইত, আমি তাঁর নিকট তৎক্ষণাৎ পাঠিয়ে দিতাম ।...তাঁর শুদ্ধ ভগবদ্ভক্তির মধ্যে এক ব্যক্তিগত, নিঃস্বার্থপর মধুরতা ছিল, যা আমাকে সর্বদা জয় করে নিত ।...আত্মোৎসর্গ থেকে অর্জিত এক ব্যক্তিগত সৌন্দর্য...আমি সর্বদা তাঁর সঙ্গে থাকতে পছন্দ করতাম ।

ঐ সময় হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জাদুর মত ছড়িয়ে পড়েছিল, এবং যত সময় এগোচ্ছিল, জ্যামিতিক হারে আকর্ষিত লোকের সংখ্যাও বৃদ্ধি পাচ্ছিল । এমনকি নিউ ইয়র্কের প্রতিকূল পরিবেশে মন্ত্র যেন তাঁর নিজের জীবন ফিরে পেয়েছিল । যারাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের সংস্পর্শে আসত—হয় কীর্তনের সুর, সঙ্গীতের তাল, শব্দের ধ্বনি, ভক্তদের দৃষ্টিভঙ্গি, কিংবা শ্রীল প্রভুপাদের দৈন্যতা বা প্রশান্ত কমনীয়তা—সবাই অনুকূলে সাড়া দিত ।

১৯৬৬ সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁর প্রথম রেকর্ড এ্যালবাম, এল.পি. শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বলেন যে, "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে । হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"

"এই মহামন্ত্রের কীর্তন জড় শব্দতরঙ্গ নয় । এটা সরাসরি চিন্ময় জগৎ থেকে এসেছে ।" জন লেনন ও জর্জ হ্যারিসন্ নামে দুই বিটলস্ প্রথমবার এই এ্যালবামের মাধ্যমে হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন ।

শ্রীল প্রভুপাদের টম্পকিন্স্ স্কোয়ার পার্কের কীর্তনগুলো ছিল আধ্যাত্মিক, আজ তা উপকথার মত শোনায় । বিভিন্ন জীবনধারা থেকে আগত শত শত মানুষ অংশগ্রহণ করেছিল কিন্তু পর্যবেক্ষকরূপে এবং কিছু আগ্রহী অংশগ্রহণকারী রূপে । তারা জপ করত, হাতে তালি দিত, নৃত্য করত, কেউ আবার বাদ্যযন্ত্র বাজাত । স্থানীয় সঙ্গীতজ্ঞদের মধ্যে একজন, আরভিং হ্যলপার্ন (Irving Halpern) প্রতিদিন কীর্তনে অংশগ্রহণ করতেন । তিনি এই কীর্তন দৃশ্যের স্মৃতিচারণ করছেন ঃ

আরভিং: *কীর্তনের শব্দে পার্ক মুখরিত হত । গায়কেরা খুব যত্নের সঙ্গে প্রথমে মন্ত্র শুনত ।...আমি দুজন গায়কের সঙ্গে এ ব্যাপারে কথা বলেছিলাম, এবং আমরা একমত হয়েছিলাম যে, তাঁর মাথায় (যেন) শত শত সুর রয়েছে, যা তিনি অপর জগত থেকে আগত প্রকৃত শিক্ষা থেকে প্রাপ্ত হয়েছেন । এই সঙ্গীত-উপহার শোনার জন্য বহু মানুষ আসত—ধর্মের রূপান্তর । তারা বলত, "ওহে, এই পবিত্র সন্ন্যাসীর কথা শুনুন ।" তারা নিশ্চিত ছিল যে, সেখানে অসাধারণ কিছু কার্য, বশীকরণ কলাকৌশল, আকর্ষণীয় যাদু প্রদর্শন, বা যা জনসাধারণ আশা করছিল, তা-ই ঘটতে চলেছিল । কিন্তু যখন স্বামীজী কিছু বলেছিলেন, তাঁর সরল ভঙ্গিমা, যখন আপনি বুঝতে শুরু করতেন—হয় আপনি সারা জীবনের জন্য নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য অনুপ্রাণীত হতেন এবং এই জীবন ধরেই অগ্রসর হতেন, অথবা কেবল ঐ জায়গায় গিয়ে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করলেন—এটা আপনার জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিত ।*

এটা খুব চিত্তাকর্ষক ব্যাপার ছিল যে, মানুষেরা বিভিন্নভাবে কীর্তনকে গ্রহণ করেছিল। কিছু মানুষ চিন্তা করল এটা একটি ভূমিকাস্বরূপ। কিছু মানুষ ভাবল এটাই প্রধান অনুষ্ঠান। কিছু লোকের সঙ্গীত ভালো লেগেছিল। আবার কারোর বা কবিত্বময় ভাষা পছন্দ হয়েছিল।

কীর্তন শেষে শ্রীল প্রভুপাদ কয়েক মিনিটের জন্য কৃষ্ণভাবনামৃত নিয়ে বলতেন, এবং প্রত্যেককে রবিবারের কীর্তন ও ভোজপর্বসহ প্রীতি উৎসবে (Love Festival) মন্দিরে আসার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। এই সাপ্তাহিক অনুষ্ঠানটি শীঘ্রই একটি ঐতিহ্যে পরিণত হয়েছিল, যা আজও চলছে। নিউ ইয়র্ক টাইমস্ পত্রিকা অক্টোবরের নবম সংখ্যায় টম্পকিন্স্ স্কোয়ার পার্কের কীর্তন সম্বন্ধে নিম্নলিখিত শিরোনাম দিয়ে শুরু করেছিল ঃ **"অপ্রাকৃত আনন্দের সন্ধানে কীর্তনরত স্বামীজীর সন্তানগণ"**

> লোয়ার ইস্ট সাইডের পার্কে, একটি গাছের নিচে বসে, মাঝে মাঝে নৃত্যসহযোগে, ৫০জন অনুগামীসহ এক হিন্দু সন্ন্যাসী গতকাল বিকেলে প্রায় দু'ঘন্টা ধরে করতাল, খঞ্জনি, বাঁশী, ড্রাম, ঘন্টা ও একটি ছোট বিডঅরগ্যান সহ এক ষোল শব্দ বার বার কীর্তন করেছিল।
>
> ...স্বামী এ.সি. ভক্তিবেদান্ত বলেন, এই ধ্বংসের যুগে, জপ মন্ত্রের পুনঃপুনঃ আবৃত্তি আত্মোপলব্ধির সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।
>
> ...কীর্তনরত ভক্তদের চারপাশে শত শত জনতা দাঁড়িয়ে এই মনোমুগ্ধকর, তাল ও লয় সমন্বিত, সঙ্গীতে কখনও দুলেছিল, কখনও হাত তালি দিয়েছিল। "এটা সমাধি অবস্থা আনে" বলেন কবি এ্যালেন গিনস্‌বার্গ, "...হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥"—এই মহামন্ত্র কীর্তনের উল্লাস স্বামীজীর বহু অনুগামীদের এল.এস.ডি বা অন্যান্য মাদক দ্রব্য থেকে প্রতিস্থাপন করেছিল।"

একই সময়ে নিউ-ইয়র্কের কলাবিদ্যা, নাটক, সাহিত্য মহত্তম ভাবের প্রবর্তনকারী খবরের কাগজ (avent gardi) দি ইস্ট ভিলেজ আদার' পুরো গল্পটা সামনের পৃষ্ঠায় ছাপিয়েছিল। লেখার মাঝখানে দণ্ডায়মান শ্রীল প্রভুপাদের সম্পূর্ণ ছবি ছিল। তিনি পার্কে বহু লোকের সঙ্গে কথা বলছেন। কাগজের শিরোনামটি ছিল ঃ "সেভ আর্থ নাও!"—এখনই বিশ্বকে রক্ষা করুন। ছবির নিচে বড় বড় অক্ষরে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র লেখা ছিল—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

লেখাটি কীর্তনের প্রশংসা করেছিল এবং বর্ণনা করেছিল কিভাবে শ্রীল প্রভুপাদ ভবঘুরে, বদমেজাজী, বিক্ষোভকারী, হিপিদের মত বিশ্বের সবচেয়ে কঠিন দর্শকদের বিশ্বাস করাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে তিনিই ভগবদ্ধামে যাওয়ার রাস্তা জানেন।

> ডঃ লেয়ারীর প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে দিব্য মানুষটির এই বিশেষ চিহ্ন—"ঘুরে দাড়ান, উচ্চৈঃস্বরে কীর্তন করুন এবং ডুবে যান"—উৎপন্ন হয়েছে আর একটি চিহ্ন সহ 'চেতনার সম্প্রসারণ' যা অম্লের চেয়ে মধুর, সুরাপাত্রের চেয়ে সস্তা এবং সেখানে পুলিশের কোন তাড়া নেই।"

খবরের কাগজটি বর্ণনা করেছিল কিভাবে ২৬নং সেকেণ্ড এভিনিউর মন্দিরে গেলে এক 'জীবন্ত, দৃশ্যমান ও প্রকৃত প্রমাণ' দেয় যে 'ভগবান আছেন ও তিনি সুন্দর।' শ্রীল প্রভুপাদের এক শিষ্যের মন্তব্য উদ্ধৃত করেছিল ঃ

স্বামীজী বলাতে আমি জপ করতে শুরু করেছিলাম। যখন আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে যেতাম, তখন বার বার—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে,—জপ করতাম, তখন একদিন হঠাৎ করে সবকিছু সুন্দর লাগছিল। "...শিশুরা, বৃদ্ধ-বৃদ্ধরা... এমনকি লতাগুল্ম সকল সুন্দর লাগছিল...বৃক্ষাদি ও ফুলগুলির কথা তো কিছুই বলার নেই।"

মাদকাসক্ত হয়ে উল্লাসিত হওয়ার চেয়ে এটি উৎকৃষ্টতর দেখে তিনি বলেন ঃ

এখান থেকে নিচে নামার নেই। আমি সর্বদা জপ কীর্তন করতে পারি—যে কোন সময়ে, যে কোন জায়গায়, এটা সর্বদা আপনার সঙ্গে রয়েছে।

সানফ্রান্সিস্‌কোতে ও এর বাইরে

১৯৬৭ সালের প্রথমদিকে শ্রীল প্রভুপাদের কতিপয় শিষ্য নিউইয়র্ক শহর ছেড়ে সানফ্রান্সিসকোর কেন্দ্রে হেইট এ্যাসবুরি অঞ্চলে মন্দির খুলেছিল, যেটি সারা দেশ থেকে আগত হাজার হাজার হিপি ও 'পুষ্পসম শিশুদের' আবাসগৃহ হয়ে উঠেছিল। অল্প সময়ের মধ্যে প্রভুপাদের মন্দিরটি সমস্যাজীর্ণ, অনিসন্ধিৎসু, বেপোরোয়া যুব সম্প্রদায়ের ধর্মীয় আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল। মাত্রাতিরিক্ত ড্রাগের নেশায় তখন আমেরিকার শত শত বিশৃঙ্খল, হতভম্বকারী মোহগ্রস্ত যুবকেরা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াত।

সানফ্রান্সিসকো মন্দিরের প্রথম প্রেসিডেন্ট হরিদাস প্রভু স্মৃতিচারণ করে বলেছেন ঃ

হরিদাসঃ *হিপিদের সমস্ত প্রকার সাহায্যের দরকার ছিল, এবং তারা এটা জানত যে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরটি ছিল শান্তির জায়গা ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল। শিশুরা বুঝতে পেরেছিল, তারা রাস্তায় বাস করত, এখানে সেখানে দৌড়াত, এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তারা যেতে পারে, বিশ্রাম নিতে পারে যেখানে মানুষজন কোনও ভাবে তাদের আঘাত করবে না।*

আমার মনে হয়, মন্দিরটি বহু জীবন রক্ষা করেছিল। এটা যদি হরেকৃষ্ণদের জন্য না হত, তাহলে আরও বহু জীবন নষ্ট হয়ে যেত। এটি ছিল যুদ্ধক্ষেত্রে মন্দির খোলার মত। মন্দির গড়ার পক্ষে এই স্থানটি ছিল অত্যন্ত কঠিন। কিন্তু এটি ছিল সেই জায়গা যেখানে মন্দির করা অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল। যদিও স্বামীজির কোনও পূর্বসুরি ছিল না যে এগুলোর মোকাবিলা করবে, তিনি শুধু কীর্তনের বিস্ময়কর ফল প্রয়োগ করেছিলেন। কীর্তন খুব আশ্চর্যজনক ছিল এবং ইহা ফলপ্রসূ হয়েছিল।

হেইট এ্যাসবুরী ঘটনার পরিচালকদের অন্যতম এবং এক সঙ্গীতশিল্পী মাইকেল বাওয়েন স্মরণ করে বলেছেন, শ্রীল প্রভুপাদের "আশ্চর্য ক্ষমতা ছিল মানুষদেরকে মাদকদ্রব্যের নেশা থেকে মুক্ত করার, বিশেষ করে স্পিড, হিরোইন, এল.এস.ডি সবগুলো।"

প্রতিদিন মন্দিরের ভক্তরা প্রচুর পরিমাণে নানাবিধ ব্যয়সাধ্য নিরামিষ খাবার রান্না করে ভগবানকে নিবেদন করে মধ্যাহ্ন সময়ে সেই প্রসাদ প্রায় ২০০র বেশি লোককে বিনামূল্যে পরিবেশন করত। বহু স্থানীয় ধনী-বণিকেরা একে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য সাহায্যের হাত বাড়িয়েছিল। সানফ্রান্সিসকোর প্রথমদিক্‌কার এক ভক্ত ঐ দিনগুলো স্মরণ করে বলেছেন—

হর্ষরাণীঃ *যাদের সত্ত্বা সম্পূর্ণ হারিয়ে গিয়েছিল কিংবা যাদের সেবা-শুশ্রুষার প্রয়োজন ছিল, তারা ঘুরতে ঘুরতে মন্দিরে আসত, তাদের মধ্যে কিছু থাকত এবং ভক্ত হয়ে যেত এবং কিছু প্রসাদ পেয়েই*

চলে যেত। চিকিৎসাবিদ্যার দৃষ্টিকোণ থেকে, ডাক্তাররা জানত না এল.এস.ডি আক্রান্ত মানুষদেরকে নিয়ে তারা কি করবে। পুলিশ এবং ঐ অঞ্চলের অবৈতনিক আরোগ্য নিকেতনগুলি এল.এস.ডি আক্রান্তদের দেখাশুনা করত না। পুলিশ দেখছে যে, স্বামীজী হচ্ছেন এই সব হতভাগ্যদের নিশ্চিত ও নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

মধ্যাহ্ন ভোজনের সময় ভক্তরা নিউ ইয়র্কে রেকর্ডিং করা শ্রীল প্রভুপাদের হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন বাজাত। এই পবিত্র শব্দধ্বনি মন্দিরে আধ্যাত্মিক ভাবধারাকে আরও শক্তিশালী করে তুলত, এবং এইসব দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও হতাশাচ্ছন্ন যুব অতিথিদেরকে স্বাভাবিক ও নিরুদ্বিগ্ন রাখত।

সানফ্রান্সিসকোর হিপি যুগে ১৯৬৭ সালের ২৯শে জানুয়ারী রবিবার এক বিশাল ধর্মীয় সমাবেশের জন্য বিশেষরূপে চিহ্নিত হয়ে রয়েছে। ঐ সময় শ্রীল প্রভুপাদ সেখানে ছিলেন যিনি কৃষ্ণভাবনামৃত প্রচারের জন্য যে কোন জায়গায় যেতে প্রস্তুত ছিলেন। দি গ্রেটফুল ডেড, মবি গ্র্যাপ, জ্যানিস জপালিন, বিগ ব্রাদার, হোল্ডিং কোম্পানি, জেফারসন এয়ারপ্ল্যান, কুইকসিলভার মেসেঞ্জার সার্ভিস—সানফ্রান্সিসকো শহরের নতুন ভাবধারার এই দলগুলি শ্রীল প্রভুপাদের সঙ্গে এ্যাভেলন বলরুমের মন্ত্র রক নৃত্যে যোগদান করতে সম্মত হয়েছিল। অনুষ্ঠানের শেষে তারা ধীরে ধীরে স্থানীয় হরেকৃষ্ণ মন্দিরের দিকে এগিয়ে যাবে।

এক উত্তেজনাকর সন্ধ্যা ভেবে হাজার হাজার হিপি সমগ্র হলঘরটা ভর্তি করে ফেলেছিল। এল.এস.ডি পথিকৃৎ টিমোথী লেয়ারী ৪২.৫ দিয়ে টিকিট কেটে বলরুমে ঢুকেছিলেন। তাঁকে অনুসরণ করেছিলেন অগাস্টাস আউসলে স্ট্যানলে-২, যিনি তাঁর নিজস্ব এল.এস.ডি-র জন্য পরিচিত ছিলেন।

রাত তখন ১০টা। দর্শনার্থীদের তুমুল হর্ষধ্বনি ও করতালির মধ্যে শ্রীল প্রভুপাদও তাঁর ছোট ভক্তমণ্ডলী নিয়ে মঞ্চে প্রবেশ করলেন। তারা এই মুহূর্তের জন্য কয়েক সপ্তাহ আগে থেকে অপেক্ষা করছিল। মঞ্চে শ্রীল প্রভুপাদকে এক বিশেষ আসন দিয়ে সম্মানিত করা হল। এ্যালেন্ গিন্সবার্গ তাঁকে পরিচয় করিয়ে দিলেন। তিনি স্বয়ং হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সম্বন্ধে তাঁর উপলব্ধির কথা শোনালেন, এবং কিভাবে নিউইয়র্কের ছোট্ট দোকানঘর থেকে সানফ্রান্সিসকো শহরে এই আন্দোলন প্রসারিত হল, তা তুলে ধরলেন। সুপরিচিত এই কবি সমবেত জনতাকে বোঝালেন যে, প্রত্যূষে রাধাকৃষ্ণ মন্দিরে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ এক গুরুত্বপূর্ণ সমাজ সেবা ছিল তাদের প্রতি যারা এল.এস.ডি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছিল, কারণ এই মন্ত্র জপ তাদেরকে "পূর্ব চেতনায় ফিরিয়ে নিয়ে এসে স্থিতিশীলতা প্রদান করেছিল।"

কীর্তন ধীর লয়ে কিন্তু তালে তালে শুরু হয়েছিল, এবং আস্তে আস্তে সারা বলরুমে ছড়িয়ে পড়েছিল। উপস্থিত প্রত্যেক জনতাকে গ্রাস করেছিল। হিপিরা পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল। হাত তালি দিল এবং নৃত্য করতে শুরু করল। যেমন করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের বড় বড় জীবন্ত চিত্রগুলো বলরুমের চারদিকের দেওয়ালে মন্ত্রের তালে তালে সুন্দর উজ্জ্বল ফ্ল্যাশ আলোয় প্রক্ষিপ্ত করা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে শ্রীল প্রভুপাদ উঠে দাঁড়ালেন এবং হাত তুলে নৃত্য করতে শুরু করলেন। কীর্তনে, নৃত্যে, এবং তাদের সঙ্গে আনিত ছোট বাদ্যযন্ত্রগুলো বাজাতে সমগ্র জনতা সম্পূর্ণরূপে অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

গিন্সবার্গ পরবর্তীকালে বলেছিলেন, "আমরা পুরো সন্ধ্যাটাই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করেছিলাম। এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল—এক উন্মুক্ত বিষয়। এটা হোইট এ্যাসবেরিকে ধর্মীয় উৎসাহের চরম শিখরে উন্নীত করেছিল।"

ছন্দের গতি বৃদ্ধি পাচ্ছিল, কীর্তন ও নৃত্য আরও অধিক থেকে অধিকতর তীব্র হচ্ছিল, এবং মঞ্চভর্তি শীর্ষস্থানীয় রক সঙ্গীতজ্ঞরা যাঁরা ইতিমধ্যে মহামন্ত্রের যাদুর দ্বারা মোহিত হয়ে পড়েছিল, সবাইকে উদ্দীপিত করছিলেন। যেমন কয়েক সপ্তাহ আগে টম্পকিন স্কোয়ার পার্কে অপেশাদারী গায়কেরা অভিভূত হয়েছিল। কীর্তন উঠল—তরঙ্গের মত এগিয়ে চলল—সীমাহীন ভাবে প্রসারিত হল—মনে হল যখন, আর অধিক যেতে পারবে না। কীর্তন হঠাৎ থেমে গেল। মাইক্রোফোনে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর গুরুদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করলেন, এবং 'সমবেত ভক্তবৃন্দের জয়'—তিনবার বলে শেষ করলেন। পরের কয়েক সপ্তাহ ধরে হেইট এ্যাসবুরি অঞ্চলে প্রত্যেকের মুখে মুখে ছিল—মন্ত্র রক নৃত্য (The Mantra Rock Dance)

মন্ত্র-রক নৃত্যের কয়েক মাসের মধ্যে সান্‌ফ্রান্সিসকো, নিউ ইয়র্ক এবং মন্ট্রিয়েলের ভক্তরা প্রত্যহ মৃদঙ্গ ও করতাল নিয়ে রাস্তায় রাস্তায় নৃত্য কীর্তন করতে শুরু করেছিল। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে উত্তর আমেরিকা ও ইউরোপের সর্বত্র মন্দির খোলা হল এবং মানুষেরা সর্বত্র শুনতে পাচ্ছিল হরেকৃষ্ণ শব্দতরঙ্গ।

যখন ভিয়েতনাম-যুদ্ধ-প্রতিবাদ আন্দোলন চরমে পৌঁছেছিল, তখন ১৯৬৯ সালের ৩১শে মে ৬ জন ভক্ত জন লেলন এবং ইওকো ওনোর সঙ্গে যুক্ত হল তাদের মন্ট্রিয়ল হোটেল ঘরে তাদের বিখ্যাত গান 'গিভ পিস্ এ চান্স'-এ মন্ত্র বাজানো ও কীর্তন করার জন্য। এই গানে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐ বছরের শেষের দিকে বিটল্ জর্জ হ্যারিসন আর এক সাড়া জাগানো সঙ্গীত 'দি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র' বের করেছিলেন। এতেও ভক্তরা যুক্ত ছিল, এবং লক্ষ লক্ষ মানুষকে নাম জপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল। এমনকি ব্রডওয়ে তাঁর দীর্ঘকালের সফল রেকর্ডিং 'হেয়ার' (Hair)-এ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের উচ্ছ্বসিত সমবেত কীর্তন অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন।

১৯৬৯ সালের ১৫ই নভেম্বর ওয়াশিংটন ডি.সি.তে ঐতিহাসিক যুদ্ধ বিরোধী গণআন্দোলনে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার সকল মন্দিরের সমস্ত ভক্তবৃন্দ সারাদিন ধরে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করেছিল এবং বৈদিক শাস্ত্র থেকে প্রদত্ত শ্রীল প্রভুপাদের শিক্ষার উপর ভিত্তি করে ছোট প্রচার পত্র 'শান্তির সূত্র' (The Peace Formula) বিতরণ করেছিল। এতে যুদ্ধ সমস্যার ধর্মীয় সমাধানের প্রস্তাব রাখা হয়েছিল। ভক্তরা বহু মাস ধরে সমগ্র জনসাধারণকে এই পুস্তিকা বিলি করেছিল এবং হাজার হাজার জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছিল।

১৯৭০ সালে 'হরেকৃষ্ণ-হরেরাম' কীর্তনসহ জর্জ হ্যারিসনের আর একটি সফল রেকর্ড 'মাই সুইট লর্ড' প্রকাশিত হয়েছিল। ঐ সময়ে আন্তর্জাতিক বাজারে এটি এক নম্বর হিট গান ছিল। এতে ভক্তরা ধুতি ও শাড়ি পরিধান করে বাদ্যযন্ত্র সহযোগে মহামন্ত্র কীর্তন করেছিল যা সারা বিশ্বে বড় বড় শহরগুলিতে এক অতি পরিচিত দৃশ্যে পরিণত হয়েছিল। শ্রীল প্রভুপাদের ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ও তাঁর শ্রীগুরুদেবের প্রতি গভীর ভালোবাসা, তাঁর অদম্য সুদৃঢ় ইচ্ছা, এবং তাঁর আন্তরিক করুণার কারণে 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র এক গৃহস্থালীর শব্দে পরিণত হয়েছিল।

4

উন্নততর চেতনার জন্য জপ অনুশীলন ঃ একটি সাংস্কৃতিক ইতিহাস

এটি এমন একটি দৃশ্য যা পাশ্চাত্য জগতের নগরের রাস্তায় রাস্তায় আমেরিকার হলিউড বলিভার্ড এবং ফিপ্‌থ এভিনিউ থেকে শুরু করে লণ্ডনের অক্সফোর্ড স্ট্রিট ও প্যারিসের চাম্পস্ এলিসিস্ পর্যন্ত অসংখ্যবার পুনরাবৃত্তি হয়েছে। সেখানে জনতা, দোকানদার, রেস্টুরেন্ট এবং থিয়েটার হলগুলোর মাঝখানে মানুষেরা নিজেদেরকে হঠাৎ করে একদল যুবকদের সঙ্গে মুখোমুখি হতে দেখতে পেত, যাঁরা করতাল ও মৃদঙ্গ সহযোগে নৃত্য-কীর্তন করছেন। পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডিত ও ধুতি-জামা এবং মহিলারা রঙীন ভারতীয় শাড়ী পরিধান করত। নিশ্চয়ই এরা হরেকৃষ্ণ দল, অতি পরিচিত মন্ত্র "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে" কীর্তন করছে।...কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কি ঘটছে? এটি কি একটি প্রতিবাদের রূপ, নাকি নতুন ভাবনার আলোকে পথ-নাটিকা, না কি এক ধর্মীয় আন্দোলন কিংবা অন্য কিছু?

আপনি যদি তাদের জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে আপনি জানতে পারবেন যে, এই সব ভক্তরা এক ধরনের ধ্যানের অনুষ্ঠান করছে। পাশ্চাত্য জগতে বহুদিন ধরে অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে পরমেশ্বর ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন অনুশীলন হচ্ছে, (পরম পুরুষোত্তম ভগবানের সংস্কৃত প্রতিশব্দ 'কৃষ্ণ') অবশ্য ঐ দিনগুলোতে ধ্যান হাল্কাভাবে ব্যবহৃত হত, যেন ছুঁড়ে ছুঁড়ে দেওয়ার মত। এটি একটি বাস্তব পদ্ধতি যা আধুনিক অস্থির মনকে শান্ত ও সুস্থির করার জন্য প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু ধ্যানের প্রাচীন ও প্রামাণিক পদ্ধতি যা

হরেকৃষ্ণ ভক্তরা অনুশীলন করেন, তার এক অধিকতর গভীর ও মহৎ উদ্দেশ্য রয়েছে। যদিও এই প্রকার ধ্যান পদ্ধতি অশান্ত মনকে শান্ত করে, কিন্তু যাঁরা জপ করেন, তাঁদের ধর্মীয় ভাব ও চেতনা সমন্বিত প্রকৃত আনন্দের অনুভূতি জাগিয়ে তোলে যা অন্য কোন উপায়ে পাওয়া যায় না।

প্রাচীন ভারতের কালজয়ী আধ্যাত্মিক জ্ঞান সমন্বিত বৈদিক শাস্ত্রে ঐ ধরনের জাগরণমূলক আন্দোলনকে অত্যন্ত জরুরী বলে বিবৃতি দেওয়া হয়েছে। কারণ এই জগতের প্রত্যেকেই স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় ঘুমিয়ে রয়েছে। আমরা আমাদের প্রকৃত আধ্যাত্মিক পরিচয়টা ভুলে গেছি, পরিবর্তে এক অস্থায়ী জড় শরীরকে প্রকৃত স্বরূপ বলে গ্রহণ করেছি যা বিভিন্ন জড় উপাদান দিয়ে গঠিত। বেদ জড় শরীরের সঙ্গে সূক্ষ্ম রূপের তুলনা করে যে অভিজ্ঞতা আমরা স্বপ্নে লাভ করি। যখন ঘুমিয়ে যাই, তখন আমরা আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত পরিচয় ভুলে যাই, এবং ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে আমরা নানাবিধ স্বপ্ন দেখি—বিভিন্ন ধরনের শরীর থেকে কখনও সুখভোগ করি আবার কখনও দুঃখ-কষ্ট পাই। কিন্তু যখন আমরা এ্যলার্ম ঘড়ির শব্দ শুনতে পাই, তখন জেগে উঠি এবং স্বাভাবিক চেতনায় ফিরে আসি। তখন আমরা স্মরণ করতে পারি যে, আমরা কে? এবং কি আমাদের করণীয়। ঠিক একই ভাবে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের অতি শক্তিশালী চিন্ময় শব্দতরঙ্গ শ্রবণের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আমরা আমাদের প্রকৃত আত্মস্বরূপে জেগে উঠি যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সৎ, চিৎ ও আনন্দময়।

প্রাচীন ভারতীয় মুনিঋষিরা আমাদের বলে গেছেন যে, এই জড় জগতে অস্থায়ী স্বপ্নময় পরিস্থিতি উপভোগ করার চেষ্টা মনুষ্য জীবনের লক্ষ্য হওয়া উচিত নয়। পরন্তু, আমাদেরকে আমাদের প্রকৃত স্বরূপে আধ্যাত্মিক ভাবধারায় জেগে ওঠে চিন্ময় জগতে

আসল গৃহে ফিরে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, যেখানে আমরা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে নিত্য সম্বন্ধ উপভোগ করতে পারি।

সুতরাং, এমন নয় যে ধ্যানের মাধ্যমে প্রকৃত সত্ত্বার অনুসন্ধান সাম্প্রতিককালে আবিস্কৃত হয়েছে। কিংবা পাশ্চাত্য জগতের মানুষ দার্শনিক ও ধর্মীয় ঐতিহ্যের নিকট পরিচিত নয়। যদিও পাশ্চাত্য সভ্যতা তার অধিকাংশ শক্তিকে প্রয়োগ করেছে বর্হিবিশ্বে প্রাকৃত সম্পদ অপহরণ ও নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টাতে। তবুও সেখানে রয়েছে অন্তরের দ্বারা পরিচালিত দার্শনিক, সাধু ও যোগী সম্প্রদায় যাঁরা তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য—পরম তত্ত্বকে (Supreme Absolute Truth) জানা, অস্থায়ী জড় জগতের উন্নতীর জন্য নয়।

আত্ম-অনুসন্ধান

গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস ও প্লেটো মানুষের প্রকৃত স্বভাবকে বৈদিক ঋষিদের ধারণার সঙ্গে সমতুল্য বলে মনে করতেন। তাঁরা শিক্ষা দিয়েছিলেন, এই অস্থায়ী জগৎ আমাদের প্রকৃত আলয় নয়, আমরা একসময় চিন্ময়-লোকে বাস করছিলাম। প্লেটোর বিখ্যাত Dialoguse-এ সক্রেটিস বলেছেন যে, আমাদের প্রকৃত স্থিতিতে "আমরা পবিত্র ছিলাম। এই জীবন্ত কারখানায় সযত্নে রক্ষিত ছিলাম না যা আমরা বহন করছি। খোলার মধ্যে যেমন ঝিনুক আবদ্ধ থাকে, আমরাও তেমনি এই শরীরে বন্দী হয়ে আছি।" (ফ্রেড্রাস, অনুবাদক বেঞ্জামিন জোবেট) প্রথমদিককার এথেন্সের চিন্তাবিদদের দর্শনের উদ্দেশ্য ছিল, একজন ব্যক্তির প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা জাগিয়ে তোলা যে চেতনা এই জড় শরীরের আবরণের দ্বারা আবৃত।

যিশুখ্রীষ্টের আসার ৪০০ বছর পর গ্যলিলিও ঠিক একই জ্ঞান প্রদান করেছিলেন। সেন্ট জনের বাণীতে খ্রীষ্ট বলেছেন; "আত্মাই জীবন প্রদান করে, শরীরের কোন উপকারিতা নেই।" (জন ৬:৬৩) অন্যভাবে এই শরীর হচ্ছে প্রকৃত জীবনীশক্তি আত্মার এক বাহ্যিক আবরণ মাত্র। এই কারণে যিশু সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন, "যদি সে সারা বিশ্বকে জয় করেও তার নিত্য আত্মাকে হারায়, সেই মানুষের কি লাভ।" (মার্ক ৮:৩৬) খ্রীষ্ট শিক্ষা দিয়েছিলেন যে, জীবনের প্রকৃত লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের নিগূঢ়তম ধর্মীয় স্বভাবকে অনুধাবন করা ও উপলব্ধি করা। সেন্ট লিউকের বাণীতে (Gospel) যিশু সমগ্র মানব সমাজকে প্রকৃত ধর্মীয় জীবন যাপন করতে উপদেশ দিয়েছেন ঃ "কখনও তারা বলবে না এখানে তাকাও! অথবা ওখানে তাকাও! দেখ, তোমার মধ্যে ভগবানের রাজ্য বিরাজমান।' (লিউক ১৭:২১)

ধ্যানের মাধ্যমে ভগবানের জন্য তাঁর আন্তরিক অনুসন্ধান বর্ণনা করতে গিয়ে রোমান ক্যাথলিক চার্চের এক মহান সাধু ও বিখ্যাত দার্শনিক সেন্ট অগাস্টাইন তাঁর কনফেসান্‌স্ (Confessions) গ্রন্থে বলেছেন কিভাবে তাঁর মন "ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রতিমূর্তিগুলির পরস্পর বিপরীতমুখি সমাবেশ থেকে প্রাপ্ত অভিজ্ঞতা থেকে চিন্তাধারাগুলোকে সরিয়ে নিয়েছিল," (কনফেসান্‌স্, অনুবাদক—সি. বিগ্গে)

মধ্যযুগীয় ইউরোপে ধ্যানের ব্যাপক সম্প্রসারণ হয়েছিল। বহু সাধুসন্ত ও দার্শনীকেরা অপ্রাকৃত বাস্তব জগতের অন্তরতর অনুসন্ধানের জন্য লেখালেখি করত। তাঁর বিখ্যাত ইমিটেসন অফ ক্রাইস্ট (Imitation Of Christ) গ্রন্থে থমাস কেম্পিস্ জড় জগতের ভয়াবহ পরিণাম সম্বন্ধে মানুষকে সাবধান করে দিয়ে ধ্যানের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদান করেছেন ঃ "কি

খোঁজাখুজি করছ এখানে। এই জগত তোমার বিশ্রামের জায়গা নয়। তোমার প্রকৃত আলয় স্বর্গে। সুতরাং, স্মরণ রেখো যে, এই জগতের সবকিছুই পরিবর্তনশীল। সবকিছুই ক্ষণস্থায়ী এবং তুমিও তার মধ্যে, দেখ যাতে করে তুমি গভীরভাবে অনুরক্ত হয়ো না। অন্যথায় তুমিও বন্দী হয়ে যাবে এবং তাদের সঙ্গে বন্দীপ্রাপ্ত হবে। পরম সত্তার সঙ্গে তোমার চিন্তাগুলোকে যুক্ত হতে দাও।" (ইমিটেশন অফ্ ক্রাইস্ট ঃ অনুবাদক লিও সেরলি প্রাইস)

কেউ যখন এই ধরনের গভীর আধ্যাত্মিক উপলব্ধি করে তখন তার জাগতিক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়ে যায়। যেমন অস্মিসির সেন্ট ফ্রান্সিসের ক্ষেত্রে ঘটেছিল। যিনি তাঁর পুরো জীবনটাই প্রার্থনা ও ধ্যানে যুক্ত রেখেছিলেন। সেন্ট বোনাভেন্চুয়া তাঁর 'লাইফ অফ্ সেন্ট ফ্রান্সিস' গ্রন্থে বলেছেন, "সমস্ত সুন্দর জিনিসের মধ্যে তিনি (ফ্রান্সিস) তাঁকে (পরম সত্ত্বা) দর্শন করেছিলেন যিনি সবচেয়ে সুন্দর, এবং তাঁকে তাঁর সমস্ত সৃষ্ট জীবের মধ্যে চিহ্নিত করণের মাধ্যমে সেই পরম প্রেমময় সত্ত্বার নিকট পৌঁছানোর জন্য চালিত হয়েছিলেন। এইসব উপাদানগুলো দিয়ে সিঁড়ি তৈরী করে তা বেয়ে যেন তিনি উপরে উঠতে পারেন—সেই পরম প্রেমময়ের নিকট। (দি লাইফ অফ্ সেন্ট ফ্রান্সিস, নিউ ইয়র্ক ঃ এভরিম্যানস লাইব্রেরী) অন্য ভাষায় বলা যায়, একজন মানুষের যখন প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা জাগরিত হয়, তখন তিনি সর্বত্র এবং সবকিছুর মধ্যে ভগবানকে দেখতে পান। যাকে আমরা অধিকাংশই বাস্তব বলে মনে করি। তার চেয়েও বহুগুণে উন্নত এক আধ্যাত্মিক ও অপ্রাকৃত জ্ঞান সমন্বিত অদ্বিতীয় জগতে প্রবেশ করে। মনে রাখতে হবে, আমাদের সাধারণের অনুভূতির বাইরে এক চিন্ময় বাস্তবতা রয়েছে।

ধর্মীয় মনস্তত্ত্ববিদ রূপে পরিচিত আমেরিকার দার্শনিক উইলিয়াম জেমস্ এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করে বলেছেন, "আমাদের স্বাভাবিক জাগ্রত চেতনা, যাকে আমরা মৌলিক চেতনা বলে থাকি, এক বিশেষ ধরনের চেতনা। কিন্তু সিনেমার পর্দার দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ায় তখন যে চেতনার রূপ বিদ্যমান থাকে, তা সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের। আমরা তাদের অস্তিত্ত্ব সম্বন্ধে কোনও প্রকার সন্দেহ না করে সারা জীবন কাটাতে পারি। কিন্তু প্রয়োজনীয় উদ্দীপক প্রয়োগ করলে বোঝা যায় যে সেগুলো তাদের পরিপূর্ণতা নিয়েই সেখানে রয়েছে। (দি ভ্যারাইটিস্ অফ্ রিলিজিয়াম এক্সপেরিয়েন্স—উইলিয়াম জেমস্)

কিন্তু জীবের সত্ত্বা ও ভগবান সম্বন্ধে তার সুপ্ত চেতনা জাগিয়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উদ্দীপকগুলো কি কি যা প্রত্যেকের হৃদয়ে ঘুমিয়ে রয়েছে? সমস্ত প্রকার প্রকৃত ধর্মীয় কর্তৃপক্ষরা একমত যে, এই ধরনের চিন্ময় অভিজ্ঞতা কোন জড় উদ্দীপক বা অভিজ্ঞতার দ্বারা সম্ভব নয় এমনকি এল.এস.ডি ও অন্যান্য মন-প্রসারণ মাদকের মত রাসায়নিক উপাদানগুলি প্রয়োগ করা সত্ত্বেও অসম্ভব।

তিমোথী লিয়ারীর এক অনুগামী হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা-আচার্য (শ্রীগুরুদেব) শ্রীল প্রভুপাদকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন এক মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনে এল.এস.ডি'র ভূমিকা নিয়ে। তিনি উত্তরে বলেছিলেন যে, আধ্যাত্মিক জীবনে মাদকদ্রব্যের কোন ভূমিকা নেই। কারণ সেগুলি ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করে না এবং সকলপ্রকার মাদক প্রভাবিত আধ্যাত্মিক দৃশ্যাবলী ছিল কেবল মায়াময়। ভগবানকে উপলব্ধি করা এক সহজ স্বত্ত্বা নয় যা একটি বড়ি যা ধূম্রপান করলেই যে কেউ তাঁকে লাভ করতে পারে। (শ্রীল প্রভুপাদ লীলামৃত—সৎস্বরূপ দাস গোস্বামী)

চিন্ময় শব্দতরঙ্গ ও আত্ম-উপলব্ধি

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ এই উপদেশ প্রদান করছে যে, অপ্রাকৃত চেতনা জাগরণের জন্য হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের মত দিব্য শব্দগুলির শ্রবণ-কীর্তন হচ্ছে সবচেয়ে সঠিক পদ্ধতি। চেতনা পরিবর্তনের জন্য শব্দ-শক্তির প্রভাব বহু আগে থেকে প্রতিস্থাপিত হয়ে রয়েছে। ব্রিটিশ দার্শনিক ও রাজনীতিবিদ স্যার ফ্রান্সিস বেকন লক্ষ্য করেছেন যে, "অন্যান্য ইন্দ্রিয়গুলির তুলনায় শ্রবণেন্দ্রিয় আত্মাকে তৎক্ষণাৎ প্রভাবিত করে।" (স্যল্ভ স্যল্ভরুম ইন ওয়ার্কস, সম্পাদক জেমস্ স্পেডিং)

যেহেতু সাধারণ জড় শব্দগুলি কখনই আধ্যাত্মিক চেতনা জাগাতে পারে না, তাই একজন মানুষের অপ্রাকৃত শব্দ-তরঙ্গ শ্রবণ করা উচিত। এই কারণে পৃথিবীর প্রায় প্রত্যেক ধর্মে আমাদেরকে ভগবানের শব্দে ধ্যান করতে অনুমোদন করা হয়েছে। সেন্ট জন তাঁর বাণীগুলিতে লিখেছেন, "সৃষ্টির শুরুতে শুধুমাত্র শব্দগুলি ছিল, এবং এই শব্দ ছিল ঈশ্বরের সঙ্গে, এবং এই শব্দ ছিল স্বয়ং ভগবান।" (জন ১:১) জড় বা পার্থিব শব্দের তুলনায় অপ্রাকৃত শব্দ তরঙ্গ আলাদা গুণমানের। এই সত্যটি সেন্ট অগাস্টাইন পরিস্কার করে ব্যাখ্যা করেছেন তাঁর 'কনফেসান্স্' নামক গ্রন্থে। তিনি বলেছেন যে, একদা তিনি যখন তাঁর যৌগিক সমাধি থেকে নির্গত হয়ে এসেছিলেন তখন তিনি "আবার আমাদের জিহ্বাগুলির যুক্তিহীন অসংলগ্ন কথাবার্তা শুনেছিলেন যার প্রত্যেক শব্দের একটি শুরু ও একটি শেষ আছে। তাঁর শব্দগুলো থেকে আলাদা—তিনি আমাদের প্রভু—স্বয়ং নিজের মধ্যে অবস্থান করেন। কখনও বৃদ্ধ হন না এবং সব বস্তুগুলিকে সৃষ্টি করেন।" (কনফেসান্স্-১০) এবং সেন্ট জনের বাণীগুলিতে যিশুখ্রীষ্ট বলেছেন, যে সমস্ত শব্দগুলো আমি তোমাদেরকে বলেছি, সেগুলি আত্মা।" (জন ৬:৬৩)

আমাদের জীবনগুলোর রূপান্তর ও উন্নততর করার জন্য চিন্ময় শব্দ তরঙ্গগুলি কিংবা ভগবানের বাণীগুলির প্রভূত ক্ষমতা রয়েছে, যেগুলি ভগবানের আসল নামগুলির মতই গুরুত্বপূর্ণ এবং সেগুলি মাঝে মাঝে সঙ্গীতের মাধ্যমে কীর্তিত হয় কিংবা খুব শান্তভাবে ধ্যান করা হয়। যেহেতু ভগবান হচ্ছেন সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত এবং পরমতত্ত্ব, তাই বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে, তাঁর পবিত্র নামগুলির মধ্যে ভগবানের পূর্ণ আধ্যাত্মিক শক্তি নিহিত রয়েছে। ভগবান এবং তাঁর নাম অভিন্ন। পদ্মপুরাণে বলা হয়েছে, "পরমেশ্বর ভগবানের দিব্য নাম এবং স্বয়ং ভগবানের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই এবং পবিত্র নাম ভগবানের মতই পরিপূর্ণ।" স্টোইক দার্শনিক ম্যক্সিমাস মন্তব্য করেছেন, "একজন পরমেশ্বর ভগবান রয়েছেন। তিনি হচ্ছেন ভগবান এবং সকলের শক্তিশালী পিতা।" তিনি বলেছেন, "তিনিই হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যাকে আমরা বিভিন্ন নামে উপাসনা করে থাকি।" (কম্পারেটিভ রিলিজিয়ন, এস্থার কারপেন্টার)। আধুনিক য়ুইশ তত্ত্ববিদ মার্টিন বাবার একমত হয়ে বলেছেন, 'ভগবানের সমস্ত নামগুলি হচ্ছে পবিত্র।" (ওয়ারশিপ ইন দি ওয়ার্ল্ডর্স রিলিজিয়ন্স্, জিওফ্রে পরিন্ডর) এবং বাইবেলও একই ধরণের মন্তব্যে পরিপূর্ণ। ওল্ড টেস্টামেন্টে বলা হয়েছে, "ভগবানের নাম হচ্ছে এক শক্তিশালী দূর্গ বিশেষ ঃ ন্যায়পরায়ন যোগ্য মানুষেরা এর মধ্যে প্রবেশ করে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে।" (প্রোভার্বস; ১৮:১০) ধর্মসঙ্গীতগুলিতে রাজা ডেভিড দাবি করেছেন, "আমি সঙ্গীতের দ্বারা ভগবানের নামের মহিমা প্রশংসা করব" (সামস্, ৬৯:৩০) সম্ভবত ধর্মীয় সঙ্গীতগুলিতে ভগবানের নামের অসংখ্য উদাহরণ রয়েছে ঃ "হে ভগবান সমস্ত জগত

যাদেরকে আপনি সৃষ্টি করেছেন, তারা আপনার নিকট আসবে এবং আপনার উপাসনা করবে, এবং আপনার মহিমা কীর্তন করবে। (সামস্ ৮৫:৯)...ওহে, ভগবানকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কর; তাঁর নাম স্মরণ কর। জনসাধারণের মধ্যে তাঁর অপ্রাকৃত কার্যকলাপ প্রচার কর। তাঁর গান গাও। ধর্মীয় সঙ্গীতগুলো গেয়ে তাঁকে শোনাও। তাঁর আশ্চর্যজনক ক্রিয়াকলাপগুলো আলোচনা কর। তাঁর অপ্রাকৃত নামের মধ্য দিয়ে তাঁর মহিমা কীর্তন কর। (সামস্ ১০৫:১-৪)...সুন্দর তাম্বুরা ও নৃত্যের দ্বারা তাঁর প্রশংসা কর, বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের দ্বারা তাঁর মহিমা ঘোষণা কর। উচ্চ করতাল ধ্বনির দ্বারা তাঁর স্তুতি কর।" (সামস্ ১০৫:৪-৫) মহাপুরুষ ঈশা বর্ণনা করেছেন যে, ভগবান হচ্ছেন এমনই একজন যিনি নিত্যকাল ধরে বিরাজমান এবং যাঁর নাম পবিত্র।" (ঈশা, ৫৭:১৫) কয়েক শতাব্দী পর এক মহান ইহুদী যোগী ইজরায়েল বলি শেম টব (১৬৯৯-১৭৬১) হসিডিজম (Hasidism) নামক ইহুদি ধর্মের অন্তর্গত এক জনপ্রিয় ভক্তিবাদী আন্দোলনের প্রবর্তন করেন যাতে সদস্যরা পরমেশ্বর ভগবানের মহিমা বর্ণনা করে নৃত্য ও কীর্তন করে।

যিশুখ্রীষ্ট যখন তাঁর শিষ্যদের উপদেশ দিচ্ছিলেন কিভাবে প্রার্থনা করতে হয়, তখন ভগবানের পবিত্র নামের মহিমা তিনি বর্ণনা করেছিলেন, "আমাদের পিতা, যিনি স্বর্গরাজ্যে বাস করেন, তাঁর পবিত্র নামে তিনি কীর্তিত হন", এবং রোমানদের নিকট লিখিত তাঁর একটি পত্রে সেন্ট পল উল্লেখ করেছেন "কেউ যখন পরমেশ্বর ভগবানের নাম স্মরণ করবেন, তিনি নিরাপদ থাকবেন।" (রোমান্স্ ১০:১৩)

ঐতিহাসিক ইউসেবিয়াসের মতে, গোড়ার দিকে খ্রীষ্টান চার্চগুলিতে 'ভগবানের মহিমা কীর্তনের জন্য একটি সাধারণ মতৈক্য ছিল।" (এ্যাক্লেসিয়েস্টিক্যাল হিস্ট্রি) ষষ্ঠ শতকে পোপ

এয়োদশ গ্রেগরী কর্তৃক প্রবর্তিত কীর্তনগুলি এবং পরবর্তীকালে হল্লেলুজা'র সমবেত কীর্তনগুলি সহ হ্যাণ্ডেলের বিখ্যাত অবদান 'দি মেশিয়া' আজও সারা বিশ্বে পরিবেশিত এবং প্রশংসিত হয়।

সঙ্গীতগুলিতে ভগবানের নামের মহিমা কীর্তিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টান চার্চগুলিতে আর একটি বিষয় উন্নত হতে দেখা গেছে, তাহল জপমালার গুটিগুলিতে প্রার্থনা ও কীর্তনের মাধ্যমে ভগবানের ধ্যান অনুশীলন পদ্ধতি—যে ঐতিহ্য সমগ্র বিশ্ব জুড়ে লক্ষ লক্ষ ক্যাথলিকরা আজও বহন করে চলেছে। গ্রীকের গোঁড়া (অথোডক্স) চার্চের এক সন্ন্যাসী জন খ্রীসোস্টস্ বিশেষ করে 'ভগবানের নামের প্রার্থনাপূর্ণ আহ্বান' অনুমোদন করেছেন, এবং তিনি বলেছেন এটি 'অপ্রতিহত' ভাবে অনুশীলন করা উচিত। (দি ওয়ে অফ এ পিলগ্রিম, অনুবাদক আর. এম. ফ্রেঞ্চ) পূর্বাঞ্চলীয় চার্চগুলির সদস্যদের মধ্যে "যিশু প্রার্থনা (লর্ড যেশাস, সন্ অফ্ গড, হ্যাভমাসি অন মি') নিয়মিত করে বার বার অনুশীলন হত। 'দি ওয়ে অফ্ এ পিলগ্রিম'এ রাশিয়ার এক সন্ন্যাসী ধ্যানের এই রূপ বর্ণনা করেছেন, "যিশুর প্রতি অবিচলিত আভ্যন্তরীন প্রার্থনা হয় ওষ্ঠের সহিত একটি ধারাবাহিক অপ্রতিহতভাবে—দিব্যনাম স্মরণ করা হয় আত্মাতে, হৃদয়েতে...যিনি এই প্রার্থনায় নিজেকে অভ্যস্ত করবেন। তিনি এমন একটি গভীর শান্ত্বনা এবং সর্বদা প্রার্থনা নিবেদন করার এমন এক গুরুতর প্রয়োজন অনুভব করবেন, যাকে বাদ দিয়ে তিনি জীবন ধারণ করতে পারবেন না।" (দি ওয়ে অফ্ এ পিলগ্রিম)

ইসলাম অনুগামীদের নিকট ভগবানের (আল্লাহ্) নাম পবিত্র রূপে গণ্য করা হয় এবং ঐ নামে তারা ধ্যান করে। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে আল্লার নিরানব্বইটা নাম রয়েছে। তাদেরকে বলা হয় 'সুন্দর নাম সমূহ' (The Beautiful Names)। সেগুলো

মসজিদের দেওয়ালগুলোতে এবং স্মৃতিসৌধ, যেমন তাজমহলের গায়ে খোদাই করা আছে। মুসলমানদের মালাতে (রোসরি) ঐ নামগুলি কীর্তন করে, যা ৩৩টি গুটি করে তিনভাগে বিভক্ত। আল্লাহ্ নামে যাতে মনোযোগ বাড়ে, তার জন্য সাহায্য প্রার্থনা করে পূজারীরা তাঁর নাম পুনরাবৃত্তি করে। ভগবানের দুই উপাধি আল-রহমন ও আল-রহিম, যার অর্থ হচ্ছে, "ভগবান করুণাময়, দয়ালু" —কোরাণের প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে প্রার্থনা করা হয়েছে। ভগবানের অন্যান্য আরবিক নামগুলি তাঁকে স্রষ্টা, দাতা এবং রাজা বলে অভিনন্দিত করেছে।

ভারতের শিখ সম্প্রদায় ভগবানের নামে বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সম্ভবত, শিখেরা ভগবানকে 'নাম' (Nama) বলে সম্বোধন করে—'নাম' (The Nama)। এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গুরু নানক প্রার্থনা করেছিলেন, "ব্রাহ্ম মুহূর্তে ভগবানের নামের অপ্রাকৃত মহিমা স্মরণ করি।" এবং বলেছেন যে, একবার স্বপ্নে তিনি ভগবান কর্তৃক আদিষ্ট হয়েছিলেন এই মর্মে যে, "যাও এবং আমার নাম পুনঃপুনঃ আবৃত্তি কর, এবং এইভাবে করার জন্য অপরকে অনুপ্রাণিত কর।" (জপজী, গুরু নানকের ধ্যান)

লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক ধর্মের অধ্যাপক জিওফ্রে পারিণ্ডার, তাঁর 'ওয়ারশিপ ইন দি ওয়ার্ল্ডস' রিলিজিয়ানস্' গ্রন্থে বলেছেন, "বৌদ্ধ ধর্মমতে জপমালা বহুলভাবে ব্যবহৃত হয়। বড় গুটিগুলি সন্ন্যাসীরা এবং ছোটগুলো অন্যান্য সদস্যরা ব্যবহার করে। বড়গুলোতে ১০৮টি গুটি রয়েছে। দুই অর্ধ একজনের বোধিসত্ত্ব (জ্ঞানবান) হওয়ার ৫৪টি পর্যায়ের ব্যাখ্যা করে। মাঝখানের বড় গুটি শ্রীবুদ্ধদেবকে মনে করিয়ে দেয়।"

'দি পিওর ল্যাণ্ড স্যাক্ট' নামে জাপানের দীর্ঘতম বৌদ্ধধারার সদস্যরা বৌদ্ধনামের পুনরাবৃত্তি অনুশীলন করে (নমু-অমুডা বুৎসু)।

এর প্রতিষ্ঠাতা শিণরন শোনিন বলেন যে, "পবিত্র নামের উৎকর্ষতা-তাঁর জ্ঞানময় উপহার, সারা বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হচ্ছে।" (বুদ্ধিস্ট সামস্) বৌদ্ধ মতদর্শীরা এই শিক্ষা দেয় যে, 'বুদ্ধ' নাম কীর্তন করার মাধ্যমে কীর্তনকারীরা পুনর্জন্মের চক্র থেকে মুক্ত হয়ে পবিত্র ভূমি বা চিন্ময় জগতে গিয়ে শ্রীবুদ্ধের সঙ্গে মিলিত হয়।

কৃষ্ণ ঃ ভগবানের সর্ব-ধারক নাম

যদিও ভগবান সারা বিশ্বে বহু বিভিন্ন নামে পরিচিত, প্রতিটি নামই তাঁর অপ্রাকৃত মহিমা ও আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যগুলির এক একটি বিশেষ দিক বর্ণনা করে। তন্মধ্যে একটি নাম রয়েছে, যা ভগবানের অসীম গুণ ও বৈশিষ্ট্যগুলির সামগ্রিক রূপ প্রকাশ করে। ভগবানের এই সর্বোত্তম, সর্বগুণসম্পন্ন এবং শক্তিশালী নাম বিশ্বের প্রাচীনতম শাস্ত্রগুলিতে দেখতে পাওয়া যায়। ভারতে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বেদে বর্ণনা করে বলা হয়েছে যে ভগবানের নাম হচ্ছে "শ্রীকৃষ্ণ।"

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, "যখন আমরা কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলি, আমরা তখন ভগবানকেই নির্দেশ করি। সারা বিশ্বে এবং সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ভগবানের বহু নাম রয়েছে। কিন্তু বৈদিক জ্ঞান অনুসারে কৃষ্ণ হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম।" (শ্রীনামামৃত ঃ দি নেক্টর অফ দি হলি নেম) তিনি আরও মন্তব্য করেছেন, "তাঁর অপ্রাকৃত ক্রিয়াকলাপ অনুযায়ী ভগবানের বহু নাম রয়েছে। কিন্তু যেহেতু তাঁর ঐশ্বর্যের প্রাচুর্য রয়েছে, এবং এই ঐশ্বর্যের কারণে তিনি প্রত্যেককে আকর্ষণ করছেন। তিনিই হচ্ছেন কৃষ্ণ (সর্ব আকর্ষক)। (শ্রীনামামৃত)

কৃষ্ণের পবিত্র নামের আধ্যাত্মিক গুণাবলী সারা বৈদিক সাহিত্য জুড়ে বর্ণনা করা হয়েছে। পদ্মপুরাণে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কৃষ্ণের পবিত্র নাম অপ্রাকৃত আনন্দময়। এই নাম সমস্ত প্রকার চিন্ময় আশীর্বাদ প্রদান করে, কারণ স্বয়ং কৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত আনন্দের

উৎস।...কোন পরিস্থিতিতে তা জড়ত্ব প্রাপ্ত হয় না, এবং এই নাম কৃষ্ণের চেয়ে কম শক্তিশালী নয়। যেহেতু কৃষ্ণের নামকে কোন প্রাকৃত গুণাবলী দ্বারা কলুষিত করা যায় না, তাই মায়ার দ্বারা কোনও ভাবে সমাচ্ছন্ন হওয়ার কোন প্রশ্নই নেই। কৃষ্ণের নাম হচ্ছে সর্বদা মুক্ত ও চিন্ময়, জড়া প্রকৃতির কোন নিয়মের শর্তসাপেক্ষ নয়। কারণ কৃষ্ণের নাম এবং স্বয়ং কৃষ্ণ অভিন্ন।"

বহু অনাদিকাল থেকে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করার জন্য লক্ষ লক্ষ ভক্ত ও সাধুসন্তরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নাম কীর্তন করে আসছেন।" কিন্তু ইতিহাস বলছে যে, এই নাম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করেছে। ভগবান কৃষ্ণের এক অবতার শ্রীচৈতন্যদেব প্রায় ৫০০ বছর পূর্বে এই বাংলায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং বর্তমান যুগের জন্য আন্তর্জাতিক অনুশীলনের পন্থা স্বরূপ 'হরেকৃষ্ণ' মহামন্ত্র কীর্তন স্থাপন করেছিলেন।

বৈদিক সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী, চার যুগের চক্রবৎ আবর্তনের মধ্য দিয়ে জড় সৃষ্টি নিত্যকাল ধরে প্রবাহমান হয়ে চলেছে। প্রতিটি চক্র একটি সুবর্ণময় যুগ (সত্যযুগ) দিয়ে শুরু হয়। তারপর পরিস্থিতিগুলি ক্রমান্বয়ে ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে কলিযুগে শেষ হয়। এই যুগ কলহ ও ভণ্ডামির জন্য বিশেষভাবে চিহ্নিত। চার যুগের প্রতিটির জন্য বেদ আত্ম-উপলব্ধির একটি আন্তর্জাতিক পন্থা অনুমোদন করেছে, যা ঐ বিশেষযুগের পক্ষে উপযুক্ত।

উদাহরণ স্বরূপ, সত্যযুগে অনুমোদিত পন্থা ছিল ধ্যান—কঠোর তপশ্চর্যা ও প্রায়শ্চিত্তের প্রতিজ্ঞাসহ আজীবন একটানা যোগ অনুশীলন। আমরা বর্তমানে শেষযুগ কলিযুগের প্রারম্ভে আছি। বেদে বর্ণিত প্রকৃত যোগপন্থা অনুশীলনের জন্য যথেষ্ট সহ্যশক্তি, ইচ্ছাশক্তি এবং জীবনের যথেষ্ট সময়কাল মানুষের নেই। এই কারণে বৈদিক শাস্ত্রে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, "এই কলিযুগে

আধ্যাত্মিক প্রগতির জন্য ভগবানের দিব্য পবিত্র হরিনাম কীর্তন ছাড়া, দিব্য হরিনাম কীর্তন ছাড়া, দিব্য হরিনাম কীর্তন ছাড়া অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই, অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই, অন্য কোন বিকল্প উপায় নেই।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

কলিসন্তরণ উপনিষদে বিশেষ করে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের কথা বলা হয়েছে—

"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

৩২টি বর্ণ সমন্বিত এই ষোলনাম কলিযুগের অশুভ প্রভাবগুলি প্রতিহত করার একমাত্র উপায়। সমস্ত বৈদিক শাস্ত্রে দেখা গেছে যে, "এই দিব্যনাম জপ করা ছাড়া ভবসমুদ্র অতিক্রম করার অন্য কোন বিকল্প নেই।"

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনীকাররা বলেছেন যে, তিনি সারা ভারত বহু বছর ধরে পরিক্রমা করে ভগবান কৃষ্ণের দিব্যনাম কীর্তন ও প্রচার করেছেন। তিনি মৃদঙ্গ, করতাল আদি বাদ্যযন্ত্র সহযোগে সংগবদ্ধভাবে হরেকৃষ্ণ মন্ত্র কীর্তন করতেন। মহাপ্রভু স্বয়ং নিস্তব্ধে প্রত্যহ নিজস্ব একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ করতেন। তাঁর বিখ্যাত প্রার্থনা সমন্বিত 'শিক্ষাষ্টকে' ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য নাম সম্বন্ধে মহাপ্রভু লিখেছেন ঃ "চিত্তরূপ দর্পণের মার্জনকারী, ভবরূপ মহাদাবাগ্নি নির্বাপণকারী, জীবের মঙ্গলরূপ কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী, বিদ্যাবধূর জীবনস্বরূপ, আনন্দ সমুদ্রের বর্ধণকারী, পদে পদে পূর্ণামৃতাস্বাদনস্বরূপ এবং সর্বরূপের শীতলকারী শ্রীকৃষ্ণ সংকীর্তন বিশেষরূপে জয়যুক্ত হোন।"

তাঁর জীবদ্দশাকালে, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, সারা বিশ্বের প্রতিটি নগরে ও গ্রামে ভগবান কৃষ্ণের পবিত্র নাম প্রচারিত হবে। এই ভবিষ্যদ্বাণী ৫২২ বছর ধরে শ্রীচৈতন্য

মহাপ্রভু থেকে আগত প্রত্যক্ষ পরম্পরা ধারায় এক মহান সদ্গুরু শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর না আসা পর্যন্ত অসম্পূর্ণ ছিল। ১৮৮৫ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখেছেন, "শুধুমাত্র ভারতের কতিপয় মানুষকে মুক্ত করার জন্য শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবতীর্ণ হয়েছিলেন না। পরন্তু, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত দেশের সকল জীবদের মুক্ত করা এবং জীবের নিত্যধর্ম প্রচার করা।...সন্দেহ নেই যে, এই প্রশ্নাতীত আদেশ বাহিত হয়ে আসবে। খুব শীঘ্রই, হরিনাম সংকীর্তনের এই অতুলনীয় পন্থা সারা বিশ্বে প্রচারিত হবে।...ও, কবে সেই দিন আসবে যখন ভাগ্যবান ব্রিটিশ, ফ্রান্স, রাশিয়া, জার্মান এবং আমেরিকার আপামর জনসাধারণ পতাকা, মৃদঙ্গ ও করতাল নিয়ে, দু'হাত তুলে নগরে নগরে রাস্তায় রাস্তায় কীর্তন করবে।" (সজ্জন তোষণী)

এক শতকের মধ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের এই স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত হয়েছিল। ১৯৬৫ সালে, ভারতের মহান ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক রাষ্ট্রদূত কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ নিউইয়র্কের ইস্ট ভিলেজ পৌঁছছিলেন যা ছিল ষাটের দশকের বিপরীতধর্মী সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পীঠস্থান। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু থেকে গুরু পরম্পরা ধারার দশমতম গুরু শ্রীল প্রভুপাদ ১ বছরের মধ্যে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণভাবনামৃত সংঘ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খুব শীঘ্রই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্রের দিব্য শব্দতরঙ্গ প্রথমে আমেরিকা, তারপর ইংল্যাণ্ড এবং পরে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে প্রসারিত হয়েছিল।

বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যদিও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে কলিযুগ হচ্ছে সবচেয়ে অধঃপতিত যুগ, তবু সমবেতভাবে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে নাটকীয়ভাবে বর্তমান বিশ্বের যুদ্ধ বিধস্ত ঘৃনীত আবহাওয়ার পরিবর্তন করবে। সবচেয়ে প্রাচীন কালজয়ী লেখাগুলি একটি সুবর্ণযুগের ভবিষ্যদ্বাণী করে, যা শুরু হয় হরেকৃষ্ণ কীর্তনের

প্রসারের মাধ্যমে, যে সময়ে এই যুগের যন্ত্রণাপূর্ণ সমস্যাগুলি হ্রাসপ্রাপ্ত হবে এবং মানুষজন সর্বত্র অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক দিক থেকে সুখী হবে।

শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করেছেন, "কলিযুগের আয়ুষ্কাল মাত্র ৪,৩২,০০০ বছর, যার মাত্র ৫,০০০ হাজার বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। আর এখনও ৪,২৭,০০০ বছর বাকী রয়েছে। এই ৪,২৭,০০০ বছরের মধ্যে ১০,০০০ বছরের সংকীর্তন আন্দোলন, যেটি উদ্বোধন করেছিলেন স্বয়ং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ৫০০ বছর পূর্বে—কলিযুগের অধঃপতিত জীবাত্মাদের জন্য সুযোগ প্রদান করেছে কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলন গ্রহণ করতে, হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করতে এবং এইভাবে জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে ভগবদ্ধামে ফিরে যেতে। (শ্রীনামামৃত)

৫

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দিকে পশ্চিম বাংলার ছোট একটি শহরে ভারতের সবচেয়ে অসাধারণ রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় সংস্কারক আবির্ভূত হয়েছিলেন।

গান্ধীজীর ৫০০ বছর পূর্বে এই স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব এক বৃহদাকারে অহিংস অসামরিক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করেছিলেন। বংশগত জাতি প্রথার শ্বাসরোধকারী সীমাবদ্ধতা সম্পূর্ণ নির্মূল করে দিয়েছিলেন এবং সমাজ জীবনের যে কোন বিভাগ থেকে আগত মানুষদের আধ্যাত্মিক জীবনের সর্বোচ্চ স্তর অর্জন করতে তিনি সম্ভব করে তুলেছিলেন। ফলে, মহাপ্রভু ভারতীয় ধর্মীয় জীবনের উপর একদল গর্বিত বুদ্ধিমান প্রভাবশালীদলের কঠোর দমন নীতি ভেঙ্গে চুরমার করে, সমস্ত প্রকার সেকেলে সংস্কার ও সূত্রগুলি অস্বীকার করে তিনি এক বৈপ্লবিক ধর্মীয় আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন যা সমগ্র ভারতে খুব দ্রুতগতিতে প্রসার লাভ করেছে। এর আন্তর্জাতিক আবেদনের কারণে এই আন্দোলন এখন সারা বিশ্বে সম্প্রসারিত হয়েছে। এই ক্ষমতাশালী সংস্কারকের নাম ছিল শ্রীচৈতন্যদেব, আধুনিক যুগের হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা।

ভারতের বৈদিক শাস্ত্রসমূহ নবদ্বীপ শহরের অন্তর্গত মায়াপুর এলাকায় ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বহু পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল। মহান সাধু-সন্ত ও পণ্ডিতেরা শীঘ্রই বুঝতে পারলেন যে, তিনি একজন সাধারণ মানুষ ছিলেন না। পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এক অবতার—আবির্ভূত হয়েছেন এক মহান ভক্তরূপে।

তথাকথিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির ব্যাপারে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কোন উৎসাহ ছিল না। যখন তিনি যৌবনে পদার্পণ করলেন তখন

তাঁর অপ্রাকৃত উদ্দেশ্যগুলি কার্যে রূপায়িত করতে শুরু করলেন। তিনি চেয়েছিলেন সমাজের সকল স্তরের মানুষ ভগবৎপ্রেম লাভ করে সর্বোত্তম আধ্যাত্মিক আনন্দ পেতে পারবে। মহাপ্রভু শিক্ষা দিলেন যে, এই জাগরণ কেবলমাত্র সংকীর্তন আন্দোলনের মাধ্যমেই সম্ভব—ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র।

খুব শীঘ্রই তিনি বহু অনুগামী সংগ্রহ করলেন যাঁরা মনে প্রাণে এই আন্দোলনকে গ্রহণ করেছিলেন—কখনও তারা গৃহে করত, কখনও বা নবদ্বীপের রাস্তায় রাস্তায়। সমাজে বংশগত ধারায় প্রতিষ্ঠিত শাসক দল মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনে ভয় পেয়ে গিয়েছিল—বাংলার মুসলমান শাসক এবং বংশগত হিন্দু পুরোহিত শ্রেণী। এই জাতিগত পুরোহিতেরা কৃত্রিমভাবে ধর্মীয় আধিপত্যকে কায়েম করতে চেয়েছিল। উভয়দলের সদস্যারা স্থানীয় মুসলিম শাসক চাঁদকাজীর নিকট অভিযোগ জানিয়েছিল।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর অনুগামীরা সামাজিক রীতি-নীতিগুলোতে আঘাত হানছে—এর সঙ্গে একমত হয়ে কাজী ক্রমবর্ধমান সংকীর্তন আন্দোলনকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা করলেন। তাঁর আদেশে তার আরক্ষিক বাহিনী মহাপ্রভুর এক ভক্তের বাড়ীতে চড়াও হয়ে সংকীর্তনে ব্যবহৃত মৃদঙ্গগুলি ভেঙে দিল। কাজী সাহেব হরিনাম সংকীর্তন আন্দোলন বন্ধ করার নির্দেশ দিলেন এবং ভয় দেখলেন যে, যদি পুনরায় নবদ্বীপের মাটিতে এই আন্দোলন শুরু হয়, তাহলে তিনি কঠোর সাজা দেবেন।

যখন এই আক্রমণ সম্বন্ধে জানানো হল, তখন মহাপ্রভু তৎক্ষণাৎ বৃহত্তম শান্তিপূর্ণ আইন অমান্য আন্দোলন সংগঠিত করলেন যা ভারতের ইতিহাসে এই সর্বপ্রথম। পূর্ব প্রস্তুতি অনুযায়ী, এক সন্ধ্যায়, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর হাজার হাজার অনুগামী ভক্তবৃন্দ হঠাৎ করে নবদ্বীপের রাস্তায় জমায়েত হল এবং বহু সুসংগঠিত

কীর্তন দলে বিভাজন হয়ে গেল। তারা সারা নগর জুড়ে কীর্তন শুরু করল, হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের শব্দতরঙ্গ ভয়ঙ্কর গর্জনের মত প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। অবশেষে সংকীর্তনকারীরা চাঁদকাজীর বাড়ীতে গিয়ে একজায়গায় সমবেত হল। তিনি ঘরের মধ্যে ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন।

মহাপ্রভুর আহ্বানে কাজী সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন এবং দুজনে আলোচনা করতে শুরু করলেন। খুব বিনয়ের সঙ্গে যুক্তি ও কারণ দেখিয়ে মহাপ্রভু কাজীকে বোঝাতে লাগলেন যে, সংকীর্তন আন্দোলনের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগগুলি সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এক নাটকীয় পরিবর্তন হল। কাজী স্বয়ং চৈতন্যদেবের অনুগামীতে পরিণত হলেন এবং সক্রীয়ভাবে সংকীর্তন আন্দোলন রক্ষা ও প্রচারে সাহায্য করলেন। ঠিক এই দিন হিন্দুরা এই মুসলিম শাসককে শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য সমাধি পরিদর্শন করতে যায়, এবং কাজীর সময় থেকেই মুসলিম অধিবাসীরা সংকীর্তন আন্দোলনে হস্তক্ষেপ করেনি, এমনকি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার সময়েও না।

তাঁর নিজের শহরে এই গুরুত্বপূর্ণ জয়ের পরে খুব বেশিদিন নয়। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সারা ভারতে এই আন্দোলন প্রচার করতে শুরু করলেন। ছয় বছর ধরে দৈর্ঘে-প্রস্থে সমগ্র ভারত পরিক্রমা করলেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন ও ভগবৎ প্রেম সম্প্রসারণ করলেন। বহু জায়গায় শত শত হাজার হাজার জনতা এই বৃহৎ সংকীর্তন পরিক্রমায় তাঁর সঙ্গে যোগ দিত। তা সত্ত্বেও তিনি বিরোধীপক্ষদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হতেন, যার মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল মায়াবাদী সম্প্রদায়। যারা বৈদিক শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ করে সারা ভারত জুড়ে প্রচার করার চেষ্টা করছিল যে, ভগবানের কোন সবিশেষ রূপ নেই। নির্বিশেষবাদীরা

বিশ্বাস করে; যারা সংস্কৃত ভাষায় দক্ষ এবং গভীরভাবে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করে, তারাই এই ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হবে।

তাঁর সমগ্র ভ্রমণকালে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু মায়াবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে তাদের অনেককেই প্রচারের জোরে পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই সম্প্রদায়ের অন্যতম মহান দার্শনিক সার্বভৌম ভট্টাচার্য দার্শনিক আলোচনার মাধ্যমে মহাপ্রভুর উপর প্রভাব বিস্তার করতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু অবশেষে পরাজয় বরণ করতে বাধ্য হন। শ্রীভগবান সম্বন্ধে ভট্টাচার্যের নির্বিশেষ ব্যাখ্যা প্রতিহত করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, "সমস্ত জীবকুল হচ্ছে স্বতন্ত্র সত্ত্বাবিশিষ্ট, পরম পুরুষোত্তম ভগবানের অবিচ্ছেদ্য অংশ বিশেষ। যদি অংশসমূহ স্বতন্ত্র ব্যক্তিসত্তা হয়, তাহলে তাদের উৎস কখনই নির্বিশেষ হতে পারে না। আপাত ব্যক্তিগুলির মধ্যে তিনি হচ্ছেন সর্বোত্তম পুরুষ।" তারপর তাঁর অহৈতুকী করুণাবশত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সার্বভৌমকে তাঁর আদি বিস্ময়কর শ্যামসুন্দর রূপ দর্শন করালেন। এই প্রাক্তন নির্বিশেষ দার্শনিক তখন মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন এবং শীঘ্রই এক মহান ভক্তে পরিণত হলেন।

কিন্তু তখনও বড় ধরনের পরীক্ষা আসতে বাকী ছিল এবং এটি ঘটে ছিল মায়বাদীদের মূলকেন্দ্র বারানসীতে, যা বহু শতাব্দী ধরে এই সম্প্রদায়ের রাজধানী ছিল। সেখানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু অবস্থান করে তাঁর অনুগামী ভক্তবৃন্দদের নিয়ে সংকীর্তন আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছিলেন। যেখানেই যেতেন, হাজার হাজার জনতা তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হত। তৎকালীন মায়াবাদী নেতা প্রকাশানন্দ সরস্বতী এই সংবাদ শুনে মহাপ্রভুর সমালোচনা করে বলতে লাগলেন যে, একজন প্রকৃত ধর্মীয় নেতা কখনই সাধারণ লোকেদের সঙ্গে নৃত্য কীর্তনে নিজেকে নিয়োজিত রাখেন না। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের

আধ্যাত্মিক তাৎপর্য না জেনে এটিকে একটি সাধারণ ভাবপ্রবণতা বলে ধরে নিয়েছিলেন। প্রকাশানন্দ বিশ্বাস করতেন যে, একজন আধ্যাত্মবাদী সর্বদা শাস্ত্রীয় দর্শন অধ্যয়ন করবে এবং পরমতত্ত্বের দীর্ঘ আলোচনায় নিযুক্ত থাকবে। একটি জনপ্রিয় অসাম্প্রদায়িক আন্তর্জাতিক ধর্মীয় আন্দোলনের এবং একটি অনমনীয় মতভেদদুষ্ট, বিচ্ছিন্নতাবাদী দর্শনের মধ্যে বিশাল দ্বন্দ্ব শুরু হল, এবং শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিগ্রই ভারতীয় ধর্মীয় চিন্তাধারার উপর নির্বিশেষবাদীদের প্রভাব বিস্তার করার প্রচেষ্টা চিরকালের জন্য ধ্বংস করে দিলেন।

মহাপ্রভু সম্বন্ধে মায়াবাদীদের ক্রমাগত সমালোচনা শুনে তাঁর অনুগামীরা অত্যন্ত দুঃখ পেল। তখন তাদেরকে শান্ত করার জন্য তিনি সমস্ত প্রকার নেতৃস্থানীয় মায়াবাদীদের সঙ্গে সাক্ষাতের এক আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। জনসভায় মাটিতে আসন গ্রহণ করার পর মহাপ্রভু তাঁর সর্বোচ্চ যৌগিক শক্তি প্রদর্শন করে তাঁর শরীর থেকে এক দিব্য জ্যোতি প্রকাশ করলেন যা সূর্যের থেকেও অধিক উজ্জ্বল ছিল। মায়াবাদীরা বিস্মিত হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে উঠে দাঁড়াল। অতঃপর প্রকাশানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, কেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বেদান্ত দর্শন অধ্যয়ন না করে শুধু নৃত্য-কীর্তনে মেতে রয়েছেন। বৈদিক শাস্ত্রে অত্যন্ত পারঙ্গম মহাপ্রভু উত্তর দিলেন, "আমি এক বিরাট বোকা বলে বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়ন করার পরিবর্তে সংকীর্তন আন্দোলন গ্রহণ করেছি।" প্রকারান্তরে, মহাপ্রভু মায়াবাদীদের শুষ্ক, বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন বৈদিক শাস্ত্র অধ্যয়নের অহংকারের সমালোচনা করলেন, যা তাদের মিথ্যা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পরিচালিত করেছিল। "এবং যেহেতু আমি বোকা", মহাপ্রভু বলে চললেন, "আমার গুরুদেব আমাকে বেদান্ত দর্শন নিয়ে আলোচনা করতে নিষেধ করে গেছেন। পরন্তু আমার পক্ষে ভগবানের দিব্যনাম জপ করা অধিকতর ভালো বলে, তিনি উপদেশ দিয়ে

গেছেন, কারণ তা জড় বন্ধন থেকে মুক্ত করবে।" তাঁর গুরুদেব এক সংস্কৃত শ্লোক সর্বদা স্মরণ রাখতে তাঁকে বলে গেছেন, মহাপ্রভু উচ্চারণ করলেন—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥

"এই কলিযুগে ধর্মীয় প্রগতির জন্য ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করা ছাড়া, দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া, দিব্য নাম কীর্তন করা ছাড়া অন্য কোন উপায় নেই, অন্য কোন উপায় নেই, অন্য কোন উপায় নেই।" (বৃহন্নারদীয় পুরাণ)

ঘন্টার পর ঘন্টা ধরে চলছিল এই আলোচনা। অবশেষে, মায়াবাদী সম্প্রদায়ের সর্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর অনুগামীরা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর চরণে আত্মসমর্পণ করলেন এবং পরম উৎসাহের সঙ্গে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র নাম কীর্তন করতে লাগলেন। এটি সর্বকালের বিখ্যাত ধর্মান্তরিত করণের মধ্যে অন্যতম ছিল। এই রূপান্তরের ফলে সমগ্র বারানসী নগরী শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল।

যদিও মহাপ্রভু এক ব্রাহ্মণ বংশে জন্মেছিলেন, সমাজের উচ্চবর্ণের এক সদস্য ছিলেন, তবু তিনি সর্বদা এই প্রকার উপাধিগুলিকে বাহ্যিক বলে মনে করে তদনুরূপ আচরণ করতেন। যুগের প্রচলিত সামাজিক প্রথাকে অস্বীকার করে তিনি নিম্নবর্ণের ভক্তের বাড়িতে অবস্থান করে তাদের সঙ্গে প্রসাদ পেতেন। তিনি ভগবদ্ প্রেমের উপর তাঁর গূঢ় শিক্ষা প্রদান করেছিলেন রামানন্দ রায়কে, যিনি এক নিম্নবর্ণের সদস্য ছিলেন। মহাপ্রভুর আর একজন শিষ্য হরিদাস ঠাকুরকে, যিনি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন এবং হিন্দুসমাজে ব্রাত্য ছিলেন, মহাপ্রভু নামাচার্য উপাধিতে ভূষিত করে উন্নীত করেছিলেন—ভগবানের কৃষ্ণের দিব্য

নামের আচার্য রূপে। মহাপ্রভু জনগণকে কখনই তাঁর সামাজিক পরিচয় দিয়ে বিচার না করে তাদের আধ্যাত্মিক উন্নতির দিয়ে বিচার করতেন।

এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু সমস্ত প্রকার মানুষদের জন্য এক আন্তর্জাতিক ধর্মের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছিলেন—যা আধ্যাত্মিক জাগরণের এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। এখন তা সারা বিশ্বজুড়ে প্রসারিত হচ্ছে। বর্তমান যুগে যখন চার্চ, মন্দির ও মসজিদগুলোতে দর্শনার্থীর উপস্থিতির হার কমছে, এবং বিশ্ব যখন বহু ধর্মীয় ও রাজনৈতিক দলগুলির পারস্পরিক হিংসাশ্রয়ী দ্বন্দ্বে ছিন্নভিন্ন হয়ে যাচ্ছে, তখন সহজেই অনুমেয় যে, জনসাধারণ বাহ্যিক পৃথক পৃথক ধর্মীয় সিদ্ধান্তে অধিক থেকে অধিকতর বিভ্রান্ত ও অসন্তুষ্ট।

তাই মানুষজন আজ এক সীমাহীন ধর্মীয় অভিজ্ঞতার জন্য ক্ষুধার্ত হয়ে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ সারা বিশ্বজুড়ে মহাপ্রভুর এই সংকীর্তন আন্দোলনে সেই অভিজ্ঞতা অর্জন করছে। মহাপ্রভু বলেছেন, "এই সংকীর্তন আন্দোলন বৃহত্তর জনগণের উপর কৈরবচন্দ্রিকা বিতরণকারী এক আশীর্বাদ স্বরূপ সমস্ত প্রকার অপ্রাকৃত জ্ঞানের জীবনস্বরূপ। এই সংকীর্তন অপ্রাকৃত আনন্দের সমুদ্র বৃদ্ধি করে এবং উদ্বিগ্ন আমাদের সকলকে অমৃত আস্বাদনে সামর্থ্য প্রদান করে।"

৬

শ্রীল হরিদাস ঠাকুর ও বারবনিতা (লক্ষহীরা)

ষোড়শ শতকে ভারতবর্ষে যারা জাতি প্রথাকে কঠোরভাবে অনুসরণ করত, তারা মুসলমানদের সঙ্গে সমস্ত প্রকার সম্পর্ক এড়িয়ে যেত। তথাপি আধুনিক কালের হরেকৃষ্ণ আন্দোলনের প্রবক্তা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীল হরিদাস ঠাকুরকে, যিনি মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, নামাচার্য অর্থাৎ ভগবান কৃষ্ণের দিব্য নামের আচার্য, উপাধিতে ভূষিত করে সমস্ত প্রকার কুসংস্কার ও গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করেন। এইভাবে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু তাঁর মূল শিক্ষাগুলির মধ্যে অন্যতম একটিকে বাস্তবে আচরণ করে দেখিয়েছেন—যদি কোন ব্যক্তিকে মহান ভক্ত হতে দেখা যায়, তাকে তার জন্ম বা সামাজিক স্থিতি বিবেচনা না করে তাকে শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। এই ধরনের আধ্যাত্মিক উন্নত ব্যক্তিরা অপরের জীবনকে সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তন করতে পারে। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের জীবনী থেকে নিম্নলিখিত ঘটনায় আমরা দেখতে পাই যে, কিভাবে একজন সুন্দরী বারবনিতা তাঁর জপশক্তির প্রভাবে এক মহান সাধুতে পরিণত হয়েছিলেন।

বেনাপুলের জঙ্গলে, যা এখন বাংলাদেশের অন্তর্গত, হরিদাস ঠাকুর পবিত্র তুলসী বৃক্ষের সামনে বসে দিন-রাত কৃষ্ণের দিব্যনাম জপ করতেন। তিনি প্রতিদিন ভগবানের তিন শত হাজার সংখ্যক নাম জপ করতেন; ভক্ত সর্বদা সমাধিস্থ অবস্থায় থাকতেন এবং তাঁর

শরীর প্রতিপালিত হত জপের আধ্যাত্মিক শক্তি থেকে, এবং প্রায় ঘুমোতেন না বললেই চলে। তিনি এতই প্রভাবশালী ছিলেন যে, প্রতিবেশী লোকজন তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করত।

কিন্তু জেলার কর সংগ্রাহক জমিদার রামচন্দ্র খান কৃষ্ণভক্তদের প্রতি মাৎসর্যপরায়ণ ছিলেন। হরিদাস ঠাকুরের প্রতি জনগণের গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন সহ্য করতে অসমর্থ হয়ে তাঁকে অপমানিত করার জন্য ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের চরিত্রে কোনও প্রকার যখন দোষ-ত্রুটি খুঁজে পেল না, তখন সে কিছু স্থানীয় বেশ্যাদের ডাকল এবং তাঁকে অসম্মান করার জন্য ছক কষল। রামচন্দ্র খাঁ বেশ্যাদের বলল, "হরিদাস ঠাকুর নামে এক সাধু রয়েছে। তোমরা সকলে মিলে এমন এক কৌশল বের কর যাতে করে সে তপশ্চর্যার প্রতিজ্ঞা থেকে ভ্রষ্ট হয়ে যায়।" 'তপশ্চর্যা' শব্দের অর্থ হচ্ছে ইন্দ্রিয় তৃপ্তি থেকে বিরত থাকা, বিশেষ করে যৌন আনন্দ।

রামচন্দ্র খান সাধুকে ব্রহ্মচর্য ব্রত থেকে ভ্রষ্ট এবং তাঁকে কলঙ্কিত করার জন্য এক অতি সুন্দরী যুবতী মহিলাকে নির্বাচন করল। মহিলাটি প্রতিজ্ঞা করল, "আমি ৩ দিনের মধ্যে হরিদাস ঠাকুরের মন আকর্ষণ করব।"

রামচন্দ্র খান বেশ্যাকে বলল, "আমার পাহারাদার তোমার সঙ্গে যাবে এবং যেই মুহূর্তে সে তোমাকে হরিদাস ঠাকুরের সঙ্গে মিলিত হতে দেখবে, সে তৎক্ষণাৎ তাকে বন্দী করবে এবং তোমাদের উভয়কে আমার নিকট নিয়ে আসবে।"

পতিতা রমণি উত্তর দিল, "প্রথমে আমাকে একবার তার সঙ্গে মিলিত হতে দিন। তারপর দ্বিতীয় বারে আমি আপনার পাহারাদারকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব তাকে বন্দী করার জন্য।

রাত্রে বারবনিতা নিজেকে মোহিনী সাজে সজ্জিত করে হরিদাস ঠাকুরের কুঠিরে গেল। হরিদাস ছিলেন যুবক, সুঠাম দেহ, সুন্দর

স্বাস্থ্য এবং মেয়েটির খুব আগ্রহ ছিল একাকী তাঁকে পেতে। তুলসী দেবীকে প্রণাম নিবেদন করে সে ঠাকুরের কুঠিরের দরজায় গেল। তাঁকে প্রণাম নিবেদন করে তথায় দাঁড়িয়ে রইল। তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে হরিদাস ঠাকুরের চোখে চোখে রেখে সে চৌকঠায় বসে সুমিষ্টস্বরে তাঁর সঙ্গে কথা বলতে শুরু করল ঃ

"হে প্রিয় হরিদাস, হে মহান প্রচারক, শুদ্ধভক্ত, তুমি এত সুন্দর সুগঠিত, এবং তোমার যৌবনকাল শুরু হয়েছে। তোমাকে দেখে কোন্ যুবতী মহিলা তার মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে? আমি তোমার সঙ্গে মিলিত হওয়ার জন্য অত্যন্ত আগ্রহী। আমার মন তোমাকে পাওয়ার জন্য খুব লুব্ধ হয়ে উঠেছে। তুমি যদি আমাকে গ্রহণ না কর, তাহলে আমার শরীর ও আত্মাকে একসঙ্গে রাখতে সমর্থ হব না।"

হরিদাস ঠাকুর উত্তর দিলেন, "আমি তোমাকে অবশ্যই গ্রহণ করব, এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু আমার মালাতে সংখ্যাপূর্বক নাম জপ শেষ না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে অপেক্ষা করতে হবে। ঐ সময় পর্যন্ত অনুগ্রহ করে বস এবং ভগবানের অপ্রাকৃত নাম জপ শ্রবণ কর। যেই মুহূর্তে আমার নাম জপ শেষ হবে, আমি তোমার বাসনা পূরণ করব।"

এই কথা শুনে পতিতা রমণী সেখানে বসে থাকল। ভোরের আলো ফোটা পর্যন্ত হরিদাস গুটিতে মালা জপ করছিলেন। যখন সে দেখল যে ইতিমধ্যে সকাল হয়ে গেছে, তখন রমণীটি উঠে দাঁড়াল এবং স্থান ত্যাগ করে সোজা রামচন্দ্র খানের কাছে গিয়ে সব ঘটনা খুলে বলল।

"আজ হরিদাস ঠাকুর আমার সঙ্গ উপভোগ করার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছে", সে বলল, "আগামীকাল নিশ্চিত আমি তার সঙ্গে মিলিত হব।"

পরের রাত্রে যখন বেশ্যা রমণী আবার এল, হরিদাস ঠাকুর তাকে বহু আশ্বাসবাণী শোনালেন, "গত রাত্রে তুমি অনিৎসাহিত হয়েছ। দয়া করে আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি নিশ্চয়ই তোমাকে গ্রহণ করব। অনুগ্রহ করে বস এবং হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ শ্রবণ কর যতক্ষণ না আমার নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপ সমাপ্ত হচ্ছে। তারপর তোমার ইচ্ছা নিশ্চয়ই পূর্ণ হবে।"

পুনরায় তুলসীদেবী ও হরিদাস ঠাকুরকে প্রণতি জ্ঞাপন করে সে দরজায় বসল। হরিদাস ঠাকুরের হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ শুনে সেও জপ করল, "হে আমার হরি! হে আমার হরি!

যখন রাত্রি শেষ হয়ে এল, পতিতাটি অশান্ত হয়ে উঠল, তা দেখে হরিদাস বললেন, "আমি প্রতিজ্ঞা করেছিলাম এক মাসে এক কোটি জপ সমাপ্ত করার। এখন এটি শেষের দিকে, আমি ভেবেছিলাম আজ হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ শেষ করতে পারব। আমি সারারাত ধরে সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলাম দিব্যনাম জপ শেষ করার, কিন্তু আমি পারিনি। আগামীকাল আমি নিশ্চিত শেষ করব এবং আমার প্রতিজ্ঞা পূরণ হবে। তখন আমার পক্ষে পূর্ণ স্বাধীনতায় তোমার সঙ্গ উপভোগ করা সম্ভব হবে।"

বেশ্যা রমণী রামচন্দ্রের কাছে ফিরে এল এবং যা যা ঘটেছিল, সব জানাল। পরের দিন সে সকাল সকাল এল, সন্ধ্যার শুরুতে, এবং সারারাত ধরে ছিল, আবার সে হরিদাসের জপ শুনতে শুরু করল এবং বলতে লাগল, 'হরি, হরি' ভগবানের দিব্য নাম।

"আজ আমার পক্ষে জপ সংখ্যা সমাপ্ত করা সম্ভব হবে।" সাধু বললেন "তারপর আমি তোমার সমস্ত ইচ্ছা পূরণ করব।"

রাত্রি শেষ হয়ে এল তথাপি হরিদাস জপ করে চলেছেন। কিন্তু হরিদাস ঠাকুরের জপ ক্রমাগত শ্রবণ করার কারণে রমণীর মন পুরোপুরি পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। এখন সম্পূর্ণ পবিত্র হয়ে সে

ক্রন্দন করতে শুরু করল এবং হরিদাস ঠাকুরের পাদপদ্মে পতিত হয়ে স্বীকার করল যে, রামচন্দ্র খাঁ তাঁকে কলঙ্কিত করার জন্য তাকে নিযুক্ত করেছিল।"

রমণীটি বলল, "যেহেতু আমি বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করেছি, তাই অসংখ্য পাপকর্ম করেছি। হে আমার প্রভু! আমার প্রতি দয়াপরবশ হোন। আমার পতিত আত্মাকে মুক্ত করুন।"

হরিদাস ঠাকুর উত্তরে বললেন, "রামচন্দ্র খানের এই গোপন ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে আমি সবকিছু জানি। সে একজন অজ্ঞ বোকা ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কারণে তার কার্যকলাপে আমি অসুখী নই। যেদিনই রামচন্দ্র খান আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল, সেদিনই আমি এস্থান ত্যাগ করে চলে যেতাম। কিন্তু যেহেতু তুমি এলে এবং তোমাকে মুক্ত করার জন্য আমি তিনদিন ছিলাম।"

রমণীটি প্রার্থনা নিবেদন করল ঃ "দয়া করে আমার গুরুদেবের ভূমিকা পালন করে আমাকে উপদেশ প্রদান করুন কিভাবে আমি জড় অস্তিত্বের বন্ধন থেকে মুক্ত হব।"

হরিদাস ঠাকুর বললেন, "এই মুহূর্তে বাড়ী যাও এবং তোমার যে সম্পত্তি আছে, তা ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিতরণ কর। তারপর এই কুটিরে এসে অবস্থান কর এবং কৃষ্ণভাবনামৃতে স্থিত থেকে তুলসী মহারাণীর সেবা কর, জলদান কর, প্রার্থনা নিবেদন কর এবং ক্রমাগত হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কর। তাহলে তুমি শীঘ্রই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পাদপদ্মে আশ্রয় পাওয়ার সুযোগ লাভ করবে।"

এইভাবে বেশ্যা রমণীকে উপদেশ প্রদান করে হরিদাস ঠাকুর উঠে দাঁড়ালেন এবং ভগবানের পবিত্র নাম জপ করতে করতে সে স্থান ত্যাগ করে চলে গেলেন।

শ্রীগুরুদেবের আদেশমত রমণীটি তার গৃহের যাবতীয় সম্পত্তি স্থানীয় পুরোহিতদের মধ্যে বিতরণ করলেন। হরিদাস ঠাকুরের

পদাঙ্ক অনুসরণ করে তিনি প্রত্যহ তিনশত হাজার বার হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে শুরু করেন—সারাদিন ও সারারাত ধরে এবং তুলসীদেবীর আরাধনা করতেন। সামান্য কিছু খেয়ে কিংবা উপবাসী থেকে ইন্দ্রিয়গুলিকে জয় করলেন। যেই মুহূর্তে ইন্দ্রিয়গুলি নিয়ন্ত্রিত হল, তাঁর শরীরে ভগবৎ প্রেমের লক্ষণগুলি প্রকাশ পেতে লাগল।

এইভাবে, বারবণিতা মহিলা এক মহান সাধুতে পরিণত হলে তাঁর খ্যাতি সারা অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল এবং সবাই তাঁকে দেখতে আসতে লাগল। কেননা আধ্যাত্মিক জীবনে তিনি অনেক এগিয়ে গেছেন। তাঁর উন্নত চরিত্র দর্শন করে সবাই অবাক হয়ে গেল। তারা হরিদাস ঠাকুরের মহিমা কীর্তন করে তাঁকে পুনঃপুনঃ প্রণতি নিবেদন করল।

আর ভগবানের দিব্য ব্যবস্থাপনায় রামচন্দ্র খানের সবকিছু নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। আর হরিদাস ঠাকুর ভ্রমণ করতেন এবং ভগবানের দিব্য নামের মহিমা প্রচার করতেন। তিনি প্রায়ই বলতেন, "যেমন সূর্য উদয় হলে বিশ্বের সমগ্র অন্ধকার দূর হয়ে যায়, যা সমুদ্রের মত গভীর। তেমনি ভগবানের দিব্য পবিত্র নাম, যদি অপরাধশূন্য হয়ে করা যায় তাহলে, পাপময় জীবনের সমস্ত প্রতিক্রিয়াগুলি দূর হয়ে যায়। ভগবানের দিব্য পবিত্র নামের জয় হোক, যা সমগ্র বিশ্বের পক্ষে মঙ্গলজনক।"

এই দিনে হাজার হাজার তীর্থযাত্রীরা প্রতি বছর হরিদাস ঠাকুরের সমাধি ক্ষেত্র দর্শন করতে যায়। মুসলমান পরিবারে জন্মগ্রহণ করে ভগবানের দিব্য নামের আচার্য হন এবং ভারতের অন্যতম এক মহান সাধু রূপে পরিগণিত হন।

নামাচার্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর কি, জয়!

৭

মন্ত্র-ধ্যানের বিজ্ঞান

(কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের লেখা থেকে উদ্ধৃত অংশবিশেষ)

আমাদের আদি সত্ত্বার পুনর্জাগরণ

স্ফুলিঙ্গগুলি যতক্ষণ আগুনের সংস্পর্শে থাকে, ততক্ষণ দেখতে সুন্দর লাগে। তেমনই, আমাদের ভগবানের সংস্পর্শে থেকে ভক্তি সহকারে নিরন্তর ভগবানের সেবা করা উচিত, কারণ তা হলে আমরাও উজ্জ্বল ও জ্যোতির্ময় থাকব। ভগবানের সেবা থেকে পতিত হওয়া মাত্রই আমাদের ঔজ্জ্বল্য ও প্রভা তৎক্ষণাৎ হারিয়ে যায়, অথবা অন্তত কিছু সময়ের জন্য নষ্ট হয়ে যায়। স্ফুলিঙ্গ সদৃশ জীব যখন অগ্নি সদৃশ ভগবান থেকে বিচ্যুত হয়ে জড় জগতে পতিত হয়, তখন তাকে অবশ্যই ভগবানের কাছ থেকে মন্ত্র গ্রহণ করতে হয়, যেমন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু দান করে গেছেন। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের ফলে, আমরা এই জড় জগতের সমস্ত দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারব। (শ্রীমদ্ভাগবত ৮/৬/১৫)

মন্ত্র সকলের জন্য

ভগবৎপ্রেম প্রসারের জন্য প্রধান প্রচার মাধ্যমরূপে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—এই কীর্তন প্রবর্তন করেছেন। এই নয় যে, এটি শুধু কলিযুগের জন্য অনুমোদিত, এটা প্রত্যেক যুগের জন্য। সব যুগেই কিছু কিছু ভক্ত রয়েছেন, যারা জপ অনুশীলন করে সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভ করেছেন। এটিই হচ্ছে কৃষ্ণভাবনামৃত

আন্দোলনের সৌন্দর্য। এই পন্থা কেবল এক যুগের জন্য নয়, এক দেশের জন্য নয়, এক শ্রেণীর লোকেদের জন্য নয়। হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র যে কোন যুগে, যে কোন দেশে, যে কোন সামাজিক স্থিতিতে যে কেউ জপ করতে পারে কারণ শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত যুগের, সমস্ত দেশের, সমস্ত সামাজিক পদমর্যাদায় স্থিত সকল জীবের পরমেশ্বর ভগবান। (কৃষ্ণচেতনায় উত্তোরণ)

আমাদের প্রকৃত চেতনার জাগরণ

শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে বলা হয়েছে, "বিশুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সকলের হৃদয়েই আছে। হরিকথা শ্রবণ-কীর্তন দ্বারা হৃদয় নির্মল হলে অচিরেই জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণপ্রেমের উদয় হয়। কৃষ্ণসেবা জীবের জন্মগত অধিকার। তাই সকলকে কৃষ্ণকথা শোনার সুযোগ দেওয়া উচিত। শুধু 'শ্রবণ-কীর্তন' করে চিত্ত শুদ্ধ হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তির উদয় হয়।" কৃষ্ণভক্তি সব সময় সকলের হৃদয়ে রয়েছে, কৃত্রিমভাবে তা জীবের হৃদয়ে আরোপ করা যায় না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকীর্তন করলে জীবের চিত্তদর্পণ নির্মল হয়। (উপদেশামৃত, শ্লোক ৪)

জপ ঃ আন্তর্জাতিক ধর্ম

বর্তমান যুগে সামান্য বিষয়কে কেন্দ্র করে কলহ উপস্থিত হয়। এই কারণে শাস্ত্রে এই যুগের আত্মোপলব্ধির জন্য এক সর্বসাধারণের উপায় অনুমোদন করেছে। তা হল ভগবানের দিব্য নাম কীর্তন। জনসাধারণ তাদের নিজ নিজ ভাষায় সুন্দর সঙ্গীত সহযোগে ভগবানের মহিমা কীর্তনের জন্য সমবেত হতে পারে এবং যদি এই ধরনের অনুষ্ঠান অপরাধশূন্য হয়ে করা হয়, তাহলে এটা নিশ্চিত যে কোন কঠিন পদ্ধতি অবলম্বন না করে অংশগ্রহণকারীরা ধীরে ধীরে আধ্যাত্মিক পূর্ণতা লাভ করতে পারে।...সমগ্র মানবজাতির আন্তর্জাতিক ধর্মের জন্য বিশ্বের সমস্ত অধিবাসীরা ভগবানের পবিত্র নামকে এক সর্বসাধারণের উপায়রূপে ব্যবহার করবে। (শ্রীমদ্ভাগবত প্রথম স্কন্ধ ভূমিকা)

শব্দ তরঙ্গের মাধ্যমে ভগবৎ দর্শন

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—হচ্ছে একটি শব্দ যা কৃষ্ণ থেকে অভিন্ন। কৃষ্ণ শব্দ এবং কৃষ্ণ ব্যক্তি একই।...কিছু বস্তু রয়েছে যা আমরা শুনতে পাই কিন্তু দেখতে পাই না। যেমন বায়ু, যখন কানের পাশ দিয়ে শো শো শব্দ করে প্রবাহিত হয়, তখন তাকে দেখার সম্ভাবনা নেই। যেহেতু দেখার চেয়ে শোনা কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, তাই আমরা কৃষ্ণ শুনতে পারি এবং শব্দের মাধ্যমে তাঁর উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং বলেছেন, "আমি বৈকুণ্ঠে বাস করি না, কিংবা যোগীদের হৃদয়ে থাকি না, যেখানে আমার ভক্তরা আমার কীর্তন করে, তথায় আমি বাস করি। যখন আমরা ভগবদ্ভক্তিতে সত্যিকারে অগ্রসর হই, তখন কৃষ্ণের উপস্থিতি অনুভব করতে পারি। (রাজবিদ্যা ঃ জ্ঞানযোগ)

পবিত্র নাম আগুনের মত কাজ করে

আগুন তা সে একটি নিরীহ পশু জ্বালাক অথবা একজন প্রাজ্ঞ প্রবীণ ব্যক্তিই জ্বালাক, তা দহন করে। যেমন, আগুনের দাহিকা শক্তি সম্বন্ধে অবগত একজন প্রবীণ ব্যক্তিই হোক অথবা সেই বিষয়ে অজ্ঞ একটি শিশুই হোক, যদি কেউ তৃণরাশিতে অগ্নি প্রদান

করে, তাহলে তা ভস্মীভূত হবে। তেমনই, কেউ হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের শক্তি সম্বন্ধে অবগত হতে পারেন অথবা না হতে পারেন, কিন্তু তিনি যদি সেই নাম কীর্তন করেন, তাহলে তিনি সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হবেন। (শ্রীমদ্ভাগবত ৬/২/১৮)

অহংকার থেকে মুক্তি

ভগবানের পবিত্র নামের প্রভাবে কীর্তনকারী ব্যক্তি মিথ্যা অহংকারের কবল থেকে মুক্ত হয়। নিজেকে জগতের ভোক্তা এবং জগতের সমস্ত বস্তুকে নিজের ভোগের সামগ্রী বলে মনে করাটাই হচ্ছে মিথ্যা অহংকার। সমগ্র জড় জগত আবর্তিত হচ্ছে এই মিথ্যা অহংকার প্রসূত "আমি" এবং "আমার" ভ্রান্ত ধারণার প্রভাবে। কিন্তু ভগবানের দিব্য নাম কীর্তনের ফলে সেই ভ্রান্তি থেকে মুক্ত হওয়া যায়। (শ্রীমদ্ভাগবতম ২/১/১১)

নাম-কীর্তন মৃত্যুকে পরাভূত করে

ভগবানের কৃপায় ভক্ত যদি মৃত্যুর সময়ে তাঁর পবিত্র নাম—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—কীর্তন করেন, তাহলে তিনি তৎক্ষণাৎ এই ভবসাগর পার হয়ে চিৎজগতে প্রবেশ করেন। তাঁকে আর জন্ম-মৃত্যুর সংসার চক্রে ফিরে আসতে হয় না। কেবলমাত্র ভগবানের পবিত্র নাম কীর্তন করার ফলে, মৃত্যুর সাগর পার হওয়া যায়। (শ্রীমদ্ভাগবত ৪/১০/৩০)

অপ্রাকৃত আনন্দের উপলব্ধি

কৃষ্ণ নাম ও স্বয়ং কৃষ্ণে অভিন্নতা সম্যক উপলব্ধি থেকে কৃষ্ণে উপজাত অপ্রাকৃত রতিকে ভাব বলে। ভাব-প্রাপ্ত ভক্ত নিঃসন্দেহে

প্রাকৃত কলুষমুক্ত হন। 'ভাব' থেকে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করেন। পরিণত 'ভাব'কে বা 'ভাব' ঘনীভূত হলে তাকে ভগবৎ প্রেম বলে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রকাশানন্দ সরস্বতীকে বলেন যে, মহামন্ত্র নামে পবিত্র কৃষ্ণনাম কীর্তনকারীকে পরিণত ভাব বা ভগবৎ-প্রেম প্রদান করে। (শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা)

ভগবানের শব্দ অবতার

কখনো কখনো কৃষ্ণ স্বয়ং আসেন, কখনও বা শব্দ অবতার রূপে আসেন, আবার কখনও তিনি ভক্তরূপে অবতরণ করেন। তাঁর নানাবিধ অবতার রয়েছে। বর্তমান যুগে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ দিব্যনাম রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুও এই সত্য প্রতিপন্ন করেছেন যে, কৃষ্ণ শব্দরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। ভগবান শব্দরূপ ধারণ করেন। এই কারণে বলা হয় যে, কৃষ্ণ ও তাঁর নামের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। (কৃষ্ণচেতনায় উত্তরণ)

কৃষ্ণ বা খ্রিস্ট অভিন্ন

(একজন খ্রিস্টান সন্ন্যাসীর সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার থেকে)

ক্রিস্টোস হচ্ছে কৃষ্ণ শব্দটির গ্রীক সংস্করণ। ভারতীয়রা প্রায়ই কৃষ্ণকে 'কৃষ্ট' বলে। সংস্কৃত ভাষায় কৃষ্ণ শব্দের অর্থ হল আকর্ষণ করা। তাই যখন আমরা ভগবানকে 'খ্রিস্ট' বা কৃষ্ণনামে অভিহিত করি, তখন আমরা সেই সর্বাকর্ষক পরমেশ্বর ভগবানকেই ডাকি। যিশু বলেছিলেন, "আমাদের পিতা, যিনি স্বর্গে অবস্থান করছেন, তাঁর নামের মহিমা প্রচারিত হোক।" ভগবানের সেই নাম হচ্ছে 'খ্রিস্ট' বা 'কৃষ্ণ।' কৃষ্ণ অথবা খ্রিস্ট-তাতে কিছু যায় আসে না,

নাম একই। তবে আসল কথা হচ্ছে বৈদিক শাস্ত্রের নির্দেশ অনুসারে, এই কলিযুগে জড়বন্ধন থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়স্বরূপ ভগবানের নাম কীর্তন করা। আমি এখানে আপনাদের শিক্ষা দিতে আসিনি, এসেছি ভগবানের নাম কীর্তন করার জন্য আপনাদের অনুরোধ করতে। বাইবেলও সেই উপদেশই দিচ্ছে। আসুন, আমরা একে অপরের সঙ্গে সহযোগিতা করে ভগবানের নাম কীর্তন করি। কৃষ্ণনাম কীর্তন করতে যদি আপনার আপত্তি থাকে, তাহলে 'খ্রিস্ট' বা 'ক্রিস্টোস' নাম কীর্তন করুন, তাতে কোন ভেদ নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন, '*নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তিঃ*—"ভগবানের অনন্তকোটি নাম রয়েছে, এবং যেহেতু তাঁর নাম এবং তিনি স্বয়ং অভিন্ন, তাই তাঁর প্রতিটি নামেই তাঁর পূর্ণশক্তি অর্পিত হয়েছে। তাই হিন্দু, খ্রিস্টান অথবা মুসলমান উপাধিযুক্ত হয়েও যদি আপনি আপনার শাস্ত্র-নির্দেশিত নামে তাঁর কীর্তন করেন, তাহলে আপনি পারমার্থিক স্তরে উন্নীত হতে পারবেন। আমাদের সঙ্গে সবসময় এই জপমালা থাকে, যেমন আপনাদের সঙ্গে আপনাদের জপমালা (Rosary) রয়েছে। আপনি মালা জপ করেন, কিন্তু অন্য খ্রিস্টানরা তা করে না কেন? আপনি যদি আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে চান, তাহলে গীর্জায় গিয়ে 'খ্রিস্ট', কৃষ্ণ বা কৃষ্ণনাম কীর্তন করুন। এতে কি আপত্তি থাকতে পারে? (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা)

মনের অনিয়ন্ত্রিত ঘোড়াসমূহ

মন সব সময় সুখের বিষয় কল্পনা করছে। আমি সব সময় ভাবছি, "এ আমাকে সুখী করবে," অথবা "ও আমাকে সুখী করবে। সুখ এখানে। সুখ ওখানে।" এইভাবে মন আমাদের যেখানে-সেখানে ও সব জায়গায়াতে নিয়ে যাচ্ছে। আমরা যেন এক লাগামহীন ঘোড়ার পেছনে রথে চড়ে যাচ্ছি। আমরা কোথায় যাচ্ছি তার উপর আমাদের কোন ক্ষমতা নেই, কিন্তু ভয়ে কেবল বসে থেকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকতে পারি। কিন্তু যেই আমাদের মন কৃষ্ণভাবনার পথে নিয়োজিত হয়—বিশেষতঃ

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন দ্বারা, তখন উন্মত্ত ঘোড়ার মত আমাদের মন ধীরে ধীরে বশীভূত হয়। (শ্রীকৃষ্ণের সন্ধানে)

শান্তির সূত্র

এই পৃথিবী হচ্ছে ভগবানের সম্পত্তি। কিন্তু আমরা, তথাকথিত সভ্য মানুষেরা, ব্যক্তিগতভাবে এবং সমষ্টিগতভাবে ভগবানের সম্পত্তি আত্মসাৎ করার চেষ্টা করছি। আমরা যদি শান্তি পেতে চাই, তাহলে আমাদের মন থেকে এবং সমস্ত বিশ্ব থেকে এই ভ্রান্ত ধারণাটিকে বিদূরিত করতে হবে। পৃথিবীর উপর মানুষের এই ভ্রান্ত আধিপত্যের দাবি পৃথিবীতে আজ অশান্তির সৃষ্টি করেছে।

মূর্খ এবং তথাকথিত সভ্য মানুষেরা ভগবানের সম্পত্তির উপর এইভাবে তাদের আধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা করছে। কারণ এখন ভগবানের উপর তাদের কোনই বিশ্বাস নেই। ভগবদ্বিমুখ সমাজে, ভগবান বিহীন সমাজে কেউই সুখ ও শান্তি লাভ করতে পারে না। ভগবদ্গীতায় পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন যে, তিনিই হচ্ছেন সবকিছুর পরম ভোক্তা, তিনিই হচ্ছেন সমস্ত বিশ্ব চরাচরের অধীশ্বর, এবং তিনিই হচ্ছেন প্রতিটি জীবের পরম বন্ধু। পৃথিবীর মানুষ যখন ভগবানের প্রদর্শিত এই পন্থাটিকে শান্তিলাভের যথার্থ উপায়রূপে অবগত হয়ে তা আচরণ করতে শুরু করে, তখনই কেবল যথার্থ শান্তির প্রতিষ্ঠা হয়।

সুতরাং, আপনারা যদি শান্তি চান, তাহলে আপনাদের ভগবদ্বিমুখ, নাস্তিক মনোভাবের পরিবর্তন করতে হবে। ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে, ভগবানের আনুগত্যে জীবন-যাপন করার মাধ্যমে আপনারা অতি সহজেই আপনাদের ইপ্সিত শান্তি লাভ করতে পারবেন। আর ভগবৎ-চেতনায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার সবচাইতে প্রকৃষ্ট পন্থা হচ্ছে ভগবানের মহিমা কীর্তন করা। সমগ্র বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা করার এটাই হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা। তাই আমরা সকলকে অনুরোধ করছি আপনারা যেন হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥

কীর্তন করার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনাময় উদ্বুদ্ধ হন।

এই পন্থা অত্যন্ত বাস্তবোচিত, সরল এবং সাবলীল। আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর আগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই পন্থাটি প্রবর্তন করে গেছেন। এই অতি সুন্দর ও আনন্দময় পন্থাটি অবলম্বন করুন। ভগবদ্গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত আদি বৈদিক শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করুন, তার ফলে, অচিরেই সমস্ত বিশ্বজুড়ে শান্তি ও সমৃদ্ধি প্রতিষ্ঠিত হবে। (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা)

বিনামূল্যে ও উচ্চমূল্যের মন্ত্রসমূহ

সম্প্রতি, এক ভারতীয় যোগী কিছু 'গোপনীয় মন্ত্র' প্রদান করতে আমেরিকায় এসেছিলেন। কিন্তু মন্ত্রের যদি কোনও শক্তি থাকে, তাহলে সেটি কেন গোপনীয় হবে? মন্ত্র যদি শক্তিশালী হয়, তাহলে কেন তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করা হবে না যাতে প্রত্যেকেই তার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে? আমি বলছি যে, এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রত্যেককেই রক্ষা করতে পারে এবং তাই আমরা বিনামূল্যে প্রকাশ্যে তা বিতরণ করছি। তবে এই যুগে, মানুষ এত বুদ্ধিহীন

হয়ে পড়েছে যে, তারা এটি গ্রহণে রাজি নয়। বরং, তারা কোনও গুপ্ত মন্ত্র গ্রহণে লালায়িত হচ্ছে এবং তাই কোনও 'যোগী'কে খানিকটা গুপ্তমন্ত্র প্রদানের জন্য দেড়শ-দুশ টাকাও দিতে প্রস্তুত থাকে। তার কারণ, মানুষ প্রতারিত হতেই চায়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তেরা বিনা পারিশ্রমিকে প্রচার করতে থাকে এবং পথে-ঘাটে, বাগানে আর সবখানেই সমস্বরে ঘোষণা করতে থাকে, "এই যে! এই যে—হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র। আসুন, গ্রহণ করুন!" (যোগসিদ্ধি)

হৃদ্‌রোগের ঔষধি

(শিকাগোর পুলিশ বিভাগের জনসংযোগ অফিসারের সঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদের সাক্ষাৎকার)

লেফটেন্যান্ট মোজীঃ সংকীর্তন আন্দোলনের অনুষ্ঠান কোন জায়গায় ফলপ্রসূ হবে? সেই গোষ্ঠিকে দৃঢ়তর করার অনুষ্ঠানটি ধনী অঞ্চল থেকে দরিদ্র অঞ্চলে অনুষ্ঠিত হলে ভাল হয় কি না?

শ্রীল প্রভুপাদঃ আমাদের এই চিকিৎসা পারমার্থিক দিক দিয়ে রোগাক্রান্ত মানুষদের জন্য, কোন মানুষ যখন রোগাক্রান্ত হয়, তখন সে ধনী না দরিদ্র এই বিচার করা হয় না। তাদের এই উভয়কেই একই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। হাসপাতাল এমন জায়গায় তৈরী করতে হবে যেখানে ধনী এবং দরিদ্র উভয়ে আসতে পারে। তেমনই—সংকীর্তন এমন জায়গায় হওয়া উচিত যেখানে সকলেই অনায়াসে আসতে পারে। যেহেতু সকলেই ভবরোগে ভুগছে, তাই সকলেরই এই সংকীর্তনের সুযোগ গ্রহণ করা উচিত।

তাই আমাদের এই সংকীর্তন আন্দোলন সকলের জন্য, কারণ ধনী-দরীদ্র নির্বিশেষে তা সকলেরই হৃদয় নির্মল করে। চিরতরে অপরাধমূলক অভ্যাসগুলোকে বিনষ্ট করার উপায় হচ্ছে অপরাধীর হৃদয়ের পরিবর্তন সাধন করা। আপনি নিশ্চয়ই জানেন যে, অনেক

চোরকে বহুবার গ্রেপ্তার করে কারাগারে আটকে রাখা হয়। যদিও সে জানে যে, চুরি করলে তাকে জেলে যেতে হবে, কিন্তু তবুও সে চুরি না করে পারে না। এর কারণ হচ্ছে কলুষিত হৃদয়। তাই অপরাধীর হৃদয় নির্মল না করে, আপনি কেবল কতকগুলি আইন প্রণয়ন করলে অপরাধ বন্ধ করতে পারবেন না। চোর, ডাকাত এবং খুনিরা আইন জানে, কিন্তু তবুও তাদের কলুষিত হৃদয়ের জন্য তারা জঘন্য অপরাধ করে। তাই আমাদের পন্থা হচ্ছে হৃদয়কে নির্মল করা, তা হলে জড় জগতে সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে। (আত্মজ্ঞান লাভের পন্থা)

৮

জপের উপকারিতা

কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের সদস্যদের আধ্যাত্মিক অনুশীলনের পন্থা পর্যালোচনা করে 'সাইকোলোজি টুডে' পত্রিকার সহ-সম্পাদক এবং 'দি ভ্যারাইটিস অফ্ মেডিটেটিভ এক্স্ প্যারিয়েনসেন্' গ্রন্থের লেখক ডঃ ড্যানিয়েল গোলম্যান বলেছেন, "আমি দেখলাম যে হরেকৃষ্ণ ভক্তরা অত্যন্ত সুসংগঠিত, বন্ধুভাবাপন্ন এবং উন্নত বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন ব্যক্তি। যেখানে জড় বস্তুর পেছনে ছুটতে গিয়ে আমাদের সাংস্কৃতিক জগতে আত্মার আধ্যাত্মিক উন্নতি প্রায়ই অবহেলিত, সেখানে তাঁদের ধ্যান অনুশীলনের পন্থা থেকে আমাদের কিছু শিখতে হতে পারে।"

প্রত্যেকেই জানেন যে, একটি সুখী জীবনের জন্য ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজন। উপযুক্ত খাবার, পর্যাপ্ত যোগব্যায়াম এবং যথেষ্ট পরিমাণে বিশ্রাম হলে আমাদের শরীরগুলো শক্তিশালী ও কর্মক্ষম থাকে। যদি আমরা এই চাহিদা পূরণে ব্যর্থ হই, তাহলে শরীর দুর্বল হয়ে পড়ে এবং রোগ প্রতিরোধক ক্ষমতা কমে যায়। আর সংক্রমণ ব্যধিতে আক্রান্ত হলে আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

কিন্তু অধিক গুরুত্বপূর্ণ, অথচ সুবিদিত নয়, তা হচ্ছে আমাদের অন্তরাত্মার প্রয়োজনীর আধ্যাত্মিক পুষ্টিসাধন ও পোষন পালন। যদি আমরা আমাদের জীবনে ধর্মীয় উন্নতির দিকটা অবহেলা করি, তাহলে উদ্বেগ, ঘৃণা, একাকীত্ব, সংস্কার, লোভ, একঘেয়েমি, হিংসা, ক্রোধ আদি নঞর্থক জড় প্রবণতার দ্বারা আবৃত হয়ে পড়ব।

তাই বৈদিক শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আত্মার এই সূক্ষ্ম সংক্রমণগুলিকে প্রতিহত ও বাধাদানের জন্য আমাদের জীবন আধ্যাত্মিক শক্তি ও চিন্তার স্বচ্ছতার উপর ভিত্তি করে একটি আত্মসমীক্ষা ও সুদৃঢ় আত্মিক উন্নতির কর্মসূচী গ্রহণ করা উচিত।

সম্পূর্ণ মনস্তাত্ত্বিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য প্রয়োজন যে জীবনীশক্তি, তা প্রত্যেকের মধ্যে রয়েছে। আমাদের উচিত প্রকৃত ধর্মীয় পন্থার মাধ্যমে এটিকে উন্মোচিত করা। ভারতের কালজয়ী গ্রন্থ বেদে বলা হয়েছে, বিভিন্ন প্রামাণিক পন্থার মধ্যে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ কীর্তন হচ্ছে সবচেয়ে শক্তিশালী উপায়।

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপের প্রাথমিক ফলাফল সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর ভগবদ্গীতার ভাষ্যে সংক্ষিপ্তাকারে দিয়েছেন ঃ "আমাদের সত্যিকারের অভিজ্ঞতা আছে যে, যদি কোন ব্যক্তি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দিব্য পবিত্র নাম জপ করেন (হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে) তাহলে উপযুক্ত সময়ে সমস্ত প্রকার জড় কলুষ থেকে মুক্ত হয়ে অপ্রাকৃত আনন্দ অনুভব করেন।"

জপের প্রাথমিক স্তরে অনুশীলনকারীরা চেতনার স্বচ্ছতা, মনের শান্তি এবং নানাবিধ অনর্থ ও বদভ্যাস থেকে মুক্তি অনুভব করে। জপের দ্বারা যখন আরও উপলব্ধি বাড়ে তখন আত্মার প্রকৃত চিন্ময় অস্তিত্ব হৃদয়ঙ্গম হয়। ভগবদ্গীতা অনুসারে, এই জ্ঞানালোকিত অবস্থায় "একজন শুদ্ধ মনের দ্বারা আত্মদর্শন করেন, এবং আত্মাতে রমণ করেন ও আত্মাতেই আনন্দ পান।"

আধুনিক যুগের কৃষ্ণভাবনামৃত আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী ও শিক্ষার উপর ১৭টি খণ্ডের ভাষ্য সমন্বিত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' গ্রন্থে জপের চরম উপকারিতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, "জপের ফলে একজনের কৃষ্ণের প্রতি

ভালবাসা জাগরিত হয় এবং অপ্রাকৃত আনন্দ আস্বাদন করেন, চরমে তিনি কৃষ্ণের সঙ্গ লাভ করে তাঁর প্রেমময়ী সেবায় যুক্ত হন, যেন প্রেমসমুদ্রে অবগাহন করেন।"

সুতরাং, হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপের মাধ্যমে কৃষ্ণভক্তির সর্বোচ্চ স্তরে উন্নীত হয়ে বহু উপকার লাভ করা যায়, আমরা এই পন্থা প্রয়োগ করে জপের ফল উপলব্ধি করে বাস্তবে প্রয়োগ করতে পারি। জপের অগ্রগতিমূলক কিছু উপকারিতা পরিষ্কার বোঝার জন্য নিম্নে আলাদা আলাদা করে আলোচনা করা হল।

মনের শান্তি

ধ্যানের মূল লক্ষ্য হচ্ছে মনকে নিয়ন্ত্রণ করা। স্বাভাবিক অবস্থায় আমরা মন থেকে জাত বিভিন্ন প্রকার খেয়ালীপূর্ণ চিন্তা, বাসনা ও লোভের বশীভূত হয়ে পড়ি। আমরা হঠাৎ কিছু চিন্তা করে তা তৎক্ষণাৎ করার চেষ্টা করি। কিন্তু ভগবদ্গীতা আমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছে, ধ্যানী ব্যক্তির মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে শেখা উচিত ঃ "কারণ যিনি তাঁর মনকে নিয়ন্ত্রণ করেছেন, তার মন হচ্ছে সর্বোত্তম বন্ধু কিন্তু যে তা করতে ব্যর্থ হয়েছেন তার মন হচ্ছে সবচেয়ে বড় শত্রু।"

ইন্দ্রিয় তৃপ্তির সীমাহীন বাসনায় পরিপূর্ণ জড়বাদী মন ইন্দ্রিয়গুলির দ্বারা জড় বস্তু ও জড় সম্পর্কগুলিকে উপভোগ করার চেষ্টা করে এবং এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে অবিশ্রান্তভাবে ছুটে বেড়ায়। ফলে চঞ্চল মন জাগতিক চাওয়া পাওয়ার আকাঙ্খা এবং কিছু হারানো হতাশার বেদনার মধ্যে দুলতে থাকে।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ ব্যাখ্যা করেছেন, "যতক্ষণ না অপ্রাকৃত চিন্ময় স্থিতিতে অধিষ্ঠিত না হওয়া যায়, ততক্ষণ মনের নিয়ন্ত্রণ ও

বুদ্ধির স্থিরতা আসবে কি করে? সেগুলোকে বাদ দিয়ে শান্তি অসম্ভব, এবং শান্তি ছাড়া সুখ সুদূর পরাহত।" হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে মনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়ার পরিবর্তে আমরা মনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারি।

'মন্ত্র' একটি সংস্কৃত শব্দ, 'মন্' শব্দের অর্থ হল 'মন' 'ত্র' মানে 'ত্রাণ করে।' সুতরাং মন্ত্র হচ্ছে, জড় বন্ধন থেকে মনকে মুক্ত করার বিশেষ ক্ষমতাযুক্ত একটি চিন্ময় শব্দ তরঙ্গ।

শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "জড় শব্দ থেকেই আমাদের জড় বন্ধনের সূত্রপাত হয়।" প্রত্যহ আমরা রেডিও, টিভি, বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজনদের কাছ থেকে অজস্র জড় শব্দ শুনে সেই অনুযায়ী কর্ম করি। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ বলেছেন, "চিৎজগতেও শব্দ রয়েছে। যদি আমরা ঐ শব্দের সান্নিধ্যে আসি, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবন শুরু হয়।" হরেকৃষ্ণ মন্ত্রের মত চিন্ময় শব্দতরঙ্গের উপর মন কেন্দ্রিভূত করলে ইহা শান্ত হয়ে যায়। যেমন সঙ্গীতের সুর এক বন্য পশুকে শান্ত করে, তেমনি মন্ত্রের অপ্রাকৃত শব্দগুলো অশান্ত মনকে শান্ত করে। ভগবানের চিৎ শক্তির দ্বারা হরেকৃষ্ণ মন্ত্র আবিষ্ট হওয়ায় সমস্ত প্রকার আসুরিক প্রবৃত্তিগুলি দমন করার ক্ষমতা আছে। স্থির অবস্থায় পুষ্করিণীর জল যেমন পরিষ্কার থাকে, তেমনি জাগতিক কামনা-বাসনার তরঙ্গে মন যখন উত্তেজিত না হয় তখন আমাদের মানসিক অনুভূতিগুলি স্বচ্ছ ও পবিত্র থাকে। পরিষ্কার আয়নার মত মন পবিত্র অবস্থায় বাস্তবের অবিকৃত প্রতিমূর্তিগুলিকে প্রতিফলিত করে এবং বস্তুর গভীরে গিয়ে জীবনের অভিজ্ঞতাগুলির অপরিহার্য আধ্যাত্মিক গুণাবলী অনুধাবন করতে সাহায্য করে।

আত্মজ্ঞান লাভ

বেদে বলা হয়েছে, আত্মার লক্ষণ হচ্ছে চেতনা। পবিত্র অবস্থায় তা চিৎজগতে অবস্থান করে। কিন্তু যখন সে জড় বস্তুর সংস্পর্শে আসে, তখন অধঃপতিত হয়ে মিথ্যা অহংকাররূপ মায়ার দ্বারা বশীভূত হয়ে পড়ে। মিথ্যা অহংকার চেতনাকে বিভ্রান্ত করে এবং দেহে আত্মজ্ঞান অনুভব করায়। কিন্তু আমরা জড় শরীর নই। কিন্তু যখন আমরা হাত বা পায়ের দিকে তাকাই, আমরা বলি, 'এটি আমার হাত' বা 'এটি আমার পা', তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে 'আমি কে?' চেতন আত্মা 'আমি'ই হচ্ছি শরীরের মালিক ও সাক্ষী। বুদ্ধি দিয়ে এই সত্যটি সহজেই বুঝা যায়, এবং কীর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত আধ্যাত্মিক উপলব্ধির দ্বারা এই সত্য ক্রমাগত এবং সরাসরিভাবে অনুভূত হয়।

দেহে যখন আত্মজ্ঞান আরোপিত হয়, তখন আত্মার প্রকৃত চিন্ময় চেতনা আবৃত হয়ে পড়ে এবং সে অপরিহার্যভাবে জরা, মৃত্যু, ও রোগকে ভয় পায়। সৌন্দর্য, বুদ্ধি ও ক্ষমতা হারানোর ভয়ে ভীত হয়, এবং প্রাকৃত শরীরের সঙ্গে সম্পর্কিত অগনিত অন্যান্য উদ্বেগ ও মিথ্যা ভাবাবেগের সম্মুখীন হয়। কিন্তু হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে বুঝতে পারি যে, জড় শরীর থেকে আমরা সম্পূর্ণ ভিন্ন, পবিত্র, নিত্য আত্মা, এবং ধীরে ধীরে আমরা মাৎসর্য, ধর্মান্ধতা, অহংকার, হিংসা ও ঘৃণা থেকে মুক্ত হতে পারি। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভগবদ্গীতায় বলেছেন, আত্মা হচ্ছে 'জন্মরহিত, নিত্য, শাশ্বত এবং পুরাতন হলেও চিরনবীন।' যখন আমাদের মিথ্যা দৈহিক পরিচয় অবলুপ্ত হয় এবং সত্যিকারের চিন্ময় অস্তিত্ব উপলব্ধি করি তখন আমাদের এই জড় জগতের সকল প্রকার ভয় ও উদ্বেগ দূর হয়ে যায়। আমরা তখন চিন্তা করি না, 'আমি আমেরিকাবাসী, আমি রাশিয়াবাসী, আমি কালো, আমি সাদা।'

আত্মচেতনায় অধিষ্ঠিত হলে জীবের চিৎ স্বরূপকে পরিদর্শন করা যায়, তখন সমস্ত জীবের মধ্যে পরম ঐক্যতান অনুভূত হয় যা মুক্ত পুরুষের লক্ষণ, এবং সমস্ত জীবের পারস্পরিক শত্রুতা ও হিংসাশ্রয়ী মানোভাব থেকে মুক্ত হওয়া যায়।

এই অতি উন্নত দর্শন শ্রীল প্রভুপাদ তাঁর 'ট্রান্সিডেন্টাল টিচিংস্ অফ্ প্রহ্লাদ মহারাজ' গ্রন্থে ব্যাখ্যা করেছেন, "যখন একজন মানুষ সম্পূর্ণ কৃষ্ণভাবনাময় হন, তিনি দেখেন না যে 'সেটি একটি পশু, না একটি বিড়াল, এটি একটি কুকুর ওখানে একটি পোকা।' তিনি সবকিছুকে কৃষ্ণের অবিচ্ছেদ্য অংশ রূপে দর্শন করেন। ভগবদ্গীতায় সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, "কেউ যদি প্রকৃত কৃষ্ণভাবনামৃত শিক্ষা গ্রহণ করেন, তাহলে তিনি একজন বিশ্বপ্রেমিক হতে পারেন।" আর যতক্ষণ না একজন কৃষ্ণভাবনার স্তরে উন্নীত না হন, ততক্ষণ আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের কোন প্রশ্ন নেই।

প্রকৃত সুখের সন্ধান দেব

প্রত্যেকেই সত্যিকারের সুখ এবং স্থায়ী শান্তির আকাঙ্ক্ষা করে, কিন্তু যেহেতু জড়ানন্দের সুখ, তা মরুভূমিতে এক ফোঁটা শিশির বিন্দুর মত সীমিত ও ক্ষণস্থায়ী। তাই তা স্থায়ী সুখ প্রদান করে না কারণ আত্মার অপ্রাকৃত ইচ্ছাগুলি পুরণের জন্য জড় ইন্দ্রিয়ানুভূতি ও সম্পর্কগুলিতে ক্ষমতার অভাব রয়েছে। কিন্তু হরেকৃষ্ণ মন্ত্র সম্পূর্ণ পরিতৃপ্তি বিধান করে এবং ভগবান ও তাঁর হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে সরাসরি যোগ সাধন করায়। ভগবান পরম আনন্দময়, এবং যখন আমরা তাঁর সংস্পর্শে আসি, তখন এই চিন্ময় সুখ আস্বাদন করি।

বৈদিক শাস্ত্রে এক সুন্দর উপাখ্যান রয়েছে যে কিভাবে হরিনাম কীর্তনের মাধ্যমে প্রাপ্ত অপ্রাকৃত আনন্দ জড় সুখের সীমাকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়।

প্রকৃত সুখের আশায় এক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দেবাদিদেব মহাদেবের আরাধনা করতে লাগলেন, তার আন্তরিক বাসনা পূরণ করার জন্য শিবজী ব্রাহ্মণকে শ্রীল সনাতন গোস্বামীর নিকট যেতে পরামর্শ দিলেন। সনাতন গোস্বামীর নিকট স্বর্ণ উৎপাদনকারী এক পরশ পাথর রয়েছে, তা জানতে পেরে গরীব ব্রাহ্মণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে তা পেতে পারে কিনা? সনাতন গোস্বামী সম্মত হলেন এবং ব্রাহ্মণকে বললেন যে, ঐ আবর্জনার স্তুপ থেকে পাথরটিকে তুলে নিতে। ব্রাহ্মণটি পাথরটি তুলে ঐ স্থান ত্যাগ করে চলে গেল। পথিমধ্যে চিন্তা করতে লাগল এখন সে ইচ্ছামত লোহার সঙ্গে পরশপাথর ছুঁইয়ে সোনা পেতে পারে। কিন্তু পরক্ষণেই ব্রাহ্মণের মাথায় হঠাৎ চিন্তা এল, "যদি এই পরশ পাথরটি সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ হয়, তাহলে কেন তিনি আবর্জনার স্তুপের মধ্যে ফেলেছিলেন?"

এই কৌতূহল মেটানোর জন্য সে পুনঃরায় সনাতন গোস্বামীর নিকট ফিরে এল। গোস্বামীজী জানালেন এটা সত্যিকারের আশীর্বাদ নয়। তুমি কি আমার নিকট হতে সর্বশ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য প্রস্তুত? 'হ্যাঁ', গরীব ব্রাহ্মণ উত্তর দিল, "আমি আপনার নিকট হতে শ্রেষ্ঠ আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য এসেছি।" সনাতন গোস্বামী তখন নিকটবর্তী নদীতে পরশপাথরটি ফেলে দিয়ে ফিরে আসতে বললেন। গরীব ব্রাহ্মণ তাই করল। যখন সে ফিরে এল মহাত্মতি সনাতন গোস্বামী তাকে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র প্রদানের মাধ্যমে দীক্ষা দিলেন। সর্বোচ্চ স্তরের অপ্রাকৃত আনন্দ লাভের জন্য এটাই উৎকৃষ্ট পদ্ধতি।

কর্মবন্ধন মোচন

'কর্মের আইন' কথাটির অর্থ হচ্ছে, প্রত্যেক জাগতিক কর্ম অনুষ্ঠানের জন্য জড়া প্রকৃতি একটি সমান প্রতিক্রিয়া অনুষ্ঠানকারীকে পেতে বাধ্য করায়; কিংবা বাইবেলে যেমন বলা হয়েছে 'যেমন বীজ বপন করবে, তেমন ফসল পাবে', কিংবা 'যেমন কর্ম তেমন ফল।'

জাগতিক কর্মগুলিকে বীজের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। প্রথমে কর্মগুলিকে কার্যে রূপান্তরিত করা অর্থাৎ চারাগাছ লাগান এবং নির্দিষ্ট সময় পর তা ধীরে ধীরে ফলের আকারে প্রতিক্রিয়া প্রদান করবে। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার জালে আবদ্ধ হয়ে কর্মফল ভোগ করার জন্য আমরা একটার পর একটা জড় শরীর গ্রহণ করতে বাধ্য হই। কিন্তু নিষ্ঠা সহকারে শ্রীকৃষ্ণের অপ্রাকৃত নাম জপের মাধ্যমে কর্মবন্ধন থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। যেহেতু ভগবানের নামের মধ্যে চিন্ময় শক্তি বিদ্যমান তাই জীব যখন এই অপ্রাকৃত শব্দতরঙ্গে যুক্ত হয়, সে তখন অন্তহীন কর্মচক্র থেকে মুক্ত হয়। যেমন করে বীজগুলো উত্তপ্ত কড়াইতে ভাজলে তার অঙ্কুরোদগমের ক্ষমতা আর থাকে না। তেমনি ভগবানের দিব্য নামের ক্ষমতার প্রভাবে কর্মের প্রতিক্রিয়াগুলি শক্তিহীন হয়ে পড়ে। কৃষ্ণ সূর্যসম, সূর্য এতই শক্তিশালী যে তার সংস্পর্শে যা কিছু আসবে সবকে পবিত্র করতে পারে। যদি কোন বস্তু সূর্যগোলোকে প্রবেশ করে, তাহলে তৎক্ষণাৎ তা আগুনে রূপান্তরিত হয়। ঠিক তেমনি, যখন আমাদের চেতনা কৃষ্ণের অপ্রাকৃত শব্দে গভীরভাবে অভিনিবিষ্ট হয়, তখন তাঁর অন্তরঙ্গা শক্তি সমস্ত প্রকার কর্মের ফল থেকে মুক্ত করে আমাদেরকে পবিত্রতা দান করে। শ্রীমদ্ভাগবতের ভাষ্যে শ্রীল প্রভুপাদ জোর দিয়ে বলেছেন, "দিব্যনাম কীর্তন এতই আধ্যাত্মিক শক্তিসম্পন্ন যে

কেবল এই দিব্য নাম কীর্তনের মাধ্যমে সমস্ত পাপকর্মের প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হওয়া যায়।"

পুনর্জন্ম রোধ

বেদে বলা হয়েছে যে, জীবাত্মা নিত্য, কিন্তু পূর্বকৃত জন্মের কর্মফল এবং জড় ভোগ বাসনার জন্য তা অনন্তকাল ধরে জড় শরীর গ্রহণ করে আসছে। যতক্ষণ আমাদের জড় বাসনা থাকে, ততক্ষণ ভগবানের অধ্যক্ষতায় জড়া প্রকৃতি একটার পর একটা জড় শরীর উপহারস্বরূপ দেয়। একে আত্মার দেহান্তর বা পুনর্জন্ম বলে। প্রকৃতপক্ষে শরীরের এই পরিবর্তনে আশ্চর্যের কিছুই নেই। কারণ আমরা এই জীবনে বহু শরীরের মধ্য দিয়ে যাই। প্রথমে আমরা শিশুর শরীর পাই, তারপর বালক, প্রাপ্ত বয়স্ক এবং অবশেষে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধার শরীর পাই। ঠিক একইভাবে, আমরা পুরানো শরীরের মৃত্যুর পর নতুন আর এক শরীর পাই।

আমাদের চেতনাকে জড় বাসনা থেকে মুক্ত করলে সংসার চক্র বা জন্ম-মৃত্যুর অনন্ত চক্র থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব। আমরা হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনের মাধ্যমে আত্মার স্বাভাবিক অপ্রাকৃত বাসনা জাগিয়ে তুলতে পারি। যেমন, শরীরের স্বভাব ইন্দ্রিয়তৃপ্তির দিকে ধাবিত হয়, তেমনি আত্মার স্বভাব ভগবানের প্রতি আকৃষ্ট হওয়া। জপ-কীর্তন আমাদের প্রকৃত আদি ভগবৎ চেতনাকে এবং তাঁকে সেবা করা ও তাঁর সঙ্গ করার মানসিকতাকে জাগ্রত করে। চেতনার এই সহজ পরিবর্তনে পুনর্জন্মের চক্রের সীমা অতিক্রম করা যায়।

শ্রীল প্রভুপাদ ভগবদ্গীতার ভাষ্যে আলোচনা করেছেন, "একজনের জীবনের ক্রিয়াকলাপ ও চিন্তাভাবনার সামগ্রিক ফল

মৃত্যুকালীন চিন্তাকে প্রভাবিত করে। সেই কারণে এই জীবনের কর্ম ভবিষ্যতের কর্মমার্গ নির্ধারণ করে। যদি একজন কৃষ্ণসেবায় খুব নিষ্ঠাপরায়ণ হন, তাহলে তাঁর পরবর্তী শরীর হবে অপ্রাকৃত, প্রাকৃত নয়। সুতরাং, অপ্রাকৃত জীবনে সফল উত্তরণের জন্য হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তনই সর্বোত্তম পন্থা।

পরম প্রাপ্তি-ভগবৎ প্রেম

জপ অনুশীলনের পরম প্রাপ্তি ও সর্বোত্তম ফল হচ্ছে সম্পূর্ণ ভগবৎ উপলব্ধি এবং ভগবৎ প্রেম লাভ।

আমাদের চেতনা ক্রমান্বয়ে যতই পবিত্রতা লাভ করে, ততই আমাদের সুদৃঢ় আধ্যাত্মিক উন্নতি আমাদের চরিত্রে ও ব্যবহারে প্রতিফলিত হয়। সূর্য যেমন ক্রমবর্ধমান তাপ ও ঔজ্জ্বল্যের দ্বারা ভূষিত হয়ে দিগন্তের দিকে অগ্রসর হয়, তেমনি আমাদের হৃদয়ের অন্তঃস্থলে কৃষ্ণের দিব্য নামের প্রভাবে ভগবৎ উপলব্ধি জাগরিত হলে তা আমাদের ব্যক্তিত্বের মধ্যে প্রকাশিত হয়, এবং চরমে জীবের সঙ্গে ভগবানের নিত্য, প্রেমময় সম্বন্ধে পর্যবসিত হয়।

এই প্রাকৃত জগতে প্রবেশের পূর্বে একমাত্র ভগবানের সঙ্গেই আত্মার সম্বন্ধ ছিল। চিন্ময় জগতে এই ধরনের প্রেমের সম্বন্ধ জড় জগতের ভালবাসার অভিজ্ঞতার চেয়ে সহস্র সহস্র গুণ অধিক তীব্র। এই ধরনের প্রেম চৈতন্য-চরিতামৃতে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ কৃষ্ণের জন্য জীবের হৃদয়ে পবিত্র প্রেম নিত্যকাল ধরে বিরাজমান। এটা এমন কিছু নয়, যা অন্য কোন উৎস থেকে লাভ করা যায়। যখন নিয়ত শ্রবণ-কীর্তনের মাধ্যমে হৃদয় পবিত্রতা লাভ করে, তখন জীব তার চিন্ময় স্থিতি ফিরে পায়।

চিন্ময় জগতে নিত্য স্বরূপে স্থিত হয়ে, আমরা ভাব ও ভক্তি অনুযায়ী একটি চিন্ময় শরীরে প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের সেবা করতে সমর্থ হই। এই প্রেমময়ী সম্পর্কে ভক্ত সর্বদা অপ্রাকৃত আনন্দে নিবিষ্ট থাকে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থে এই অপ্রাকৃত আনন্দের স্তর সম্বন্ধে ব্যাখ্যা করা হয়েছে ঃ এই সময় ভক্তের হৃদয় সূর্যের মত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। এই গ্রহলোকের অনেক উপরে সূর্য বিরাজমান, এবং মেঘের দ্বারা কখনই আবৃত হওয়ার প্রশ্ন নেই। তেমনি ভক্ত যখন সূর্যের মত শুদ্ধ পবিত্র হয়, তখন তাঁর হৃদয় থেকে সূর্যের চেয়েও অধিক উজ্জ্বলতাবিশিষ্ট অপ্রাকৃত দিব্য প্রেম বিচ্ছুরিত হয়।"

৯

জপ পদ্ধতি

এই সময় ধ্যানের ব্যাপারে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। আধুনিক দিনের ডজন ডজন মহাপুরুষ, গুরু, অবতারেরা নানাবিধ মন্ত্র নিয়ে বসে থাকে এবং আগ্রহী খরিদ্দারেরা এই স্বকথিত উদ্ধারকারীদের পদতলে সমবেত হয়। এক তথাকথিত গুরু তার শিষ্যদের অর্থনৈতিক সাফল্যের জন্য 'অতিশক্তি সঞ্চারণ পদ্ধতি'র উপদেশ দেয়। আবার আর একজন তার অনুগামীদেরকে বলে যে, ধ্যান পদ্ধতি বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে এবং ইন্দ্রিয় তৃপ্তির জন্য শরীরকে আরও উপযোগী করে তোলে। আর একদল গুরু দাবি করে যে, ইন্দ্রিয় তৃপ্তিই জীবনের লক্ষ্য এবং সীমাহীন যৌন জীবনই সমস্ত প্রকার জাগতিক কামনা বাসনা থেকে মুক্ত করে দেয়। কিছু চতুর জিজ্ঞাসু ব্যক্তি রয়েছে যারা গোপন মন্ত্রের জন্য প্রচুর অর্থ ব্যয় করে যাতে তারা অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে। কিন্তু বৈদিক শাস্ত্র সমূহ এইসব বাগাড়ম্বর গুরু ও জাল মন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে কঠোরভাবে সাবধান হতে বলেছে।

যদি কোন ব্যক্তি ধর্মীয় জীবন-যাপনের ব্যাপারে খুব নিষ্ঠাপরায়ণ হয়, তাহলে তাকে একজন প্রকৃত সদ্‌গুরুর চরণে আশ্রয় নিয়ে তাঁর নিকট হতে কৃষ্ণভাবনার বিজ্ঞান শিক্ষা করা উচিত। মুণ্ডক উপনষিদে বলা হয়েছে, "অপ্রাকৃত বিজ্ঞান শিক্ষালাভের জন্য গুরু-পরম্পরা ধারার অন্তর্গত সদ্‌গুরুর নিকট গমন করা উচিত যিনি পরম সত্ত্বে স্থিতিলাভ করেছেন।"

এমন নয় যে, যেকোন গুরু গ্রহণ করা যাবে। উক্ত শ্লোকে বলা হয়েছে, গুরুদেব হবেন সর্বশ্রেষ্ঠ, গুরুদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকে আগত পরম্পরা ধারায় অন্তর্গত। এইভাবে একজন প্রকৃত গুরুদেব

গুরু-পরম্পরার মাধ্যমে কৃষ্ণভাবনামৃতের বিজ্ঞান শিক্ষা গ্রহণ করে সেগুলো যথাযথভাবে বিতরণ করবেন যা তিনি তাঁর গুরুদেবের কাছ থেকে শ্রবণ করেছিলেন। কোনও ভাবে হাল্কা করে কিংবা অর্থ বিকৃত করে নয়। তিনি কখনও নির্বিশেষবাদী বা শূন্যবাদী হবেন না। নিজেকে ভগবান বলে দাবীও করবেন না। পরন্তু তিনি ভগবান ও তাঁর ভক্তের ভৃত্যের ভৃত্য হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করেন। এই ধরনের গুরুদেবকে 'আচার্য' বলা হয়ে থাকে কেননা নিজের আচরণের মাধ্যমে অপরকে শিক্ষা দেন। তাঁর জীবন সমস্ত ধরনের জড় কামনা বাসনা ও পাপাচারণ থেকে মুক্ত। তাঁর চরিত্র অপরের নিকট উদাহরণ স্বরূপ। একজন কৃষ্ণভাবনাময় গুরু তাঁর শিষ্যদেরকে জন্ম-মৃত্যুর পুনরাবর্তন থেকে অবশ্যই মুক্ত করার জন্য যোগ্যতাবান হবেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা কিংবা তাঁর ধ্যানে মগ্ন থাকবেন।

যেহেতু কৃষ্ণের দিব্যনাম সম্পূর্ণরূপে অপ্রাকৃত, তাই ইহা কৃষ্ণের শুদ্ধ সেবক বা তাঁর উপযুক্ত প্রতিনিধির কাছ থেকে গ্রহণ করতে হয়। যিনি ভগবান ও নিষ্ঠাপরায়ণ জিজ্ঞাসুর মধ্যে স্বচ্ছ মাধ্যমরূপে কাজ করেন। যে কোন গুরুর কাছ থেকে মন্ত্র নিলে ফলপ্রসু হবে না।

কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল এ.সি. ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভাগবতে লিখেছেন, "যদি কেউ পরম্পরা ধারা অনুসরণ না করে, তাহলে তার গৃহীত মন্ত্র কার্যকরী হবে না। বর্তমান দিনে বহু ভণ্ডগুরু রয়েছে যারা জাগতিক উন্নতির উপায়স্বরূপ মন্ত্র উদ্ভাবন করে—আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নয়। তথাপিও এই মন্ত্র ফলপ্রসু হতে পারে না। মন্ত্র এবং ভগবদ্ভক্তি অনুশীলনের পন্থার এক বিশেষ শক্তি রয়েছে যদি তা উপযুক্ত স্বীকৃত ব্যক্তির নিকট হতে গ্রহণ করা হয়।"

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হল যে, হরেকৃষ্ণ মন্ত্রকে এক সদ্‌গুরুর কাছ থেকে গ্রহণ করতে হবে যিনি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণ প্রদত্ত ভগবদ্গীতার শিক্ষার আলোকে গড়ে তুলেছেন।

আত্মোপলব্ধির সবচেয়ে সহজতম পন্থা হচ্ছে এই হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র কীর্তন করা, এর জন্য অধিক মূল্য দিতে হয় না। একদম বিনামূল্যে, মন্ত্র বিক্রয় করার জমজমাট ব্যবসা এক প্রতারণা মাত্র। ব্যক্তির নিষ্ঠা মানদণ্ড সে কত টাকা দান করল, তা দিয়ে বিচার্য নয়, সে কতখানি তার জীবনধারা পরিবর্তন করতে ইচ্ছুক তার উপর নির্ভর করে।

হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপের জন্য একজনের বহু দামী দামী উপাদান সংগ্রহ করা কিংবা মাথার উপর ভর করে দাঁড়াতে শেখা বা কঠিন দৈহিক অঙ্গ ভঙ্গিমা করা বা শ্বাস-প্রশ্বাস নিয়ন্ত্রণের কৌশলের প্রয়োজন নেই। একমাত্র উপাদান হচ্ছে তার জিহ্বা ও কর্ণদ্বয়। প্রত্যেকেরই এই দুই উপাদান নিশ্চয়ই রয়েছে। জিহ্বার কর্তব্য ভগবানের দিব্য নাম উচ্চারণ করা এবং কর্ণদ্বয় দ্বারা শ্রবণ করা। এই অতি সরল পন্থার মাধ্যমে একজন পূর্ণসিদ্ধি অর্জন করতে পারবে।

কিভাবে জপ করা হয়

হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপের জন্য কোন কড়াকড়ি বিধিনিয়ম নেই। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে যে, একজন যেকোন সময়ে এবং যে কোন জায়গায় জপ করতে পারে—বাড়ীতে, কর্মক্ষেত্রে, গাড়ি চালানোর সময়, বাসে যাওয়ার সময়...।

মূলতঃ দু'ধরনের জপপদ্ধতি রয়েছে। যখন একজন মালায় একাকী জপ করেন, তাকে ব্যক্তিগত জপ বলে, এবং যখন কোনও

একজন জবাবী রীতিতে অন্যান্যদের সঙ্গে জপ করেন, তখন তাকে কীর্তন বলে। কীর্তন সাধারণত হাতে তালি ও বাদ্যযন্ত্র সহযোগে করা হয়। উভয় পন্থাই অনুমোদিত ও উপকারী।

প্রথম জপ পন্থার জন্য কিছু জপগুটির প্রয়োজন এগুলি কোন হরেকৃষ্ণ মন্দির থেকে ক্রয় করা যেতে পারে নতুবা বাড়ীতে বসে নিজে নিজেও তৈরী করা যায়।

আপনি যদি নিজের জপমালা নিজে তৈরী করতে চান, তাহলে নিম্নের সকল নির্দেশগুলি অনুসরণ করার চেষ্টা করুন।

(১) ১০৯ টি বড় ধরনের গুটি (ডাইমের মত) এবং কিছু শক্ত মোটা লাইলনের সুতো কিনুন।

(২) লম্বা সুতোর শেষ প্রান্ত থেকে ৬ ইঞ্চির মত একটিগাঁট বাঁধুন এবং সুতোর মধ্যে একটা করে গুটি ঢোকান এবং প্রত্যেকটা গুটির পর গ্রন্থি দেন।

(৩) এইভাবে ১০৮টা গুটি গাঁথার পর সুতোর দুইপ্রান্ত একসঙ্গে বড় 'মাস্টার' গুটির ভেতর দিয়ে টানুন। একে কৃষ্ণগুটি বলে।

(৪) দুটো সুতো একসঙ্গে নিয়ে বড় গুটির ভেতর দিয়ে টেনে গ্রন্থি দিন, এবং অতিরিক্ত সুতো কেটে বাদ দিন। এখন আপনার নিজস্ব জপমালা তৈরী হল।

এখন জপ করার জন্য, মালাটিকে ডান হাতে ধরুন। প্রথম গুটিটা মধ্যমা ও বুড়ো আঙ্গুল দিয়ে ধরুন এবং সম্পূর্ণ মহামন্ত্রটা একবার জপ করুন—হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে—তারপর পরের গুটিতে যান এবং পুনরায় দু'আঙ্গুলে ধরুন, আবার পুরো মন্ত্রটা বলুন। আবার পরের গুটিতে যান,...এইভাবে ১০৮টি গুটিতে জপ সম্পূর্ণ করার পর আপনি 'কৃষ্ণ' গুটিতে আসুন। এখন আপনি এক মালা জপ সম্পূর্ণ করলেন। কৃষ্ণগুটিতে জপ না করে মালাকে ঘুরিয়ে নেন

এবং পূর্বেকার মত পুনরায় জপ করতে শুরু করুন। গুটিতে একটার পর একটা করে জপ করা খুব উপকারী। কেননা ইহার মাধ্যমে স্পর্শেন্দ্রিয় ধ্যানের সঙ্গে যুক্ত থাকে এবং উচ্চারিত শব্দ তরঙ্গে শ্রবণে মন নিবিষ্ট হয়।

আপনি ঘরে বসে জপ করতে পারেন নতুবা সমুদ্রতটে বা পর্বতের পাদদেশে হাঁটতে হাঁটতে উন্মুক্ত বাতাসে আরামে জপ করতে পারেন। শুধু মালাটি আপনার সঙ্গে আনুন। যদি আপনি বসে জপ করতে চান, ভাল জায়গা পছন্দ করে (শুয়ে কিংবা আলস্যে নয়, ঘুম আসার সম্ভাবনা থাকে) উচ্চৈঃস্বরে বা মৃদুভাবে জপ করতে পারেন, কিন্তু মন্ত্র পরিষ্কার ও জোরে হওয়া গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি শুনতে পান। মনের স্বাভাবিক প্রবণতা রয়েছে, জপের সময় এদিক ওদিক ধাবিত হওয়ার, কেননা মন অত্যন্ত চঞ্চল ও অস্থির, সর্বদা নতুন এবং আনন্দদায়ক কিছু বস্তুতে অভিনিবিষ্ট হতে চায়। যদি আপনার মন ধাবিত হয় (কৃষ্ণ ও কৃষ্ণ সম্পর্কিত বিষয় ছাড়া অন্য কিছুতে) তাহলে মৃদুভাবে চিন্ময় শব্দতরঙ্গে মনকে ফিরিয়ে আনুন। ইহা খুব কঠিন নয়। কারণ যখন ভগবানের পবিত্র নামের অপ্রাকৃত শব্দে মন আবিষ্ট হয়, তখন ইহা সহজেই তৃপ্ত হয়। (অন্যান্য ধ্যান পন্থায় আপনাকে 'শূন্যে' বা 'কোন কিছুতে না' তে মনকে স্থির রাখতে বলবে)।

যে কোন সময় জপ করা যায়। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে বলা হয়েছে, আধ্যাত্মিক ক্রিয়াকলাপগুলি সম্পাদনের জন্য দিনের কিছু নির্দিষ্ট সময় সবচেয়ে শুভ। খুব সকালবেলা সূর্যোদয়ের কিছু আগে ও কিছু পরে পরিবেশ খুব শান্ত ও নিরিবিলি থাকে, যা চিন্তাশীল জপের জন্য উপযুক্ত। বহু মানুষকে দেখা যায়, দিনের একটি নির্দিষ্ট সময়কে জপের জন্য রেখে দিতে। প্রত্যহ একমালা দু'মালা

করে জপ শুরু করুন এবং ধীরে ধীরে সংখ্যা বাড়ান যতক্ষণ না নির্দিষ্ট সংখ্যানাম ১৬ মালায় না পৌছছেন।

ব্যক্তিগত জপ অনুশীলনে আপনি, আপনার মালা এবং স্বয়ং ভগবান যুক্ত থাকেন। অপরপক্ষে কীর্তনে একজন উচ্চৈঃস্বরে মন্ত্র গাইবে এবং বাদ্যযন্ত্র সহযোগে অন্যান্য সকলে তাকে অনুসরণ করবে। আপনি নিশ্চয়ই আপনার শহরের রাস্তায় কীর্তনরত ভক্তদের দেখে থাকবেন, কেননা মাঝে মাঝে ভক্তরা প্রচারের উদ্দেশ্যে এবং অধিক সংখ্যক মানুষের অংশগ্রহণের জন্য এই ধরনের কীর্তনানুষ্ঠান করে থাকে।

একজন গৃহে তাঁর পরিবারবর্গ বা বন্ধু-বান্ধব নিয়ে কীর্তন করতে পারে। সেখানে একজন কীর্তন পরিচালনা করবে, এবং অন্যান্যরা তাকে অনুসরণ করবে। কীর্তন অধিক শক্তিসঞ্চারণকারী পন্থা যেখানে কীর্তরকারীরা নিজে শুনে এবং অপরকে শুনিয়ে লাভবান হন। বাদ্যযন্ত্রসমূহ সুন্দর, কিন্তু না হলে ক্ষতি নেই, একজন যে কোন সুরে হাততালি দিয়ে গান গাইতে পারে। যদি আপনার বাড়ীতে ছোট ছেলেমেয়েরা থাকে, তাহলে তারাও কীর্তন করে আধ্যাত্মিক উন্নতি করতে পারে। আপনি প্রতি সন্ধ্যায় পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের নিয়ে জপে বসতে পারেন।

জড় জগতের শব্দগুলি বিরক্তিকর, গতানুগতিক ও একঘেয়েমী লাগে। কিন্তু জপ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান নবনবায়মান এক অভিজ্ঞতা। নিজেকে পরীক্ষা করে দেখতে পারেন। কিছু শব্দগুচ্ছ নিয়ে ৫মিঃ ধরে চেষ্টা করুন। যদি কয়েক মিনিট ধরে বার বার 'কোকা-কোলা' বলতে থাকেন, তাহলে ইহা সত্যিই অসহ্য লাগবে, কোন আনন্দ আসবে না। কিন্তু কৃষ্ণনাম জপ শুরু করলে আরও জপ করতে ইচ্ছা করবে। কারণ ইহা অপ্রাকৃত।

আপনার জপসংখ্যা বাড়ান

যখন ও যেখানেই জপ করুক না কেন, একজন প্রভূত উপকার পাবে। মহাজন ব্যক্তিরা বলে গেছেন যে, জপকারীরা কিছু বাস্তব সম্মত পদ্ধতি প্রয়োগ করার মাধ্যমে জপের মান ও সংখ্যা বাড়াতে পারে এবং দ্রুত ফল পেতে পারে।

জপের সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আধ্যাত্মিক শক্তি লাভ হয় এবং উন্নততর স্বাদ আস্বাদন করা যায়। কারণ জপ অনুশীলনের ফলে আমাদের খারাপ অভ্যাসগুলি দূর হয়ে যায়, যেগুলি আধ্যাত্মিক প্রগতির পক্ষে বাধা।

(১) আধ্যাত্মিক জীবনে জপের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে চারটি নিয়ন্ত্রিত বিধি নিষেধ অনুসরণ করতে হয় ঃ

(ক) মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদি খাওয়া বর্জন।

(খ) চা, পান, বিড়ি, সিগারেট, মদ ইত্যাদি নেশা বর্জন।

(গ) তাস, পাশা, জুয়াখেলা বর্জন।

ও (ঘ) অবৈধ যৌন সঙ্গ বর্জন (বিবাহ বহির্ভূত যৌন মিলন বা ভগবৎ চেতনাময় শিশু-সন্তান উৎপাদন না হলে)।

উপরিল্লিখিত চার ধরনের পাপকর্ম আধ্যাত্মিক জীবনে অগ্রসর হওয়ার পথে দারুণ বাধা। কারণ এগুলো জড় বস্তুর প্রতি আসক্তি বৃদ্ধি করে। তাই যারা জপ অনুশীলন করছেন, তাদের জন্য এই কর্ম অনুমোদিত নয়। জপ এতই শক্তিশালী যে, যে কোন পর্যায়ে ইহা শুরু করা যায় এবং ইহা প্রয়োজনীয় সমন্বয় সাধন করে।

(২) একজনের উচিত নিয়মিতভাবে বৈদিক শাস্ত্রসমূহ যেমন গীতা, ভাগবত অধ্যয়ন করা। ভাগবতে বর্ণিত ভগবানের অসাধারণ কার্যকলাপ এবং ভক্ত ও ভগবানের অপ্রাকৃতলীলা প্রতিদিন শ্রবণ করার ফলে জড় জগতের সঙ্গে দীর্ঘকালীন সঙ্গ

করার ফলে হৃদয়ের পুঞ্জীভূত কলুষতা দূর হয়ে যায়। তখন তিনি আত্মার স্বভাব, প্রকৃত আধ্যাত্মিক কার্যকলাপ এবং জড় জগত থেকে মুক্তির সম্পূর্ণ উপায় উপলব্ধি করতে পারবেন।

(৩) জড় জগতের কলুষতা থেকে সম্পূর্ণরূপে রেহাই পাওয়ার জন্য একজনের উচিত শুধু নিরামিষ খাবার গ্রহণ করা যা কৃষ্ণকে নিবেদন করার মাধ্যমে চিন্ময়ত্ব প্রাপ্ত হয়। অপরের জীবন নষ্ট করার ফলে (উদ্ভিদসহ) তার প্রতিক্রিয়া রয়েছে। কিন্তু ভগবান বলেছেন, যদি নিরামিষ খাবার তাকে অর্পণ করা হয়, তাহলে তিনি সমস্ত প্রকার প্রতিক্রিয়া নস্যাৎ করে দেন।

(৪) একজনের উচিত তার কর্মফল ভগবানকে অর্পণ করা। কেউ যখন নিজের ইন্দ্রিয়তৃপ্তি বা সন্তুষ্টি বিধানের জন্য কর্ম করে, তাহলে তাকে কর্মফল ভোগ করতে হয়। কিন্তু কেউ যখন ভগবানে তার কর্মফল উৎসর্গ করে এবং তাঁর সন্তুষ্টি বিধানের নিমিত্ত কর্ম করে তাহলে কোন প্রতিক্রিয়া নেই। ভগবানের সেবার নিমিত্ত কর্ম করলে সে শুধু কর্ম থেকে মুক্ত হয় না পরন্তু কৃষ্ণের প্রতি সুপ্ত ভালোবাসা জেগে ওঠে।

(৫) যিনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপে খুব আগ্রহী ও নিষ্ঠাপরায়ণ, তাকে সমমানসিকতা সম্পন্ন ব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গ করতে হয়। তাহলে আধ্যাত্মিক শক্তি বৃদ্ধি পায়। শ্রীল প্রভুপাদ ইসকন প্রতিষ্ঠা করেছেন যাতে করে যারা, ভগবৎ চেতনা সম্বন্ধে এবং ভগবানের সঙ্গে তাঁর নিত্য সম্বন্ধ ব্যাপারে জানতে আগ্রহী, তারা অপরের সঙ্গে সঙ্গ করার ফলে উপকৃত হয়। তারাই চিন্ময় জগতে ফিরে যাওয়ার প্রকৃত পন্থায় রয়েছে।

এইভাবে আন্তরিকভাবে কিছুদিন জপ করার পর জপকারী একজন সদ্গুরুর নিকট দীক্ষা নেবেন। দীক্ষানুষ্ঠান বৈদিক শাস্ত্রে অনুমোদিত হয়েছে। কারণ ইহা নাটকের মত মন্ত্র জপ করতে

এবং প্রকৃত ধর্মীয় চেতনা জাগ্রত করতে সাহায্য করে। ইসকনে যোগ্যতা সম্পন্ন অনেক গুরুদেব রয়েছেন যারা যে কাউকে ভগবৎ ভাবনাময়রূপে গড়ে তোলার জন্য সর্বদা প্রস্তুত রয়েছেন।

শ্রীল প্রভুপাদ নির্দেশ দিয়ে গেছেন, যারা দীক্ষা নেওয়ার জন্য উৎসাহী, তাদের অবশ্যই চারটি বিধিনিষেধ পালন করতে হবে, এবং ষোলমালা জপ করতে হবে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রায় ৫০০ বছর আগে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আবির্ভূত হয়ে হরিনাম সংকীর্তনকে জনপ্রিয় করে গেছেন এবং প্রত্যহ নির্দিষ্ট সংখ্যক নাম জপের বিধান দিয়ে গেছেন। প্রত্যহ ১৬ মালা জপ খুব যত্নের সঙ্গে সম্পূর্ণ করলে শিষ্যের পক্ষে কৃষ্ণকে সর্বদা স্মরণ রাখা সম্ভব হয়।

যাই হোক, কৃষ্ণভাবনামৃতের সারকথা হচ্ছে, সর্বদা কৃষ্ণকে স্মরণ করা, কখনও কৃষ্ণকে ভুলে না যাওয়া। জপ অনুশীলন হচ্ছে ভগবৎ-ভাবনাতে থাকার সবচেয়ে সহজতম পন্থা। কারণ মন্ত্রের তরঙ্গ ধ্বনির মধ্যে যে রহস্যময় শক্তি নিহিত রয়েছে, তা সর্বদা ভগবানের সঙ্গে আপনার প্রকৃত আধ্যাত্মিক স্বভাবকে যুক্ত রাখতে সাহায্য করে। তাঁর এই অপ্রাকৃত নামের মধ্যে ভগবানের অনন্ত শক্তি নিহিত রয়েছে বিশেষ করে আনন্দ প্রদায়িনী হ্লাদিনী শক্তি। সেই কারণে যখনই জপ করতে শুরু করবেন তখনই আনন্দ অনুভব করবেন, যা জড় সুখের চেয়ে বহুগুণে বেশী, এবং যত অধিক আপনি হরেকৃষ্ণ মন্ত্র জপ করবেন, ততই আপনি নিজেকে সুখী অনুভব করবেন।